অজানার অভিযানে

রিচার্ড এল্ নিউবার্জার

অনুবাদ করেছেন
ভাষান্তর ভট্ট

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৬৮
সেপ্টেম্বর, ১৯৬১
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২
ছেপেছেন
সরোজকুমার চক্রবর্তী
শ্রীবিষ্ণু প্রেস
২৩এ, ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন স্ট্রীট
কলকাতা-৬
মূল ছবি অনুসরণে
প্রচ্ছদ, ছবি ও মানচিত্র
এঁকেছেন
ত্রিভঙ্গ রায়



এক

বাড়িতে লেখা শেষ চিঠি

ক্যাম্পের আগুনের চঞ্চল আলোয় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদলের এক সৈনিক চিঠি লিখছিল। সৈনিকের পরনে সচরাচর যে কেতাদুরস্ত পোশাক আর তামার বোতাম দেখা যায় তার পরনে তা ছিল না। তার পরনে ছিল যে হরিণ-চামড়ার ময়লা আধছেঁড়া পোশাক, সেই পোশাকের অসমান ধারগুলো তার হাত আর পা বেষ্টন করে ঝুলে ছিল। চলতে ফিরতে সেই পোশাক তার গায়ে ঢলঢল করত। তার পায়ে ছিল রেড-ইণ্ডিয়ানদের মত মোকাসিন জুতো। লম্বা রাইফেলটা একটা গাছে হেলান দিয়ে রাখা, রাইফেলটার সঙ্গে চামড়া দিয়ে বাঁধা শিঙের তৈরি একটা বারুদের পাত্র। রাইফেলের মাথায় ছুঁড়ে-লটকে-রাখা 'র‍্যাকুনে'র চামড়ার তৈরি সৈনিকের মাথার টুপি।

সার্জেণ্ট জন অর্ডওয়ে, লম্বা, রোগা মানুষটি, হাঁসের পালকের কলম দিয়ে কাগজের ওপর লিখে চলেছিল :

'শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বাবা, মা, এই সুযোগে আপনাদের জানিয়ে দিই আমি কোথায় আছি, কী করছি। ক্যাপ্টেন লুইস আর ক্যাপ্টেন ক্লার্কের সঙ্গে আমি পশ্চিমমুখো এক অভিযানে বেরিয়েছি—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাঁদের উত্তর আমেরিকার অন্তস্থলে এই অভিযানে পাঠিয়েছেন। মিসুরির নদীপথে এগিয়ে যাবার পর স্থলপথে পশ্চিম সাগর পর্যন্ত আমরা যাব। জানিনা আবার কখন আপনাদের চিঠি লেখা সম্ভব হবে।'

চিঠিটার গন্তব্যস্থল হল সুদূর নিউ হ্যাম্পশায়ারের বো-তে, আটাশ বছরের যুবক জন অর্ডওয়ের বাবা মা সেখানে বাস করতেন। উদ্বিগ্ন-ভাবে সে খামটা বন্ধ করল। তবে কি তার বাবা মার সঙ্গে তার শেষ দেখা সে সেরে এসেছে?

সীমান্তবর্তী সেন্ট লুই উপনিবেশ থেকে দৃষ্টিসীমার ঠিক বাইরে তৈরি এই শিবির থেকে তার দেশ নিউ হ্যাম্পশায়ার অনেক দূরের পথ। যে অলডার কুঞ্জে বসে অর্ডওয়ে চিঠি লিখছিল, অনেক শিবিরের আগুনে উজ্জ্বল সে জায়গা। নৃত্যপর কোণাকৃতি অগ্নি-শিখার পাশে হরিণ-চামড়ার পোশাক পরা আরও অনেক যুবক কাগজ কলম নিয়ে বসেছিল। বাড়িতে প্রিয়জনের কাছে চিঠি লেখার সুযোগ আর বোধহয় তাদের আসবে না।

১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের তেরোই মে তারিখের কুয়াশা-ঢাকা রাতের কথা বলছি। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল অভিযানের সব-প্রথম দলের যাত্রীরা পরদিন যাত্রা করবে।

ওয়াগন থেকে কাঠের বাক্সবন্দী ভারি ভারি মাল নামিয়ে গাছ-গুলোর কাছে জড়ো করা হচ্ছিল। সৈন্যদলের রসদের ভারপ্রাপ্ত এক কর্মচারী মিলিয়ে নিচ্ছিল সেগুলো।

'শস্তাদামের আয়না, পনেরো ডজন,' হেঁকে উঠল সে।

বাক্সবন্দী মাল যে নামাচ্ছিল, মাল মিলিয়ে নিয়ে সে হেঁকে সায় দিল, 'শস্তাদামের আয়না, পনেরো ডজন।'

অনেক রাত পর্যন্ত এই ব্যাপার চলল। সৈনিক যখন হাঁকল, 'বাহারে চুড়ি, ৫০০,' মাল যারা নামাচ্ছিল তাদের একজন তার সঙ্গীকে বললে, 'এ সব ইণ্ডিয়ানদের জন্যে। মিস্যুরির উত্তর অঞ্চলে যেসব অসংখ্য ইণ্ডিয়ানের বাস তাদের মধ্যে এমন অনেক জাত আছে যারা কখনও শ্বেতাঙ্গ মানুষ চোখে দেখেনি। এই খেলনাগুলো দিয়ে হয়ত তাদের সামলে রাখা চলবে। কিন্তু আমার নিজের জীবন যে এই খেলনাগুলোর ওপর নির্ভর করছে না এতে আমি খুশি।'

উত্তেজনার হাওয়া শিবিরের সমস্ত আবহাওয়াকে চেপে ধরে রেখেছে—কারণ সৈনিকরা প্রতীক্ষা করছে মেরিওয়েদার লুইসএর, যিনি হবেন তাদের দলপতি। কোন সাধারণ ক্যাপ্টেনের হাতে এ অভিযানের ভার দেওয়া হয় নি। বয়স মাত্র ত্রিশ হলে কী হয়, মেরিওয়েদার লুইস হলেন প্রেসিডেন্ট জেফারসনের একান্ত সচিব। ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস থেকে তিনি ঘোড়ায় চড়ে সোজা চলে আসছেন।

'আর ঠিক যে বাহিনীতে আমি আছি তাতেই ওঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে,' সগর্বে বললে জন অর্ডওয়ে,—'প্রথম পদাতিক বাহিনী—সৈন্যদলের সবচেয়ে সেরা দল।'

ব্যাগের মধ্যে নাকি প্রেসিডেন্টের গোপন হুকুমনামা বহন করে চলেছেন ক্যাপ্টেন। অপরিচিত প্রান্তরের অন্তস্থলে না পৌঁছোনো পর্যন্ত সে হুকুমনামা খোলা হবে না। মাত্র কদিন আগে নিউ অর্লিনস থেকে ফরাসীদের পতাকা নেমে এসেছে, তার বদলে সেখানে এখন উড়ছে তারা আর দাগ-কাটা পতাকা। মিঃ জেফারসনের ফরাসী দূত প্যারিসে বসে লুইসিয়ানা কিনে নেওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে। মিসিসিপির পশ্চিমে এক কোটি বর্গমাইল জায়গার জন্যে

যুক্তরাষ্ট্র ফরাসী দেশকে ১৫,০০০,০০০ ডলার দাম দিয়েছে। এ-অঞ্চলের আয়তন খোদ ফরাসী দেশের পাঁচগুণ।

তবুও কংগ্রেস মহলে কানাঘুসো শোনা গিয়েছিল যে লুইসিয়ানার সীমানা ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর পর্যন্ত প্রেসিডেণ্টের উচ্চাশার পরিধি। এইটিই কি তাহলে সেই গোপন হুকুমনামার বিষয়বস্তু?

অভিযানের সৈন্যদল কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুতেই ঘুম আসছে না। সবচেয়ে তুঃসাহসিক অভিযানের আগের রাতে কি ঘুম আসা সম্ভব?

সার্জেণ্ট জন অর্ডওয়ে ভাবছিল ছোট শহর নিউ হ্যাম্পশায়ারের ছিপছিপে সুন্দরী ডেবোরা টিলসনের কথা যার সঙ্গে সে স্কুলে যেত। তার সঙ্গে কোয়াড্রিল নাচের সুযোগ আর কি তার জীবনে আসবে? টিনের মগের চায়ে চুমুক দিতে দিতে সতেরো বছরের ছেলে জর্জ স্যানন ভাবছিল, আর কি সে ওহিয়োয় তার তামাক আর বার্লির খেতে ফিরে যেতে পারবে? দেশে ফিরে তো আবার পাহাড়ে পাহাড়ে শিকারে বেরোবে, কিন্তু তার আগে কেনটাকির ন-জন যুবককে কত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই না যেতে হবে! বন্য জীবনের অভিজ্ঞতা আছে বলেই ক্যাপ্টেন ক্লার্ক তাদের দলভুক্ত করেছেন।

প্রাগৈতিহাসিক দানবের সম্মুখীন কি তাদের হতে হবে, না কি বুনো কদাকার হাতির দলের বা ড্র্যাগনের,—যার নিশ্বাসে আগুনের হলকা? সত্যিই কি সেখানকার পাহাড়ের চূড়া কাঁচের মত ঝলমলে, চোখ-অন্ধ-করা? মিসুরির উৎস ছাড়িয়ে কী আছে,—যেখানে কোন শ্বেতাঙ্গ ইতিপূর্বে কখনও গিয়ে পৌঁছয় নি? সেখানে এসে কি পৃথিবী হঠাৎ অসীম শূন্যে হারিয়ে গেছে?

আজ আমাদের এসব কথা শুনে হাসি পাচ্ছে। কিন্তু কঙ্গোর অরণ্য, অ্যামাজন উপত্যকা কিংবা দক্ষিণ মেরুর বরফ-ঢাকা প্রান্তর সম্বন্ধে আজ আমাদের যতটুকু জ্ঞান আছে, ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের মানুষের

সেণ্ট লুইয়ের পশ্চিমাংশ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল তার চেয়েও অনেক অল্প। জন অর্ডওয়ের থলির মধ্যে একটা মানচিত্র ছিল,—নিউ ইয়র্ক গেজেট নামক কোন কাগজ থেকে কেটে নেওয়া। ঐ ম্যাপ অনুসারে, সেণ্ট লুইয়ের তাঁবুর পশ্চিমে কেবল সাদা আর সাদা,—মায়ের টেবিলের ধবধবে টেবিল-ক্লথের মত। নদী নেই, হ্রদ নেই, নেই পর্বতশৃঙ্গ। শুধুই শূন্যতার বিস্তার। 'যা অজানা, যা জানা সম্ভব নয়', তার সন্ধানে এভাবে তেত্রিশটি মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠাবার জন্যে সেনেটের অনেকেই প্রেসিডেণ্ট জেফারসনকে অভিযুক্ত করেছিলেন।

অভিযাত্রীদলের প্রতি দুশ্চিন্তার চেয়ে অবশ্য প্রেসিডেণ্টের রাজনৈতিক শত্রুদের আক্রোশটাই অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, যার ফলে অভিযানের খরচ বাবদ সেনেট মাত্র ২,৫০০ ডলার বরাদ্দ করল। এর মানে হল এই যে, দলে কোন ডাক্তারের স্থান হবে না, যদিও হয়ত বছরের পর বছর এই অভিযানে কাটবে। ওষুধ-পত্রের জন্যে বরাদ্দ রইল ৫৫ ডলার। ওদের মাইনে আসত সমর-বিভাগ থেকে, কারণ ওরা সবাই সৈনিক। সাধারণ সৈন্যেরা পাবে মাসে পাঁচ ডলার, আর জন অর্ডওয়ের মত সার্জেণ্টরা পাবে আট ডলার করে। লুইস আর ক্লার্ক মাসে আশি ডলার করে পাবেন।

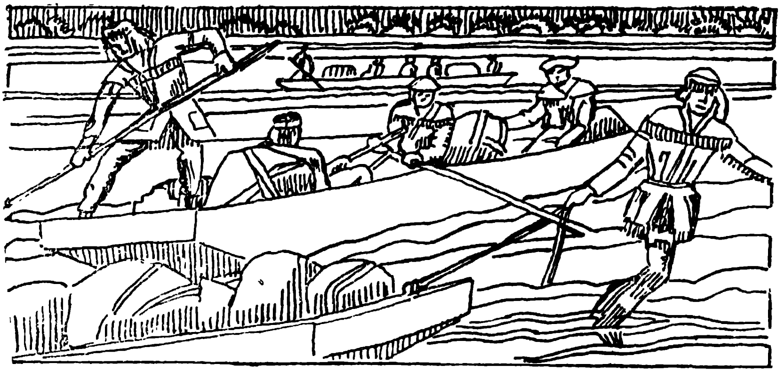
এতেও আজ আমাদের আশ্চর্য হতে হয়। একজন সাধারণ সৈনিক আজ যে টাকা পায়, প্রেসিডেণ্টের প্রাইভেট সেক্রেটারি মেরিওয়েদার লুইস ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে পেতেন তার চেয়েও কম। কিন্তু ভুললে চলবে না যে সেই সুদূর অতীতে, যুক্তরাষ্ট্রের উৎসাহী অভিযাত্রীদল যে যুগে তাঁবু তুলে সেণ্ট লুই থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র সেই সময়ে ছিল নিতান্ত নবীন দেশ।

ক্যালিফোর্নিয়া তখন শুধু নামে মাত্র। টমাস জেফারসন 'মস্ত নদী অরেগন'এর কথা শুনেছিলেন, নাবিকরা যাকে বলত, 'মিসুরির চেয়েও বড় নদী।' এই সমস্ত নদীকে 'কলম্বিয়া'ও বলা হত, কিন্তু

এর গতিপথ ছিল রহস্যাবৃত। কোথাও না কোথাও নিশ্চয় এর সঙ্গে পশ্চিম সমুদ্র, নীল প্রশান্ত মহাসাগরের যোগসূত্র ছিল।

আর ওদের আগুনের ধারে বসে রেড-ইণ্ডিয়ানরা নিচু গলায় ঝকঝকে পাহাড় বা রকি পর্বতমালার কথা বলত। ওদের ধারণা, এই পর্বতমালা হোয়াইট পর্বতমালা বা আপ্পালাচিয়ান পর্বতমালার তিনগুণ উঁচু। নিউ হ্যাম্পশায়ারের গাছে ছাওয়া চূড়ার কথা জন অর্ডওয়ের মনে পড়ল, চূড়াটা তাদের বাড়ির দিকে ঝুঁকে রয়েছে। ওর তিন গুণ! তৃপ্তির হাসিতে তার মুখ ভরে উঠল। শেষ পর্যন্ত ভোরের আগে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পাহাড় কখনই এত উঁচু হতে পারে না!



দুই

মহা অভিযানের আরম্ভ

এই অভিযানকারীদের এবার লক্ষ্য করা যাক, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সব-প্রথম যারা প্রশস্ত মিস্থুরি নদীর উজান বেয়ে পশ্চিম অভিযানে চলেছে।

সবার আগে রয়েছে দুটো সরু খোলা দাঁড়টানা নৌকো যাদের কাজ হল কোথায় জল বেশি আর কোথায় জল কম লক্ষ্য করা, আর ভেসে আসা কাঠকুটো সরিয়ে দেওয়া। এর পেছনে একটা ৫৫ ফুট লম্বা নৌকো, যার নিম্নভাগ সমতল। সাধারণ সৈনিক ড্রুইলার্ড, যার মা বাবা দুজনেই ছিলেন ফরাসী, একে বলত, বেতো।

হাওয়া লেগে পাল ফুলে ফুলে উঠেছে, বাইশটা দাঁড় পড়েছে; নৌকো উজানের দিকে এগিয়ে চলেছে। দুদিকে দাঁড় এগারোটা করে। সেণ্ট লুইয়ের তীর থেকে যেসব ছেলেরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে নৌকোটা দেখেছিল, এগুলোকে তাদের স্কুলের বইয়ে ছবিতে দেখা জলদস্যুদের জাহাজ বলে মনে হয়েছিল।—হুররে, হুররে—তীর থেকে তারা চিৎকার করে উঠেছিল—বুঝতে পেরেছিল যে বিরাট ব্যাপার একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

সে নৌকোয় দুটো কেবিন, মানুষে ভর্তি ; তার চারদিকে চার ফুট উঁচু কাঠের বেড়া দেওয়া—এর আড়ালে থেকে স্বচ্ছন্দে রাইফেল ছোঁড়া যায় অথচ শত্রুর বর্শা বা তীরের ভয় থাকে না। সমতল ভূমির রেড-ইণ্ডিয়ানরা যেমন ভীষণ প্রকৃতির বলে শোনা যায়, বলা যায় না ওরা কী করে বসবে যখন জমকালো মাস্তুলের পতাকাটা প্রথম ওদের চোখে পড়বে! মাস্তুলের এই লাল সাদা আর নীল রঙের আমেরিকার পতাকায় তখন সতেরোটা তারকা-চিহ্ন, কারণ ইতিমধ্যেই ভারমণ্ট, কেনটাকি, টেনেসি আর ওহিয়ো প্রথম দিকের তেরোটা উপনিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

কোন নৌকো বোধহয় আর কখনো মালপত্রে এত উঁচু হয়ে ওঠে নি। একটু নড়তে চড়তে হলেই একটা বাণ্ডিল বা একটা কাঠের বাক্স সরাতে হচ্ছে। আজকের দিনে অভিযাত্রীদের এরো-প্লেনের সাহায্যে রসদ সরবরাহ করা হয়,—পৃথিবীর যেকোন অঞ্চল থেকে দরকারি জিনিসপত্র মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এসে পৌঁছে যায়। কিন্তু মিসুরির এই অভিযাত্রীদের শুধু ওরা সঙ্গে যা নিতে পেরেছিল তাই ভরসা।

একান্ত আত্মনির্ভরশীল এমন একটি দল বড়-একটা দেখা যায় না। তাদের সকলের রেশনের দাম পড়েছিল মাত্র ২২৪ ডলার। এতে কেনা হয়েছে সুপএর উপকরণ, ময়দা, চা, খাদ্যশস্য, নুন আর লঙ্কা। এ ছাড়া আর যা খাবার তা নির্ভর করবে শিকারীদের স্থির লক্ষ্য ও জেলেদের নৈপুণ্যের ওপর। আজকের দিনে মাত্র একজন সৈন্যও অনেক সময়ে এর চেয়ে বেশি রসদ পেয়ে থাকে!

নিকটবর্তী গ্রাম সেণ্ট চার্লস পেরিয়ে যেতেই তরুণ অভিযাত্রীদল এক সম্পূর্ণ অপরিচিত নতুন জগতে এসে পড়ল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যবসায়ী মাত্র সেণ্ট চার্লসের এদিকে এ পর্যন্ত পদার্পণ করেছে। তাদের আরামপ্রদ তাঁবুগুলো কিছুদিনের মধ্যেই তারা পেছনে ফেলে গেল।

সেই যে হাসি-হাসি-মুখ স্ত্রীলোকটি সেণ্ট চার্লসে তাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা দুধ খেতে দিয়েছিল তার কথা সার্জেণ্ট অর্ডওয়ে কোনদিন ভুলবে না। একটি ছোট্ট মেয়ে তার পোশাক ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। মনে আছে মেয়েটির নাম সারা। তার মাথার লম্বা বিনুনি শেষ পর্যন্ত নীল ফিতেয় এসে শেষ হয়েছে। বছর দুয়ের মত এখন সার্জেণ্টের কপালে দুধ জুটবে না সে জানে, কিন্তু যখনই আবার ঐ অকৃপণ রান্নাঘরের কথা মনে পড়ে দুধের বাসনা তার মনে জেগে উঠবে, ছোট্ট সারার কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে।

কোনদিন হয়ত লোলচর্ম, পক্ককেশ সারা তার নাতি নাতনিদের কাছে গল্প করবে কেমন করে সে হরিণ-চামড়া-পরা এক সীমান্ত-সৈনিককে সেণ্ট চার্লসে তাদের প্রথম অরেগন অভিযানে যেতে দেখেছে।

'বিদায়, বিদায়!' সমানে চেঁচিয়ে চলেছিল সারা যতক্ষণ না নৌকো তিনটে নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

লুইস ও ক্লার্ক এখন দলবল নিয়ে শতশত অসভ্য রেড-ইণ্ডিয়ানদের দেশে প্রবেশ করলেন এবং ওদের বন্ধুত্বের ওপরই এখন থেকে সবার জীবন নির্ভর করবে। মাত্র তেত্রিশজন মানুষ, হোক না কেন রাইফেল-ধারী, তারা কি হাজার হাজার রেড-ইণ্ডিয়ান যোদ্ধাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে?

নৌকোর কেবিনগুলো তাই উপহারের সম্ভারে পেটমোটা হয়ে উঠেছিল। কল্পনা করুন—পুঁতিতে ঠাসা থলে, ব্রুচ, ঝকঝকে আংটি, ক্যালিকো ছিটের শার্ট, রঙ বেরঙের পাত্র আর দস্তার মজবুত কেটলি। আর রেড-ইণ্ডিয়ান তরুণীর অধুনাতম রুচির তুষ্টিসাধনের জন্যে ৪৬০০ ছুঁচ আর সত্তর গজ টকটকে লাল কাপড়।

ঝলমলে মেডেল চলেছে, তাতে টমাস জেফারসনের মূর্তি কোঁদা। এগুলো হল সর্দারদের জন্যে। লুইস আর ক্লার্কের ওপর হুকুম হয়েছে, 'মহান শ্বেত প্রভু আর তাঁর নতুন প্রজাদের মধ্যে সন্ধি

স্থাপন করতে হবে। এইসব বাণিজ্যের সামগ্রী সেই পথ পরিষ্কার করবে। এই রেড-ইণ্ডিয়ানরা তো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাম শোনে নি!

আমেরিকাবাসী তার স্বদেশে যে পাহাড় দেখেছে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি উঁচু ঝকঝকে পর্বতমালা সত্যি সত্যি যদি থাকে তো কী? নৌকো তো অত উঁচুতে উঠবে না, নৌবহর পেছনে রেখে এগোতে হবে। কেবলমাত্র রেড-ইণ্ডিয়ানদের ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়ার পক্ষেই ভারি ভারি মালপত্র নিয়ে ঐসব চূড়ায় ওঠা সম্ভব।

'টাট্টু ঘোড়া কিন্তু চুরি করা চলবে না, ভাল দাম দিয়ে কিনতে হবে,' লুইস সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন। যেভাবে পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি কথাটা বললেন তাতে বোঝা গেল, এর কোন ব্যতিক্রমই তিনি সহ্য করবেন না।

শুধু এই ক-জনের জীবনই নয়, তাদের স্বদেশের অস্তিত্ব পর্যন্ত নির্ভর করছে রেড-ইণ্ডিয়ানদের শিকারের দেশের মধ্যে দিয়ে ওদের সফল অভিযাত্রার ওপর। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন চলেছে। দুজন ব্রিটিশ অভিযাত্রী, অ্যালেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি আর সাইমন ফ্রেজার, তাদের উত্তরমুখী অভিযানে সেইসব অন্তরীপ সেইসব সৈকত খুঁজে বেড়াচ্ছে যেখানে অরেগন নদী সমুদ্রে এসে মিশেছে। স্পেনীয়রা সমুদ্রতীরে প্রায়-অজানা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে।

লুইসিয়ানা অঞ্চলের দখল ততদিন সম্পূর্ণ হবে না যতদিন না আমেরিকার পতাকা সকলের আগে 'বড় নদী অরেগন'এর মুখে পত-পত করে উড়ছে। মিঃ জেফারসনের ধারণা, যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হবে কেবল যদি আটলান্টিকের তীর ঘেঁষে একফালি ভূমিখণ্ডের মধ্যেই তা নিবদ্ধ থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা যেমন প্রবল, তাতে একটা ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে ওভাবে টিঁকে থাকা সম্ভব হবে না।

তাই বলছি, দাঁড় টানো, টানো জোরসে,—লুইস আর ক্লার্কের নৌবাহিনীর সৈন্যদল! আমেরিকাকে বাঁচিয়ে রাখো!

ভার্জিনিয়ার বনচর, পেনসিলভানিয়ার ছুতোর আর কনেকটিকাটের চাষী একসঙ্গে কোমর বেঁধেছে। মোটা-সোটা হাসিখুশি জন পট্‌স্ হল ওলন্দাজ, ক্রুজাট আর ড্রুইলার্ড ফরাসী। হিউ ম্যাকনীলের পূর্বপুরুষরা সুযোগের সন্ধানে স্কটল্যাণ্ড থেকে সমুদ্রপথে এসেছিল। আর প্যাট্রিক গ্যাস আর উইলিয়ম ব্র্যাটন, বিপদে সতর্ক দুটি যুবক, হল আইরিশ।

সদ্য-ভূমিষ্ঠ দেশের সত্যিকার মিশ্র অধিবাসীদের নিয়ে এই অভিযান গঠিত। ধনী দরিদ্র একসঙ্গে দাঁড় টেনে চলেছে। জন শীল্ডস ছিল কেনটাকির এক কামার, আর জর্জ স্যানন প্রতিপালিত হয়েছিল ওহিয়োর এক ধনীর সংসারে।

পট্‌সের বয়স একচল্লিশ, আর মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সেই গ্যাসের মাথার চুল পেকে গিয়েছিল। অভিযাত্রীদের মধ্যে আট জনের বয়স একুশ বছরের কম হওয়ায় তাদের ভোটাধিকার ছিল না। সবচেয়ে অল্পবয়স্ক হল পিটার্সবার্গের ষোল বছরের ছেলে জন কোলটার—একক অভিযানে ইয়েলোস্টোন নদীর বিস্ময় উদ্‌ঘাটিত করা যার ভবিতব্য ছিল। আর উইলিয়াম ক্লার্কের পাশে প্রথম নৌকোয় বসে ছিল তাঁর বলিষ্ঠ নিগ্রো ভৃত্য, ইয়র্ক; গায়ের জোরে সে যেকোন দুজন অভিযাত্রীর সমকক্ষ ছিল।

এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের সর্দার দুজনের এবার একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেওয়া যাক। এমন বিপরীতমুখী দুই ব্যক্তির মধ্যে এমন বন্ধুত্ব বোধহয় আগে কখনও দেখা যায় নি।

ক্যাপ্টেন মেরিওয়েদার লুইস, দুই নেতার মধ্যে যিনি পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর, ছিলেন শান্ত স্বভাবের মানুষ, খুব কম কথা বলতেন তিনি। কিন্তু যখন বলতেন, সবাই মন দিয়ে শুনত। দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর দৃষ্টি কখনও লক্ষ্য থেকে

চ্যুত হত না। রোগা ছোটখাটো মানুষটি, বনের পথে গতিবিধি তাঁর ছিল রেড-ইণ্ডিয়ানদের মত স্বচ্ছন্দ। দলের অন্য সবাই যে তাঁকে খানিকটা ভয় করে চলত তার আর-একটা কারণ, তিনি ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটনের দূরসম্পর্কের আত্মীয়।

চুপচাপ থাকা কিন্তু কোনকালেই উইলিয়াম ক্লার্কের বিশেষত্ব ছিল না। সমস্ত পথটা তিনি বকবক করতে করতে চলেছিলেন—নাও ফ্রেমিয়ার, চল এবার। কী টমসন, ধূমপান হচ্ছে? ওঃ, রাতের জন্যে অনেক মোষের পাঁজরা দেখছি! কোন রবিবার হয়ত দেখব তুমি বন্ধু পট্‌সের মত মোটা হয়ে উঠেছ! হুঁঃ, বাকি সপ্তাহটা তোমার রেশন কমিয়ে দিতে হচ্ছে তো!'

মাথার উজ্জ্বল লাল চুল থেকে একটা আভা এসে ক্লার্কের হাস্যোজ্জ্বল মুখে সব সময়ে দেখা যায়। লুইসের মত তিনিও সূর্যোদয় থেকে শুরু করে যতক্ষণ না কম্বল টেনে শুয়ে পড়ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত . টনা দিনপঞ্জীতে লিখে রাখতেন। তাঁর বানানের জ্ঞান বিশেষ ছিল না, তাই এ বিষয়ে তিনি অর্ডওয়ের সাহায্য নিতেন, কারণ অর্ডওয়ে তাঁর চেয়ে বেশি লেখাপড়া জানত। অর্ডওয়েকে লুইস অভিযানের হিসেব লেখার ভার দিয়েছিলেন।

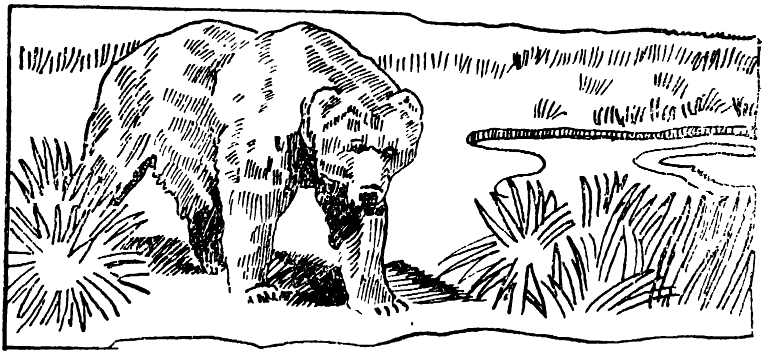
কিন্তু সব সময় তো অর্ডওয়েকে পাওয়া যেত না, ফলে ক্যাপ্টেন ক্লার্ক বেমালুম ভুল বানানেই দিনপঞ্জী লিখে চলতেন।

অভিযান যখন শুরু হয়, ক্লার্কের বয়স চৌত্রিশ। সুতরাং লুইসের চেয়ে তিনি হলেন চার বছরের বড়; যদিও তাঁদের দেখে বেশিরভাগ লোকই মনে করত ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। প্রাণচঞ্চল ক্লার্ককেই আসলে গম্ভীরপ্রকৃতি লুইসের চেয়ে অল্পবয়স্ক মনে হত।

প্রান্তরের দম-বন্ধ-করা গরমে দাঁড় টানতে টানতে ওদের পিঠ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ত। হরিণ-চামড়ার পোশাক খুলে নৌকোর তলায় ফেলে রাখা হত, ফলে ঘাড় আর দুই বাহু রোদে পুড়ে বন-মুরগির পালকের মত তামাটে হয়ে উঠেছিল। পিটার ক্রুজাট বাক্সবন্দী

জিনিসপত্র কেবিনে গুছিয়ে রাখছিল, কাজ ফেলে তার তোবড়ানো বেহালাটা টেনে বের করল। এমনকি এমন যে গম্ভীর প্রকৃতির লুইস, তিনি পর্যন্ত সাহস করে একটুকরো হাসি হেসে ফেললেন যখন ফরাসী অভিযানের খুব মজার গানটা মিস্সুরির ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ভেসে চলল :

ঝলমলে ঝরনাতলায়
          একদিন গিয়েছি বেড়াতে
স্নানের যে প্রবল বাসনা
          কিছুতেই পারিনি এড়াতে।
পাতাভরা স্নিগ্ধ ওক-ছায়া—
          ভিজে দেহ শুকোলাম তাতে।
          ভিজে দেহ শুকোলাম তাতে॥



তিন

মিস্থরিতে মৃত্যু

ভাল্লুক ! বিকেলের দীর্ঘ ছায়ায় নদীতীরে নৌকো বেঁধে ক্লার্ক আর ড্রুইলার্ড শিকার করছেন, হঠাৎ এক দোল-খাওয়া ঝোপের আড়ালে একটা ভাল্লুকের সুপরিচিত কুঁজ দেখা গেল।

ভাল্লুকের মাংস ওদের তাঁবুতে সুস্বাগত, তা ছাড়া সামনে প্রচণ্ড শীত আসছে—তার চামড়ার লোমে একজনের শরীরও তো গরম রাখা চলবে !

ক্লার্ক প্রথম গুলি করলেন, কিন্তু ভাল্লুক তাতে পড়ল না, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওদের আক্রমণ করল। তখন ড্রুইলার্ড গুলি করল। তবুও ভাল্লুকটা পড়ল না। দন্তকণ্টকিত রক্তাভ মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লার্ক তৃতীয় গুলি ছুঁড়লেন।

এতটা ওরা ভাবতে পারেনি, কারণ নিউ ইংল্যাণ্ডের গোলগাল ভাল্লুকের জন্যে দুটো গুলিরও বেশি দরকার হয় না। ক্লার্ক একটা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিলেন আর ড্রুইলার্ড সেই গর্জমান লক্ষ্যে চতুর্থ গুলি নিক্ষেপ করল। ইতিমধ্যে গুলি ভরে নেয়ার মত বেশ

কয়েকটা মূল্যবান মুহূর্ত ক্লার্ক পেয়ে গেছেন, ফলে ভাল্লুক এই নিয়ে পাঁচবার আহত হল।

এদিকে এই গোলমালের মধ্যে কখন ওঁদের গুলি বারুদ সব মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। ভয়ে বন্দুক ফেলে দুজনে উঁচু পাড় থেকে মিস্যুরির জলে লাফিয়ে পড়লেন। সেখান থেকে সাঁতরে গিয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা বালুচর বেয়ে উঠলেন,—পোশাক থেকে জল ঝরে পড়ছে।

ড্রুইলার্ড বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন, ক্যাপ্টেন!'

তার উত্তেজনা অহেতুক নয়। পাঁচ-পাঁচটা তীক্ষ্ণ গুলি শরীরে ধারণ করেও ভাল্লুকটা তাঁদের ধরবার জন্যে সাঁতরে এগিয়ে আসছে। ছুরি বাগিয়ে ধরে দুজনে বালুচরের একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে কুঁকড়ে শুঁকড়ে রইলেন। এমন ভাল্লুক বোধহয় কোন শ্বেতাঙ্গ ইতিপূর্বে চোখে দেখে নি! এবার ওঁরা তার সঙ্গে জীবন মরণ লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হলেন।

ধীরে ধীরে ভাল্লুকটা জল থেকে উঠে এল,—ঘড়ির দোলকের মত তার মাথাটা এপাশে ওপাশে দুলছে। তারপর সে একটু একটু করে উল্টে পড়ে গেল। মহা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দুজনে শেষ পর্যন্ত গিয়ে ওঁদের শিকারটা পরীক্ষা করে দেখলেন।

'ওহিয়োয় থাকতে যেসব ভাল্লুক আমি শিকার করতাম এ ভাল্লুক তার তিনটের সমান!' বললেন বিস্মিত ক্যাপ্টেন ক্লার্ক।

ভাল্লুকটার চামড়া ধূসর, লালচে বাদামি রঙের; থাবাগুলো খড়ের আঁটি গেঁথে তোলার কাঁটার মত বিরাট। তার ওজন আড়াইশো থেকে তিনশো সের, আর লম্বায় নাক থেকে পেছনের পা পর্যন্ত আট ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি। তার চামড়ায় একাধিক ব্যক্তির শীত নিবারণ হবে।

গ্রিজলি ভাল্লুক আবিষ্কার করল আমেরিকানরা।

'ভয়ঙ্কর ভাল্লুক' (Ursus horribilis) এই আবিষ্কারের নাম দিলেন

ক্যাপ্টেন লুইস। ফুটন্ত কেটলি ঘিরে বসে তখন লোমশ হাতি আর আগুনে ড্র্যাগনের গল্প শুরু হল। যে দেশের ভাল্লুক এরকম বিরাট আকারের, সে দেশে কীই বা অসম্ভব!

আমাদের মহাদেশে যেসব বন্য জন্তুকে আজ আমরা মেনে নিয়েছি লুইস আর ক্লার্কের কাছে তারা ছিল সম্পূর্ণ বিস্ময়ের বস্তু, যেমন সমুদ্রের অতল তলের ভুতুড়ে মাছ আজও আমাদের কাছে অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। অ্যান্টেলোপ, প্রেয়ারি কুকুর, পাহাড়ি ছাগল, লম্বা শিংওয়ালা ভেড়া, ভাল্লুক, রুপোলি শেয়াল, মার্টেন (একরকম বেজি), সাদা সারস, বিভিন্ন রকমের হাঁস প্রভৃতি সমস্তই লুইস আর ক্লার্কের পশ্চিম অভিযানের আগে ছিল সম্পূর্ণ অজানা অচেনা।

ক্যাপ্টেনরা সমানে তাঁদের নোটবুকে লিখে চলেছেন; ফিরে গিয়ে কত গল্পই না করবার থাকবে! একটা ছুটে-পালানো অ্যান্টেলোপ হরিণ আর একটা ক্রুদ্ধ গ্রিজলি ভাল্লুকের ছবি অপটু হাতে আঁকা হল। অর্ডওয়ের হিসেবের খাতাতেও ছবি আঁকা হল, কারণ এ কথা ভুললে চলবে না যে ওদের সঙ্গে কোন ক্যামেরা ছিল না,—প্রাচীন যুগের বেলো-দেওয়া ক্যামেরা পর্যন্ত না।

বিরাট ভাল্লুকটার মৃতদেহ থেকে হৃৎপিণ্ডটা কেটে বের করে নিলেন ক্লার্ক। বললেন, 'প্রমাণ সাইজের ষাঁড়ের হৃৎপিণ্ডের চেয়ে কোন অংশে কম নয়!' এই আশ্চর্য ব্যাপারটা সকলকে লক্ষ্য করতে বললেন তিনি।

ডায়েরির যে-পৃষ্ঠায় ক্লার্ক লিখেছিলেন—রাইফেলের পাঁচ পাঁচটা গুলি খেয়েও কী ভাবে ভাল্লুকটা নদীতে সাঁতরে তেড়ে আসছিল, সেখানে সবাই নিজের নিজের নাম সই করল। সেই পৃষ্ঠা, আর ভাল্লুকের এই চামড়াই হবে অভিযাত্রীদের একমাত্র প্রমাণ যদি কখনো তাদের হোয়াইট হাউসে মিঃ জেফারসনের কাছে এই ঘটনার বিবৃতির জন্যে দাঁড়াতে হয়।

সাধারণ সৈনিক জন নিউম্যানের মনে হল সেণ্ট লুই পর্যন্তও

হয়ত পৌঁছোনো যাবে না। সর্পিলগতি মিস্যুরির দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে—ঐ জনহীন প্রান্তরে তাদের জন্যে কী অপেক্ষা করে রয়েছে? রাত্রে সে প্রহরার কাজে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু সে-হুকুম অগ্রাহ্য করায় সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্জন প্রান্তরেই তার বিচারের ব্যবস্থা হল। তার মত সাধারণ সৈনিকরাই তার বিচারে বসল।

'পঁচাত্তর ঘা চাবুক,' উত্তর করল সাধারণ সৈনিক ওয়ার্নার।

শান্তশিষ্ট আরিকারা ইণ্ডিয়ানদের একটা যাযাবর উপজাতির আতঙ্কিত দৃষ্টির সামনে নিউম্যান দু-তিনবার দু-দিকে সারি দিয়ে দাঁড়ানো সৈন্যদলের মাঝ দিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল আর তার রক্তাক্ত খোলা পিঠের ওপর উইলোর চাবুকের পর চাবুক পড়তে লাগল।

ড্রুইলার্ডকে দোভাষী খাড়া করে সর্দার ওকে জিজ্ঞাসা করল কী অপরাধে ওর এই কঠিন শাস্তি।

লুইস বললেন, 'মহান শ্বেত প্রভু আমাদের পাঠিয়েছেন তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে। এই দূর দেশে আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত। এখানে যদি আমরা সকলে এক মনপ্রাণ হয়ে কাজ না করি, আমাদের সকলেরই জীবন তাহলে বিপন্ন হবে। এমনকি আমাদের দেশেরও বিপদ ডেকে আনা হবে হয়ত। হুকুম যে অমান্য করে তাকে তার মূল্য দিতে হবে, কারণ হুকুম অমান্য করা মানেই সঙ্গীদের বিপদের মধ্যে টেনে আনা। আর এই যে শাস্তি ও পাচ্ছে, এসব বিধান ওর সহকর্মীদেরই বিধান।'

লুইসের এই কথা ড্রুইলার্ড ওদের বুঝিয়ে বলতে সর্দার গম্ভীরমুখে তা শুনে গেল।

দাঁড়টানা নৌকোর বসবার জায়গায় নেতিয়ে পড়ে থাকা নিউ-ম্যানের দিকে তাকিয়ে অর্ডওয়ে ভাবতে লাগল, কথায় যে বলে দুর্ঘটনা যখন আসে তখন জোড়ায় জোড়ায় আসে, এ কথা সত্যি কি না। এর প্রমাণের জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি।

সার্জেণ্ট তিনজনের একজন, চার্লস ফ্লয়েড, পেটের অসহ্য যন্ত্রণায়

কাতর হয়ে উঠল। নৌকোর মেঝেয় শুয়ে পড়ে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে দুমড়ে যেতে লাগল।

এই অভিযানে বেরোবার আগে লুইস প্রেসিডেন্ট জেফারসনের নির্দেশে ফিলাডেলফিয়ার বিখ্যাত সার্জন বেঞ্জামিন রাশ-এর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ডক্টর রাশ ছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা সনদে স্বাক্ষরকারীদের একজন। প্রাথমিক চিকিৎসা ও রোগীর সেবা সম্বন্ধে তিনি লুইসকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নির্দেশ দান করেছিলেন। অনেক গুঁড়ো ওষুধ আর ওষুধের বড়িও তিনি লুইসকে দিয়েছিলেন।

'হায়, এখন যদি ডঃ রাশ আমাদের সঙ্গে থাকতেন!' রোগীর ওপর ঝুঁকে পড়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে লুইস বলে উঠলেন।

একরাত্রি যন্ত্রণা-ভোগের পর সকালবেলা ফ্লয়েডের অবস্থার আরও অবনতি হল। যন্ত্রণা বাড়ল, ওষুধপত্র যা পড়ল তাতে তা আরও বাড়ল বই কমল না। ক্যাপ্টেনের হাত সজোরে চেপে ধরে কোন রকমে আর্ত চিৎকার দমন করছিল ফ্লয়েড। পরক্ষণেই ক্যাপ্টেনের মনে হল তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। ভাঙা গলায় ফিস-ফিস করে সে বললে, 'আমি চললাম!'

লুইস দেখলেন, নাড়ী ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, তার রোগা মুখ যেন মুখোসের মত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'নদীর ওপারের উঁচু খাড়াইয়ের ওপরে আমরা ওকে কবর দেব।'

এই মহাদেশের পশ্চিমাংশে প্রথম যে আমেরিকান সৈনিক প্রাণ দিয়েছিল, তার কবরেব অনতিদূরেই আইওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সিয়াউ শহর আজ বর্ধিষ্ণু ও জনকোলাহলে পরিপূর্ণ। কিন্তু চার্লস ফ্লয়েড যেদিন কবরস্থ হয় সেদিন তার বত্রিশজন সঙ্গী যে নির্জন স্থানে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল, সে দেশ তাদের স্বদেশ ছিল না। লুইসের নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর স্যানন পর্যন্ত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সেডার কাঠের ক্রসটার দিকে তাকিয়ে ছিল যতক্ষণ না সবাই সেখান থেকে সরে এসেছিল।

লুইস ডায়েরিতে লিখলেন—'ফ্লয়েড 'কলিক'এ মারা গেছে।

আজ কিন্তু আমাদের মনে হয় তার অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছিল,—অ্যাপেণ্ডিক্স ফেটে গিয়ে শরীরকে বিষিয়ে দিয়েছিল।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, বিপদসঙ্কুল দেশে অভিযানের পক্ষে তাদের আয়োজন কী অকিঞ্চিৎকরই না ছিল! ডাক্তার নেই, ওষুধ-পত্রও নেই বললেই চলে,—আর বিপদের সময়ে যে সাহায্য চেয়ে পাঠানো হবে তারও কোন উপায় নেই।

তিনটে আলাদা দলে লুইস অভিযাত্রীদের ভাগ করে দিয়েছিলেন, যাতে হঠাৎ-আক্রমণে এলোমেলো হয়ে পড়লেও একটা মোটামুটি শৃঙ্খলা ওদের মধ্যে থাকে। সুতরাং ফ্লয়েডের জায়গায় একজন নতুন সার্জেণ্টের প্রয়োজন হল। দুজন সার্জেণ্ট, জন অর্ডওয়ে আর ন্যাট প্রায়রকে ক্যাপ্টেন তাঁবুর আগুনের সান্নিধ্য থেকে ডেকে নিলেন। বললেন, 'সামরিক আইন অনুযায়ী নতুন সার্জেণ্ট নিয়োগের ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই দুর্ঘটনার ফলে সকলে যেমন মনমরা হয়ে পড়েছে তাতে সোজাসুজি ভোট দিয়েই নতুন সার্জেণ্ট নিয়োগ করা উচিত।'

লুইস আর ক্লার্ক এই নিয়োগের ব্যাপারে যোগদান করলেন না। গ্যাস, গিবসন আর ব্র্যাটন, এই তিনজন সাধারণ সৈনিককে ওরা মনোনীত করল। রাত্রে গমগমে বক্তৃতা শুরু হল। এমন ভাব দেখানো হল যেন ওরা ফেডেরালিস্ট বা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির লোক। অর্ডওয়ে আর প্রায়র সাদা কাগজ সকলের হাতে দিল, পালকের কলমটা হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। ভোট গণনা হতে দেখা গেল, প্যাট্রিক গ্যাস যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলে সার্জেণ্টের পদে উন্নীত হয়েছে আর তার মাসিক মাইনে পাঁচ ডলার থেকে আট ডলারে উঠেছে।

এই প্রথম আমেরিকানরা সেই বিস্তীর্ণ দেশে ভোট দিল যেখানে একদিন ব্যালটের সাহায্যে ভোট দেওয়া তাদের শাসনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে।



চার

ঝকঝকে পর্বতমালা

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, এই বিপদসঙ্কুল অভিযানে যে আমরা এতদূর এগোতে পেরেছি এজন্য আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ কর।'

১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের ক্রিসমাস দিবস। অভিযাত্রীর দল মান্দান দুর্গের ভেতরে বেশ আরামে আশ্রয় নিয়েছে। উত্তরের সমতল ভূমি থেকে আসছে শীত, ধারালো কাস্তের মত সমস্ত একাকার করে ফেলছে। কুড়ুল আর করাত দিয়ে কাঠ কেটে বেড়া তৈরি করা হয়েছে। এই সমতল ভূমি, একদিন যেখানে উত্তর ডাকোটার রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, অভিযাত্রীদের কাছে ফুলো ফুলো তুষারের বালিশ বলে মনে হচ্ছিল—না আছে পথ, না সেখানে পড়েছে কারো পদচিহ্ন।

উইলিয়ম ক্লার্কের অধিনায়কত্বে সকলে কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রার্থনায় রত হল। প্রার্থনা এইজন্যে যে, সেণ্ট লুই থেকে জঙ্গম জলপথে তারা ১৬০০ মাইল অতিক্রম করতে পেরেছে। ঝলসানো মোরগ আর পুডিঙের ভোজ হল, তার সঙ্গে প্রত্যেকের জন্যে এক বোতল করে সুদুর্লভ ব্র্যাণ্ডি।

ওদের মুখপত্র হয়ে লুইস বলে উঠলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের উদ্দেশ্যে !' অমনি লম্বা কাঠের টেবিল থেকে প্রতিধ্বনি উঠল : 'টমাস জেফারসনের উদ্দেশ্যে !'

ঘরে তৈরি ক্রিসমাস উপহার হাত বদলাতে লাগল। অর্ডওয়ের জন্যে একবাণ্ডিল ঈগলের পালক, প্রায়রের জন্যে লাল আঙুরের একটা ডাল, তরুণ কোলটারের জন্যে খানিকটা কিসমিস, ইয়র্কের জন্যে মোষের চামড়ার একজোড়া কর্কশ দস্তানা। আর ক্যাপ্টেনদের জন্যে খানিকটা করে সযত্নসঞ্চিত তামাক।

সকলের মনের নীরব চিন্তা লুইস ভাষায় প্রকাশ করলেন, 'এর পরের ক্রিসমাস উৎসব আমরা কোথায় পালন করব ? বিশাল পশ্চিম সাগরের বালুকাময় সৈকতে বসে কি আমরা সেদিন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব ?'

অদ্ভুত শ্বেতাঙ্গদের এই উৎসব আয়োজন একটি ইণ্ডিয়ান মেয়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল—মেয়েটির চুল কালো, ছুটো লম্বা বেণী তার পিঠ বেয়ে সোজা নেমে এসেছে। চোখছুটো তার উজ্জ্বল, দৃষ্টি অর্থ-ব্যঞ্জক, দাঁতগুলো মুক্তোর মত ঝকঝকে। মেয়েটির নাম সাকা-জাউইয়া, 'পক্ষী-নারী'। উনিশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয় টুসাই শারবন্নুর সঙ্গে, যার মা সিয়াউ ইণ্ডিয়ান আর বাপ ফরাসী-ক্যানাডীয়।

শারবন্নু ওদের ছুর্গে এসে মাসে পঁচিশ ডলার বেতনে দোভাষীর কাজের জন্যে আবেদন করেছিল। ওর বন্দুকের জন্যে গুলিবারুদও চাই, কারণ গুলিবারুদের অভাবে ওর বন্দুক অকেজো হয়ে রয়েছে। এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এই প্রথম সে এমন মানুষের দেখা পেল যে তাকে গুলিবারুদ সরবরাহ করতে সক্ষম।

ভয়ঙ্কর সিয়াউদের দেশে এসে লুইসকে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে গিয়ে মুস্কিলে পড়তে হল। অধিবাসীদের সুর-টানা ভাষা ড্রুইলার্ডের পক্ষে বুঝে ওঠা সহজ ছিল না, ফলে লুইস

আর ওদের সর্দার পরস্পরের ভাষা ঠিকমত বুঝতে না পারায় প্রায়ই আলাপ আলোচনা ভেঙে যেত। ড্রুইলার্ড একবার ওদের ভাষা ঠিকমত অনুবাদ করতে পারে নি বলে ওদের এক ক্রুদ্ধ সর্দারকে সোনার কাজ করা ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্মটা লুইসকে দিয়ে দিতে হল। ইউনিফর্মটা ছিল লুইসের বিশেষ প্রিয়, তাই সেটা ত্যাগ করতে তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হল। কিন্তু প্রেসিডেন্টের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, যেমন করেই হোক ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে গণ্ডগোল এড়িয়ে চলতে হবে। ড্রুইলার্ড তার কথা ঠিকভাবে অনুবাদ করতে না পারায় সে ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ ইউনিফর্মটাই দাবি করে বসে। ছাড়া-ছাড়া গুজব থেকে লুইস পরে শুনেছিলেন, যে এই 'অজানা আক্রমণকারী'দের একেবারে নিঃশেষ করে ফেলাই হল সিয়াউদের উদ্দেশ্য এবং এই কারণেই মান্দান দুর্গ এত মজবুত করে তৈরি করা হয়েছিল—তার দেয়ালে দেয়ালে ছিল বন্দুকের পথ রেখে গুলি ছোঁড়ার উপযুক্ত অনেকগুলো গর্ত। বড় নৌকোর সামনের দিকে রাখা লোহার কামানটাও এনে দুর্গের গেটের সামনে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে বসানো হয়েছিল।

একজন দোভাষীর দরকার লুইসের ছিল বটে কিন্তু তবু তিনি বললেন শারবন্নুকে, 'এমনই এক বন্য অঞ্চলে আমরা চলেছি যেখানে প্রবেশ করা যেকোন শ্বেতাঙ্গের স্বপ্নেরও অতীত। তার ওপর আবার সঙ্গে স্ত্রীলোক নিয়ে আমরা গতি মন্থর করতে পারি না।'

শারবন্নু বললে, 'আমার স্ত্রী নির্ভীক, যথেষ্ট শক্ত সমর্থও বটে। বনপথে সে পুরুষের চেয়েও বেশি ওস্তাদ। পুরো একটা মোট সে বহন করতে পারে। আর তা ছাড়া, সে হল শোশোন উপজাতীয়—পশ্চিমে, এখান থেকে বহু লীগ দূরে তার বাড়ি,—যখন ছোট্টটি ছিল তখন মিনেটারিরা ওকে চুরি করে এনে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করেছিল।'

লুইস তবুও ইতস্তত করতে লাগলেন। শোশোনরা ঝকঝকে পর্বতমালার অন্তস্থলে বাস করে, তাদের কথা গল্পকথায় পরিণত

হয়েছে। তামাটে রঙের মেয়েটির সাহায্য পেলে হয়ত টাট্টু ঘোড়া সংগ্রহ করা ওদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

শিগগিরই দলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। সাকাজাউইয়া একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল। তার ধমনীতে যে ফরাসী রক্ত প্রবাহিত, এ তথ্য জাহির করবার জন্যে সন্তানগর্বে গর্বিত পিতা তার নাম দিল, 'ব্যাপতিস্তে'। আমুদে ক্লার্কের কিন্তু এমন একটা সৌখীন নাম পছন্দ হল না। তিনি বললেন, 'অত কঠিন বানান আমার ডায়েরিতে লেখা চলবে না।' এই বলে তিনি তার নাম দিলেন 'পম্পি'। কথাটা এসেছে রেড-ইণ্ডিয়ান কথা 'পম্পা' থেকে, যার মানে, 'প্রথম সন্তান', পম্পি সত্যিসত্যিই যা ছিল। লালচুলো ক্যাপ্টেন বললেন সাকাজাউ-ইয়াকে: 'এবার থেকে ডায়েরিতে তোমার নাম জেনি বলে লিখব। ও নামটা আমি বানান করতে পারি। তাছাড়া কেনটাকিতে যখন ছিলাম সেখানে ঐ নামের একটি শ্যামাঙ্গিনী সুন্দরী ছিল, তোমায় দেখে আমার তার কথা মনে পড়ে যায়।'

এসব কথার কী যে মানে সাকাজাউইয়া তা মোটেই বুঝল না, কিন্তু তবু এই চমৎকার শ্বেতাঙ্গদের একজন ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরে সে গর্ব বোধ করল। বাচ্চাকে পিঠে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মান্দান দুর্গের একটা কাঠের কুঠরিতে সে বসে থাকত আর লুইস ও ক্লার্কের কাজকর্ম অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করত— জন্তুজানোয়ারের মাথা সংরক্ষণ, লতাপাতাগুলো চাপে বসানো, মাছের হাড় আঠা দিয়ে কাগজে সেঁটে দেওয়া, বা পাখির পালকে বার্নিশ লাগানো।

'এই সংগ্রহ দেখলে কি মিঃ জেফারসন চমকে উঠবেন না?' কাজ করতে করতে অর্ধস্বগত ভাবে বলে উঠলেন লুইস।

মিঃ জেফারসন কে সাকাজাউইয়া জানে না, কিন্তু ক্যাপ্টেনের কথার ধরনে বুঝল, তিনি খুব গণ্যমান্য কোন ব্যক্তি। আর এর-পর যখন লুইস হোয়াইট হাউসে নিয়ে যাবার বাক্স থেকে র‍্যাটল

সাপের একটুকরো হাড় বের করে পম্পিকে খেলতে দিলেন, স্বভাবতই সে নিজেকে একজন কেউ-কেটা বলে মনে করল।

মিস্থুরির জমাট বরফ শেষ পর্যন্ত মুষ্টি শিথিল করল, আবার যাত্রা শুরু হল। মান্দান দুর্গের নিরাপদ আশ্রয় শুধু নয়, বদখদ চেহারার ভারি নৌকোটাকেও তাদের ছেড়ে যেতে হল। নদী বাঁক নিয়ে পশ্চিমমুখো হল, অত বড় জলযানের পক্ষে নদী হয়ে উঠছিল যেমন খরস্রোত তেমনি অগভীর। সাদায় মোড়া দাঁতে মিস্থুরি দুই তীরে দন্তস্ফুট করে চলেছে। দু-ধারের তীরও কঠিন হতে হতে ক্রমশ পাথর হয়ে উঠছে।

কেনটাকির পর্বতচারী জো ফীল্ডস-এর পায়ে একদিন পাঁচফুট লম্বা একটা র‍্যাটল সাপ দংশন করল—কিছুটা রক্ত ক্ষরণ, আর ডঃ রাশ-এর ওষুধের দয়ায় সে-যাত্রা বেঁচে গেল সে। এরপর আবার একপাল ভয়-পাওয়া মোষের প্রায় ওদের ওপর দিয়ে ছুটে পালানোর ফলে অত্যন্ত মূল্যবান সরঞ্জামের কয়েকটা বাক্স নষ্ট হয়ে গেল। আর গ্রিজলি ভাল্লুক তো সর্বত্র। লুইস নির্দেশ দিলেন, কেউ যেন একা না তাঁবু থেকে বেরোয়। এই ভয়ঙ্কর প্রাণীদের বধ করতে প্রায় সর্বদাই দুটো রাইফেল দরকার হচ্ছিল। তাদের ক্রুদ্ধ গর্জন সারা রাত ওদের কানে আসত।

সাকাজাউইয়া আর তার স্বামীর সঙ্গে একদিন ক্লার্ক শিকারে বেরিয়েছেন, একটা আকস্মিক বান এসে এক সঙ্কীর্ণ জায়গায় ওদের আটকে ফেলল। সাহস হারিয়ে শারবন্নু নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু আর দু-জন একটা গ্র্যানাইট পাথর আঁকড়ে ধরে কোন-রকমে নিজেদের, আর অসহায় পম্পিকে রক্ষা করল। বন্যার ঘূর্ণাবর্তে ওদের ব্যাগগুলো কোথায় উধাও হয়ে গেল। ক্লার্কের ব্যাগের মধ্যে ছিল অভিযানের একমাত্র কম্পাসটা। সেই ঠাণ্ডা জলে ডুবে ডুবে ক্লার্ক আর রেড-ইণ্ডিয়ান মেয়েটা কম্পাসটার বহু সন্ধান করলেন, কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা।



এই মর্মান্তিক আঘাতের পর এল আবার এক নতুন আঘাত।

হার্পার্স ফেরির গভর্মেট রসদখানা থেকে লুইসকে বেশ লম্বা একটা লোহার ডোঙা দিয়েছিল। বড় নৌকোর ডেকের ওপর এটাকে খুলে দুই খণ্ডে রাখা হয়েছিল,—ঠিক হয়েছিল, নদীর আরও ওপরে, স্রোত যখন আরও প্রখর হয়ে উঠবে, তখন সেটাকে ব্যবহার করা হবে। ডোঙাটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'এক্সপেরিমেণ্ট'—এল্ক হরিণের চামড়ায় তার সমস্তটা ঢাকা ছিল, যাতে সহজে ভাল করে ভাসতে পারে। কিন্তু হায় রে 'এক্সপেরিমেণ্ট!' তরঙ্গসঙ্কুল জলে দেখা গেল সে ভাসতে পারে না,—আর তা থেকে এল্কএর চামড়াটাও ছাড়িয়ে এল।

ফলে ওদের মালপত্র রাখবার জায়গার অত্যন্ত অভাব হতে লাগল। কারণ 'এক্সপেরিমেণ্ট'ই ছিল ওদের একমাত্র ছোট নৌকো যা বেশ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ওদের নৌকোর সঙ্গে বাঁধা হয়ে ওদের পেছন পেছন চলত। অনেকের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও লুইস সমস্ত সরঞ্জাম ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এইসব সরঞ্জামের মধ্যে ছিল যত সব স্মারক সামগ্রীর রাশি।

'কিন্তু ক্যাপ্টেন, ঐ হরিণ-চামড়ার টুকরোটা যে আমি আমার প্রিয়তম বান্ধবীর জন্যে নিয়েছিলাম! সে থাকে নিউ ইয়র্কে আমস্টার্ডাম অ্যাভেনিউয়ে।'

'আশা করি আমস্টার্ডাম অ্যাভেনিউ এখন বেশ সুন্দর, বেশ আরামপ্রদ!' লুইস উত্তর করলেন, 'কারণ ঐ চামড়া পেতে হলে তোমার বান্ধবীকে এই এতখানি পথ হেঁটে আসতে হবে।'

তারপর গম্ভীর গলায়, খুব আন্তরিকতার সঙ্গে ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমাদের রসদ, বারুদ আর বাণিজ্যের সামগ্রীগুলোর ওপরই এখন আমাদের সবার জীবন নির্ভর করছে। এবং এখন আমাদের যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে এর কোনটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের নেই। এতটুকু বারুদ, সামান্য এতটুকু কাপড়ের টুকরো পর্যন্ত যতক্ষণ না

নিঃশেষে সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে ততক্ষণ আমরা অন্য কিছুই নৌকোয় তুলব না। এই ব্যাপারটা সকলের বেশ পরিষ্কার করে বোঝা দরকার।'

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে মে থেকে আর ওরা ওদের ফেলে-যাওয়া সম্পদের চিন্তা করে নি। সেদিন বিকেলে লুইস একটা খাড়াই পাহাড় বেয়ে উঠলেন। অন্য সবাই তখন দাঁড়টানা নৌকোয় করে মিস্যুরির উজান বেয়ে চলেছে। এমন সময় দূরে নদী থেকে ওরা তাঁর ডাক শুনতে পেল—'হ্যালো!'

হাতের ইসারায় লুইস তাদের তাঁর কাছে ডাকলেন। হরিণ-চামড়ার পোশাক-পরা একদল লোক লম্বা সার দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছল। তর্জনী বাড়িয়ে ক্যাপ্টেন পশ্চিম দিকে দেখিয়ে দিলেন। দিগন্তরেখায় দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত অস্পষ্ট-ভাবে, অনেক দূরে, একসার এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ের চূড়ার সারি। আকাশে অনেকখানি মাথা তুলে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সূর্যের আলো কখনো কখনো সেগুলির ওপর এসে পড়ছে। এতক্ষণে অভিযাত্রীরা বুঝল কেন রেড-ইণ্ডিয়ানরা এর নাম দিয়েছে 'ঝকঝকে পর্বতমালা'।

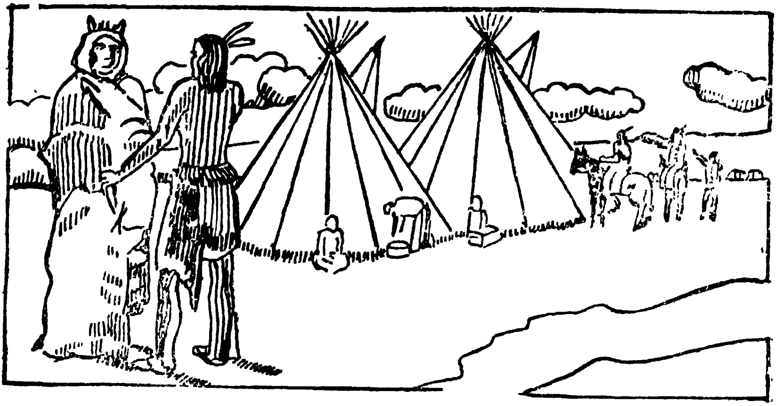
শ্বেতাঙ্গরা নীরবে লক্ষ্য করতে লাগল। শুধু তাদের কানে এল কতকটা মাছরাঙার মত দেখতে ছোট্ট পাখি কিং ফিশারের তীক্ষ্ণ চিৎকার আর খরস্রোত মিস্যুরির মর্মর শব্দ। কোন আমেরিকান ইতিপূর্বে উত্তর আমেরিকার বুকে এত উঁচু পাহাড় দেখে নি।

রাত্রে তাঁবুতে বসে চঞ্চল অগ্নিশিখার আলোয় লুইস ধীরে ধীরে, পরম ভক্তিভরে তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন :

'আজ প্রথম রকি পর্বতমালা আমার দৃষ্টিগোচর হল। এই তুষার-ছাওয়া বাধা আমার সাগরযাত্রার পথে কী অসুবিধের সৃষ্টি করতে পারে—সেই কথা ভাবছি। ও পথে আমার নিজের আর

দলের সকলের কষ্টের কথা চিন্তা করলাম। এই চিন্তা আমার আজকের এই আনন্দকে ম্লান করে তুলেছে।'

নোটবুক বন্ধ করে মেরিওয়েদার লুইস আগুনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন যতক্ষণ না ভোর এসে উর্ধ্ব আকাশে রঙের ছোঁয়া লাগিয়ে দিল।



পাঁচ

মিস্থরির ডেরার সন্ধানে

স্ট্রীমলাইন গাড়িতে চড়ে পশ্চিমমুখো যেতে যেতে অসীম বিস্তারের যেসব মহিমময় দৃশ্য আজ চোখে পড়ে, তাদের প্রত্যেকটির নাম আছে। সে নাম শুনে আমরা উল্লসিত হই, আমাদের কৌতূহল জাগে। প্রতিটি নগরের পেছনে আছে একটি করে কাহিনী, এবং সে কাহিনীর অধিকাংশই অনেক পুরোনো যুগের আমেরিকার কাহিনী।

লোহার পোলের ওপর দিয়ে সশব্দে ট্রেন চলেছে, রেলপথের ধারে লেখা দেখে আমরা জানতে পারি এ কোন্ নদী পার হয়ে এলাম। ঝকঝকে রং-করা বগির শৃঙ্খল সরু গলিপথের ভেতর দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলেছে—এই পথের নাম কণ্ডাক্টরের জানা।

ট্রেনের খাবার-গাড়ির জানলা দিয়ে আমরা বাইরে তাকিয়ে থাকি। তুষার-শুভ্র টেবিলের রুপোর পাত্রে চিনি, ক্রীমের পাত্র পূর্ণ। একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা গেল—লাটসাহেবের গাম্ভীর্য নিয়ে যেন মেঘের দল ভেদ করে উঠে গেছে। আমাদের খাবারের দেখাশোনা করছে যে

হাসিখুশি লোকটি, সে প্রতি সপ্তাহে এই ট্রেনে যাতায়াত করে; সে পাহাড়ের নামটা বলল।

লুইস আর ক্লার্কের সময়ে কিন্তু পশ্চিম অঞ্চলের এইসব নির্দেশ-চিহ্নের কোন নামকরণ হয় নি। মিস্থুরি ছাড়া আর সমস্ত নদীকেই শুধু 'খরধার নদী' বলেই অভিহিত করা হত, রকি পর্বতমালা কেবল পাথর আর বরফের চাঁই, আর কিছু না—আর তিন মাইল উঁচু। হ্রদগুলো শুধু হ্রদই। উপত্যকাগুলো ছিল অজানা—কোন কিছুরই নাম ছিল না তখন।

নামকরণ হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে,—যে নাম মনে আসে সেই নামেই। জঙ্গলে ভরা একটা দ্বীপে লুইস আর ক্লার্ককে তাঁবু ফেলতে হয়েছিল। একদল ক্ষুধার্ত গ্রিজলি ভাল্লুক ওখানে বাস করত, অর্ধেক রাত পর্যন্ত জেগে তাদের ওপর গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল। তাদের লোমের অগ্রভাগ রুপোলি রঙে ঝলমলে। এই দ্বীপের তাই নাম হল, 'হোয়াইট বেয়ার দ্বীপ'। সেইসব ভাল্লুক কবে গুলি খেয়ে মরেছে বা চিড়িয়াখানায় ভর্তি হয়েছে, কিন্তু তবুও দ্বীপের নাম আর বদল করা হয় নি।

বড় বড় ভেড়া লুইস আর ক্লার্ক দেখলেন মিস্থুরির অনেকটা ওপরে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলেছে—ভেড়াদের মাথার শিং প্রায় নিটোল গোল হয়ে বেড়ে উঠেছে; সার্কাসের ট্রাপিজের খেলোয়াড়-দের মধ্যেও এমন লালিত্যময় ভঙ্গি দেখা যায় না। ডায়েরির নতুন পাতা খুলতে খুলতে 'বিগহর্ন শীপ' কথাটা স্বতই লুইসের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একটা চওড়া নদী উত্তর অঞ্চল থেকে এসে মিস্থুরির জলে নিজেকে ঢেলে দিচ্ছে। হিমবাহ থেকে এর উৎপত্তি বলে রংটা একটু মেঘলা-মেঘলা যেন। অর্ডওয়ে বললে, 'এ দেখতে এমন একটা জিনিসের মত যা বছরখানেক আগে সেই যে সেণ্ট চার্লস ছেড়েছি তার পর আর খাই নি। ঠিক দুধের মতই দেখতে এ!'



'"মিল্ক রিভার"ই (দুধ নদী) এর নাম রইল,' বললেন লুইস। বলে থলে থেকে নোটবই বের করে তাড়াতাড়ি লিখে নিলেন।

বেশ মজার ব্যাপারটা। মনে কর এমন একটা দেশের ওপর দিয়ে তুমি চলেছ যেখানকার পাহাড় পর্বত, নদী নালা, এমনকি জীব-জন্তুদেরও নাম নেই—খেয়াল-খুশি মত নাম দিতে দিতে তুমি চলেছ।

ক্বচিৎ কখনো হয়ত রেড-ইণ্ডিয়ানরা তাদের কোন প্রিয় হ্রদ বা প্রিয় জায়গার নামকরণ করেছে। শারবন্নুর কাছে সেইসব নাম শুনে লুইস আর ক্লার্ক সেই নামই বহাল রেখেছেন। এই নীতিই বছরের পর বছর আমেরিকায় চলে আসছে। এবং এই কারণেই আজও এতগুলো রাষ্ট্র আর শহরের নামের মূলে রেড-ইণ্ডিয়ানদের দেওয়া নামই বজায় রয়েছে।

লুইস আর ক্লার্কের তবুও হাজার হাজার জিনিস নাম দেওয়ার ছিল। অভিযানের প্রত্যেকের নামে নাম দেওয়া হয়ে গেল, এমনকি মৃত সার্জেণ্ট ফ্লয়েডের নামও বাদ পড়ল না: তার নামে একটা নদীর নাম হল।

দৃঢ়পেশী কৃষ্ণকায় ইয়র্কের নামে একটা গভীর উপত্যকার নাম হল। সাকাজাউইয়ার শক্ত পিঠে বাঁধা বাচ্চাটি এভাবে দুবার সম্মানিত হল। এক লাভা পর্বতের উন্নত স্তম্ভ দেখে ক্লার্ক তার নাম রাখলেন, 'পম্পির স্তম্ভ'—তাঁর নিজের দেওয়া বাচ্চাটার ডাকনাম অনুসারে। গম্ভীরপ্রকৃতি লুইস কিন্তু সব সময়ে তার ভাল নাম ধরেই ডাকতেন; তাই আরও কয়েক মাইল এগিয়ে যাবার পর একটা ছোট্ট নদীর তিনি নাম রাখলেন, 'ব্যাপ্তিস্তে ক্রীক'।

মিসুরির একটা বড় শাখানদী গেল—ক্যানারি রঙের অসংখ্য পাহাড়ের চূড়ার বুনুনিতে ঠাসা। এ দলের যারা ফরাসী পিতামাতার সন্তান, এখানে তাদের দেশপ্রীতির পরিচয় মিলল। তাদের ইচ্ছে নদীটির নাম হোক 'রস্ জোন'। এই ফেনিল স্রোতস্বিনী আজকাল তার ইংরিজি অনুবাদ, 'ইয়েলোস্টোন' নামে অভিহিত হয়।

বান্ধবীদের খুশি রাখবার এমন সুযোগ বুঝি মানুষ আর কখনো পায় নি। গোলাপগুচ্ছ বা চকোলেটের বদলে কোন্ মেয়ে না চাইবে যে তার নামে একটা নদীর নাম হোক ?

বহুদূরবর্তী সুন্দরীদের নামে নদী পাহাড়ের নাম হল। দূর সম্পর্কের বোন মারিয়া উড, যার গালে টোল পড়ে, তার কথা মনে করে লুইসের মন কোমল হয়ে উঠল। ভার্জিনিয়ার সুদূর আল্‌বেমার্লএ তার বাস। দক্ষিণ দেশের এই সুরূপা মেয়েটির নামে রকি পর্বতমালার এক চমৎকার স্রোতস্বিনীর নাম দেওয়া হল 'মারিয়া নদী', যদিও এ খবরটি নামকরণের বেশ কয়েক বছরের মধ্যেও মেয়েটির কাছে পৌঁছয় নি।

একটা খরস্রোতা নদী বনের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। লজ্জারক্ত মুখে ক্লার্ক তার নাম রাখলেন, 'মার্থার নদী'। বললেন, 'এ হল একজনের নামে যার নামের আদ্যক্ষর এম্ এফ্।' কিন্তু অনেক অনুরোধ উপরোধ, অনেক পেছনে লাগা সত্ত্বেও কিছুতেই বললেন না কার নাম এ। বললেন, 'এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন কোরো না, তাহলেই আর আমাকে মিথ্যা বলতে হবে না।' এই বলে হেসে উঠলেন।

ছেলেবেলার বান্ধবী জুলিয়া হ্যানককের নামেও ক্লার্কের ইচ্ছে হল একটা নদীর নাম রাখেন। কিন্তু ক্লার্ক তো কোন নাম সঠিক মনে রাখতে পারেন না, তিনি ভুল করে এর নাম রাখলেন, 'জুডিথের নদী', এবং এই নামেই এই নদী আজ পর্যন্ত চলে আসছে। মণ্টানার সবুজ উচ্চভূমি থেকে নির্গত হয়ে এমন এক নাম বহন করে চলেছে যে নামে আসলে কোন মেয়েই ছিল না।

কোন ভৌগোলিক পদার্থে নিজের নাম দেওয়া—এ আনন্দের উন্মাদনা অনেকের পক্ষে সহ্য করাই কঠিন হয়ে উঠল। একটা ঝরনা থেকে গরম জল নির্গত হচ্ছিল, সেটার যখন নাম দেওয়া হল 'জন পটস্', গোলগাল ডাচ্ ছেলেটি ফুর্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, বললে,

'তবে তো আমি বিখ্যাত হলাম! মানচিত্রে আমার নাম থেকে যাবে!'

একটা মনমাতানো সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পটস্ তাঁবু ঘিরে ঘুরতে লাগল, তার গোল গোল ছোট পা দু-খানি তালে তালে নেচে চলেছে। তার উত্তেজনার ছোঁয়াচ অন্য সকলের মধ্যেও সংক্রামিত হল। পিটার ক্রুজাট তার খুব পুরোনো বেহালাটা টেনে বের করে হাল্কা নাচের সুর ভাঁজতে লাগল। ক্লার্ক তাতে যোগ দিলেন, লুইসের মুখে পর্যন্ত সুদুর্লভ হাসি দেখা দিল। পটসের আনন্দে দলের সবাই বেশ খুশি হয়ে উঠল।

এই হাল্কা মুহূর্তগুলির প্রয়োজন ছিল বৈকি, কারণ সুদুর্গম পর্বতশ্রেণী দেখা যাচ্ছে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। সুবিস্তীর্ণ তৃণভূমি অনেক কাল পেছনে ফেলে আসা হয়েছে। রকির এক পাশ দিয়ে মিস্যুরি বয়ে চলেছে, তার বড় বড় খাড়াই চূড়া যেন ভ্রূ-কুঞ্চিত করে নদীটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একদিন সকালে হঠাৎ মাটি কেঁপে উঠল, নদী পাঁচটা ঝরনায় ভাগ হয়ে প্রবল প্রতাপে নেমে আসছে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সবাই তাকিয়ে রইল সেদিকে। লুইস এর নাম দিলেন, 'মিস্যুরির প্রচণ্ড প্রপাত'।

সেই জলে ওরা ট্রাউট মাছ ধরে খেতে শুরু করল—জলের এমন কানে-তালা-ধরানো শব্দ যে পরস্পরের কথা পর্যন্ত ওরা শুনতে পাচ্ছিল না।

অর্ডওয়ে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সঙ্গে হুইস্কি বিদ্রোহ দমনে গিয়েছিল, বললে, 'হাজার কামান যেন একসঙ্গে গর্জন করছে!'

শব্দমুখর ঝরনাগুলো লুইস পরীক্ষা করে দেখলেন। মিস্যুরির জলধারা যে এখানে বিভিন্ন ধারায় ভাগ হয়ে গিয়েছে, এই প্রথম তা কোন শ্বেতাঙ্গের গোচরীভূত হল। মানুষের যাওয়া-আসা না থাকায় এ অঞ্চল বন্য জন্তুতে প্রাণচঞ্চল হয়ে ছিল। এ একটা

এমনই অঞ্চল যে না এ সমতল ভূমির ইণ্ডিয়ানদের শিকারের জায়গা, না রহস্যময় পাহাড়িদের বাসস্থান।

লুইসের গুলিতে খেপে গিয়ে একটা গ্রিজলি ভাল্লুক তাঁকে জল পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল—ঝরনা-পাতের ফলে যে ঘুর্নির সৃষ্টি হয়েছিল আর-একটু হলেই সেখানে পড়ে লুইস কোথায় তলিয়ে যেতেন। সেই একই দিনে একটা পাহাড়ি সিংহ তাঁকে তাড়া করেছিল—যার কথা তিনি তাঁর ডায়েরিতে উল্লেখ করে লিখেছিলেন, 'বাঘের মত কি একটা জন্তু'। সেই একই দিনে, সূর্যাস্তের পূর্বে একটা মোষ তাঁর থলে মাড়িয়ে দিয়ে যায়, আর যে র‍্যাটল সাপ আর-একটু হলেই তাঁকে দংশন করেছিল, তত বড় র‍্যাটল সাপ তিনি জীবনে দেখেন নি।

'সমস্ত প্রকৃতিই যেন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লেগেছে,' সেদিন রাত্রে তাঁবুতে বসে লুইস ক্লার্কের কাছে অনুযোগ জানিয়েছিলেন।

জলপ্রপাতের আশেপাশের জায়গাগুলো এমন দুর্গম যে মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। নৌকো আর রসদ বয়ে আনবার জন্যে শক্ত কাঠের গাড়ি তৈরি করতে হল। কাঠ যা ছিল তার গোলাকার অংশগুলো বেছে নিয়ে কোন রকমে চাকা তৈরি হল। খাড়াই বেয়ে গাড়ি তুলতে গিয়ে ওদের মোকাসিন জুতো টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এ ব্যাপারে সকলকেই হাত লাগাতে হল, লুইস আর ক্লার্কও বাদ গেলেন না। অব্যাহতি পেল কেবল ছোট্ট পম্পি, মার পিঠের থলেতে বেশ আরামে রয়ে গেল সে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর স্ক্যানন তার থাবার ক্ষতস্থান চাটতে লাগল।

জলপ্রপাত অতিক্রম করে আবার অভিযাত্রীরা মিসুরির উজানে নৌকো বেয়ে চললেন। নৌকোয় ফিরে এসে কী ভালই না ওদের লাগল! দাঁড় টানতেও আর কষ্ট হচ্ছে না। এদিকে নদী কিন্তু ক্রমেই সরু হয়ে আসছে, অন্ধকার পর্বতশ্রেণী দুদিক থেকে চেপে ধরছে।

হঠাৎ দেখা গেল মিস্থুরি তিনটে বিভিন্ন নদীতে ভাগ হয়ে গেছে, আর তিনটে নদীই সমান আকৃতির হওয়ায় লুইস ঠিক করে উঠতে পারলেন না কোন্‌টা আসল নদী। তিনটে নদীরই তাই তিনি আলাদা আলাদা নাম দিলেন। একটার নাম দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারির সেক্রেটারির নামে 'অ্যালবার্ট গালাটিন', আর মাঝেরটার নাম দিলেন 'জেমস ম্যাডিসন', সেক্রেটারি অব্‌ স্টেটের নামে। আর শেষেরটা পেল সেই বিখ্যাত ব্যক্তির নাম, 'টমাস জেফারসন'।

কোন্‌ নদীটা ধরে এখন এগোনো হবে? এহেন ব্যাপারে লুইস অনুপ্রেরণার ওপর নির্ভর করতেন। বিখ্যাত বীরপুরুষের নামে যে নদীর নাম হল, ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন সেটা। জেফারসন নদী ধরে অভিযান এগিয়ে চলল।

কয়েকদিন চলার পর লুইস নিশ্চিতভাবে জানলেন যে তাঁরা ঠিক পথেই চলেছেন। সাকাজাউইয়া তো জন্ম থেকেই শোশোন,—নদীতীরের লাল কাদার ওপরের গোল গোল পাথরগুলোর দিকে উত্তেজনার সঙ্গে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বিজয়সূচক ভঙ্গিতে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলে উঠল, 'আমার দেশ! আমার দেশ!'

শারবনু বুঝিয়ে বললে, 'যুদ্ধের সময় গায়ে মাখবে বলে শোশোনরা লাল মাটি নিতে এসেছে। গোল গোল পাহাড়গুলোর নাম দেওয়া হল, বীভারহেড পাহাড়,—কারণ সেগুলোর আকৃতি দেখে মনে হয়, কোন বীভার যেন শিকারের জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে। চারদিকে ঘিরে ওরা শারবনুর কথা শুনতে বসল। ভারি রসদ, খাবার দাবার আর বাণিজ্য-সম্ভারগুলি নিয়ে যেতে হলে ঘোড়া ছাড়া অসম্ভব। আর ঘোড়া জোগাড় করতে হবে শোশোনদের কাছ থেকে।

লুইস আর ক্লার্ক চলেছেন মিস্থুরির উৎসের সন্ধানে। ভারি নৌকোটা অনেক দিন আগেই ত্যাগ করতে হয়েছে, এবার ডোঙা-

গুলোও ত্যাগ করতে হবে। এক এক মাইল পথ ওঁরা অগ্রসর হচ্ছেন আর জেফারসন নদী ক্রমেই সরু হয়ে আসছে।

কিন্তু রকি পর্বত ডিঙিয়ে কত মাল আর ওরা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে? এখনও যা আছে তার ওজন চার টনের কম হবে না—অর্থাৎ আট হাজার পাউণ্ড। কিন্তু চল্লিশ জন মানুষ, হলেও বা সাবালক, প্রত্যেকে কি একশো পাউণ্ড ওজনের মালও এই উত্তুঙ্গ বন্ধুর পাহাড়ে পথ দিয়ে বয়ে নিতে পারবে?

দেখা যাচ্ছে মালপত্রের অর্ধেকের বেশি ফেলে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ সাহসে তারা তা করবে? এর মধ্যে কোন্‌টা অপরিহার্য নয়? খাদ্যসংগ্রহের জন্যে ভরসা বন্দুক আর গুলির ওপর। পশ্চিম সাগর-পারে নিশ্চয় ইণ্ডিয়ানদের বাস আছে, সুতরাং মালা, আয়না, কাপড়ের টুকরো না রাখলে কী দিয়ে ওরা তাদের সঙ্গে বাণিজ্য করবে?

নদীতীরের এক তাঁবুতে অন্ধকারে বসে কথা হচ্ছিল। খুব গম্ভীরভাবে লুইস বললেন, 'ঘোড়া আমাদের না-হলে নয়—ঘোড়া জোটাতে না পারলে আমাদের অস্থি এই পাহাড়েই রেখে যেতে হবে।'

কিন্তু কত সময় আর আছে? এই তো সবে অগস্ট মাসের দশ তারিখ,—এখনও মধ্য-গ্রীষ্ম। এরই মধ্যে অর্ডওয়ের পালকের কলমের কালি ভোরের কুয়াসায় জমে গেছে। এই সূচনা খুবই খারাপ। অগস্ট মাসে তৃণভূমি অঞ্চলে দম-বন্ধ-করা গরম পড়ে। কিন্তু এখন ওরা রকি পর্বতমালার অনেক উঁচুতে, বরফ পড়া শুরু হবার আগেই ওদের এই অনন্ত পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করে যেতে হবে। এই সাঙ্ঘাতিক গিরিখাতের মধ্যে একবার যদি আটকা পড়ে তো হেমন্ত আর শীতের তুষার-ঝড়ে আর ফেরবার কোন পথে থাকবে না।

সে রাত্রে কম্বল-মুড়ি দিয়ে অর্ডওয়ের এই প্রথম মনে হল, তাদের ব্রিটিশ প্রতিদ্বন্দ্বীরা এখন কোথায় হতে পারে। লুইস বলেছিলেন

যে লুইসিয়ানা অঞ্চল, আর বড় নদী অরেগনের উৎপত্তি স্থান—এর মাঝামাঝি সমস্ত অঞ্চলটা যুক্তরাষ্ট্রের বলে দাবি করতে হবে। এই হল প্রেসিডেন্টের গোপন নির্দেশ।

কিন্তু আমেরিকানরা কি সবার আগে পৌঁছতে পারবে সেখানে? যদি গ্রেট ব্রিটেনের ইউনিয়ন জ্যাক আগেভাগে পৌঁছে সেই পরম কাম্য নির্জন তীরে নোনা বাতাসে পতপত করতে থাকে? অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল অর্ডওয়ে,—সত্যি যে তাহলে তার দেশের কী অবস্থা হবে, এ কথা ভেবে তার ভাল করে ঘুম এল না।



ছয়

ছপ! ছপ! ছপ!

জেফারসন নদী যেন ওদের পায়ে বরফের দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে। হিমবাহ ও তুষারাবৃত প্রান্তর এই খরস্রোত নদীর পুষ্টিসাধন করে। নদী এখন এত সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে যে আর নৌকো চালানো সম্ভব নয়।

এ স্রোতে দাঁড় টানাও অসম্ভব বললেই চলে। দাঁড়িদের বসবার জায়গায় অভিযাত্রীদের নিয়ে জলের এত নিচে দিয়ে নৌকোগুলো চলেছে যে নদীগর্ভের অসিদন্ত পাথরে ধাক্কা লাগার সমূহ সম্ভাবনা।

জলে নেমে পড়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ওরা নৌকোগুলো টেনে নিয়ে চলল। কয়েক মিনিট পর-পরই হ্রদের কেউ না কেউ ভারসাম্য হারিয়ে কনকনে জলে আপাদমস্তক ডুবে হাবুডুবু খেয়েছে। ওদের শরীরে ফোড়া হতে লাগল, ঘা দেখা দিল। ক্লার্কের পায়ের গোড়ালিতে এমন বিশ্রী একটা কার্বাঙ্কল হল যে তাতে হাত দিলেই যন্ত্রণা হত। এর ওপর আবার জলের তোড়ে ওদের জুতো ছিঁড়ে গেল, যার ফলে ধারালো পাথরে ওদের খালি পা কেটে যেতে

লাগল। কম্বল সেলাই করে তখন তা দিয়ে নতুন জুতো তৈরি করে নেওয়া হল।

সবচেয়ে অসুবিধে হল এই যে, নদীর পাথুরে তীর এত খাড়াই আর দুরারোহ যে তীরে উঠে যে নৌকোগুলো গুন টেনে নিয়ে যাবে, সে-উপায়ও নেই। জায়গাই নেই হাঁটবার মত। তাই নৌকো বেয়েই ওরা যেতে বাধ্য হল। হয়ত ক্বচিৎ কখনো নেহাৎ ভাগ্যক্রমে বালুময় নদীতীর ওদের জুটেছে, সেখানে তাঁবু খাটিয়ে ওরা রাত্রিযাপন করেছে। সবচেয়ে বড় নৌকোয় কিছু উইলো কাঠ নেওয়া হয়েছিল, যাতে তার ওপর বিছানা বিছিয়ে শুকনো থেকে ঘুমোনো সম্ভব হয়।

এই দুর্দশার মধ্যে লুইস একদিন ক্লার্ককে গোপনে জানালেন যে তাঁদের অগ্রগতি ঠিক আশানুরূপ হচ্ছে না। ফিসফিস করে বললেন, 'নদীটা বেজায় আঁকাবাঁকা পথে চলেছে, যার ফলে অনেকটা পথ এসেও আমরা খুব বেশি পশ্চিমমুখো হতে পারি নি। এই সর্পিল পথে আমাদের অনেক পরিশ্রম ব্যর্থ হতে বসেছে।'

পরদিন তারা অন্তত পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন লুইস। একটা লাভা পাহাড়ের একফালি সরু জায়গার ওপর ওরা ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে। সাকাজাউইয়া ধীরে ধীরে তার স্বামীর ব্যথা পায়ে মালিশ করছে। দলে এমন একজনও নেই যে ভিজে যায় নি—একমাত্র ছোট্ট পম্পি ছাড়া। এক সপ্তাহ তারা কোন এল্ক বা হরিণ মারতে পারে নি। তাদের এই প্রচণ্ড পরিশ্রমের ক্লান্তি অপনোদনে কেবলমাত্র চা আর স্যুপ মোটেই পর্যাপ্ত নয়।

অসুবিধের ওপর অসুবিধে, উপত্যকার পাথরগুলো অসংখ্য র‍্যাটল সাপে জীবন্ত। নদীতীর থেকে একটা পা ওদিকে ফেলতে হলেও খুব ভাল করে লক্ষ্য করে তবে ফেলতে হচ্ছে। কোন উপলখণ্ডের ওপর বসবার উপায় নেই। কে জানে মৃত্যু সেখানে

ওত পেতে রয়েছে কি না ! সাপদের ডেরাও কতবার তাদের চোখে পড়ল—শত শত সর্প বীভৎস ভঙ্গিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে।

সাপের ভয়ে অনেকেই তীরে রাত্রিযাপন করতে সাহস করল না, নৌকোতেই কোনরকমে ঘুমিয়ে কাটাবে ঠিক করল। সাধারণ সৈনিক জোসেফ হোয়াইটহাউস, অসভ্য সিয়াউদের পর্যন্ত যে ভয় করে নি, সেও শিউরে উঠে বললে, 'এই র‍্যাটলস্নেকদের ধারে-কাছেও আমি যাচ্ছি না বাবা ! ওদের দেখলে আমার কেমন গা শিউরে ওঠে !'

উপত্যকা থেকে লুইস ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এলেন। এমন খাড়াই, যে মাথা ঘুরে যায় উঠতে উঠতে। ওপরে পৌঁছে দেখলেন, বালির ওপরে যেখানে আগের রাত্রে তাঁরা তাঁবু ফেলেছিলেন সে জায়গাটা প্রায় দৃষ্টিপরিধির মধ্যে রয়েছে। হতাশ-ভাবে মাথা নাড়লেন তিনি, তারপর আবার নেমে গেলেন।

ক্লার্ককে বললেন, 'আজ আমরা পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করেছি সত্য, কিন্তু আসলে কাল যেখানে ছিলাম সেখান থেকে সিধে পশ্চিমমুখো তিন মাইলও অগ্রসর হতে পারি নি।' তারপর বললেন, 'যেমন করে হোক শোশোনদেব খুঁজে বের করতেই হবে !'

ইণ্ডিয়ানরা যে ওদের দেখেছে তা ওরা জানত। দূর পাহাড়ের চূড়া থেকে গ্রীষ্মের আকাশে ধোঁয়ার সঙ্কেত দেখা যেত। হয়ত ওরা অভিযাত্রীদের এই অদ্ভুত অভিযান সম্বন্ধে নিজেদের সতর্ক করে দিচ্ছে। তীক্ষ্নদৃষ্টি ক্লার্ক একদিন বিকেলে নদীর ধারে একটা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় মোকাসিনের ছাপ লক্ষ্য করলেন। পায়রার পায়ের দাগের মত সে দাগ,—ইণ্ডিয়ানরা যেমন জুতো ব্যবহার করে থাকে। তখনো দাগগুলো ভিজে রয়ে গেছে।

বললেন, 'শোশোন ! এখনো এক ঘণ্টাও হয় নি সে এখানে এসেছিল !'

কিন্তু সামনা-সামনি ইণ্ডিয়ানদের দেখা মিলল না, যদিও ওদের

বুঝতে বাকি থাকে নি যে শোশোনরা ওদের ওপর লক্ষ্য রাখছে। কিন্তু কিছুতেই তারা দেখা দিল না।

এতক্ষণে ওরা নদীর উৎসের কাছে এসে পৌঁছেছে। সরু হতে হতে জেফারসন নদী শেষ পর্যন্ত একটা বড়গোছের খাঁড়ির মত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। এদিকে অগস্ট মাস শেষ হয়ে এল, সেপ্টেম্বর থেকে বরফ পড়া শুরু হবে। তখন আর রকি পর্বতমালা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ওদের কাছে কোন ম্যাপ, কোন চার্ট বা কোন কম্পাস ছিল না। কখন কোন্ দেশের ওপর দিয়ে ওরা চলেছে তাই ওরা জানত না। তবে, এতদিনে নিশ্চয় ওরা লুইসিয়ানা অঞ্চল অতিক্রম করে গেছে। আজকের দিনে পর্যন্ত, যখন এরোপ্লেনের সাহায্যে এ অঞ্চলের প্রতি ফুট জমির পর্যন্ত সঠিক পরিচয় পাওয়া গেছে,—এখনো মানুষ রকি অঞ্চলে পথ হারিয়ে ফেলে, কেউ বা অনাহারে মৃত্যুবরণ করে পর্যন্ত। সুতরাং লুইস ও ক্লার্কের এই অভিযান যে কত দুরূহ হয়ে উঠেছিল, এ থেকে আমরা তা অনুভব করতে পারি। তাঁরা জানতেন না সমুদ্র থেকে তাঁরা কত দূরে রয়েছেন, পথে বাধা বিপত্তি কী আছে এ সম্বন্ধেও কোন ধারণা তাঁদের ছিল না। এইটুকুই তাঁরা শুধু জানতেন যে রকি পর্বতমালা অমনি ঢেউ-খেলানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে যেন অনন্তকাল ধরে।

ভোরবেলা লুইস তাঁর সঙ্কল্প স্থির করে ফেললেন। তিনি বললেন, 'অর্ডওয়ে, ম্যাকনীল, ড্রুইলার্ড—নাও, তল্পি গুটোও।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টি লুইস তাকালেন সকলের দিকে। কেউ একটার জায়গায় দুটো কম্বল বাঁধতেই তিনি তাকে খোলালেন। বললেন, 'নিজেদের জন্যে নেহাত যা না নিলেই নয় শুধু তাই নেওয়া চলবে,—আমাদের আসল মোট হবে বাণিজ্য-সম্ভার।' এই বলে তিনি সঙ্গে আনা খেলনাগুলো দিয়ে সমস্ত থলি বোঝাই করতে শুরু করলেন।

চট্ করে সাকাজাউইয়া আর তার স্বামীকে কয়েকটা কথা

জিজ্ঞাসা করে নিলেন লুইস। তারা বললে যে অনেক দূরে সামনের দিকে কোথাও একটা নদী আছে, যা থেকে আর-একটা বড় নদীর উৎপত্তি হয়েছে—এই নদীটা ঝকঝকে পর্বতমালার অপর পার দিয়ে বয়ে গিয়েছে। সাকাজাউইয়ার মতে নদীটার নাম হল 'লেম্‌হি', পাহাড়ের একেবারে চূড়া থেকে নেমে এসেছে। নিজের চোখে না দেখলেও এ নদীর কথা সে তার বাবা মার কাছে শুনেছিল যখন নিতান্ত শিশুটি ছিল।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে দুই ক্যাপ্টেন হাতে হাত মেলালেন। লুইস বললেন ক্লার্ককে, 'জেফারসন নদী ধরে এগিয়ে যাও তুমি; শোশোনদের সঙ্গে করে, ঘোড়ায় চড়ে আমি এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব—আর তা যদি না পারি তো আর ফিরবই না।' এই বলে তিনি থামলেন।

দলের চারজন—লুইস, অর্ডওয়ে, ম্যাকনীল আর ড্রুইলার্ড নদীপথ ছেড়ে স্থলপথে অগ্রসর হল। এমন অনেক খাড়াই তারা পার হয়ে গেল যেগুলো একেবারে সিধে উঠে গেছে। কতবার পাহাড়ের ঝুঁকে-পড়া চূড়া আঁকড়ে সামলে নিল, জলময় হ্রদ বেড় দিয়ে এগোল; ডেভিল্‌স্ ক্লাব জঙ্গলে ছুরির মত ধারালো কাঁটা—সেই জঙ্গল ভেদ করে চলল। রাত্রে তাঁবু খাটালো, আর সেই তাঁবুর মধ্যে মালা, আয়না, জুতো তৈরির সরঞ্জাম আগুনের ধারে একটা লাঠির ওপর রেখে বেরিয়ে গেল। তারপর চুপিচুপি পাহাড়ের নিচের একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে সেখানে রাত কাটাল।

একটা জলার পাখি 'লুন'এর অস্পষ্ট ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ সে রাত্রে তাদের কানে আসে নি। সকালবেলা কিন্তু দেখা গেল খেলনাগুলো সব অদৃশ্য হয়েছে। শোশোনরা এসেছিল তাহলে! বোধহয় পাখিটার ডাকে ছিল তাদের সঙ্কেত-চিহ্ন! মোকাসিনের দাগ ধরে অগ্রসর হবার চেষ্টা চলল, কিন্তু গ্র্যানাইটের শক্ত পাথরে সে দাগ হারিয়ে গেল। যাই হোক, এটুকু অন্তত শোশোনরা বুঝতে

পেরেছে যে অভিযাত্রীরা ওদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছাড়া আর কিছু নয়। শত্রু হলে কি এইসব অপূর্ব উপঢৌকন অমন অরক্ষিতভাবে রেখে যেত ?

সঙ্গী তিনজনকে নিয়ে লুইস বন্ধুর পথে এগিয়ে চললেন। ওদের সঙ্গের ময়দা ফুরিয়ে গেল, সুপ ফুরোলো,—তবু তারা থেমে শিকারের চেষ্টা করল না—অভিযানের সাফল্যের কাছে সামান্য খিদে কিছুই নয়। নিজের অপর্যাপ্ত খাদ্যও লুইস সবার সঙ্গে ভাগ করে খেলেন। বললেন, 'এর পর আবার খাব,—যখন জানব কী ভাবে এই পাহাড়গুলো অতিক্রম করা যায়।'

ঘাসে ভরা একটা মাঠ পার হয়ে তারা এক টলটলে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছল। যে গিরিসঙ্কটের ওপর দিয়ে নদীটা জঙ্গম গতিতে বয়ে এসেছে, ক্রমেই সেটা খাড়াই হয়ে উঠেছে। এইটিই হয়ত মিস্যুরি নদীর সর্বশেষ উৎস। দেখা গেল নদীটা হঠাৎ একটা শব্দমুখর ঝরনায় নিজেকে নিঃশেষে মিলিয়ে দিয়েছে। অনেক দূরে একটা উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া ওদের চোখে পড়ল। হালকা পায়ে ম্যাকনীল ডিঙিয়ে গেল ঝরনাটা। বলে উঠল, 'কী কাণ্ড! মিস্যুরি নদীকে এভাবে ডিঙিয়ে যাওয়া—এ যে কল্পনারও অতীত!'

ডিঙিয়ে সে সত্যিই গিয়েছিল। সেণ্ট লুই থেকে আঁকাবাঁকা পথে তিন হাজার মাইল অতিক্রম করে এখন ওরা মিস্যুরির জন্মস্থানে এসে পৌঁছেছে।

দুরারোহ পথে আবার ওদের অগ্রগমন শুরু হল, লুইস সবার আগে। পৌঁছল পর্বতশ্রেণীর সেই সুউচ্চ চূড়ায়। পশ্চিমে তাকালে দেখা যায়—যতদূর চোখ যায় পাহাড়গুলো পেরিয়ে শুধু বরফে ঢাকা প্রান্তরের পর প্রান্তরের কার্পেট, আর সবুজ বনের সমারোহ। পর্বত-শ্রেণীর অপর পারের জলরাশি পশ্চিমমুখো এগিয়ে চলেছে।

লুইস বুঝলেন তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন 'কণ্টিনেণ্টাল ডিভাইড'এর (মহাদেশীয় বিভাগ) ওপরে,—উত্তর আমেরিকার যা মেরুদণ্ডের স্বরূপ।

এ দেশ আবিষ্কার করা আমেরিকার এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় জয়-গৌরব। পেছন দিকের যত জল সব আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে, আর সামনের যত নদী যত ঝরনা সব শেষ পর্যন্ত গিয়ে মিশেছে প্রশান্ত মহাসাগরে।

নতুন বল পেয়ে ওরা গিরিসঙ্কটের অপর দিক দিয়ে দ্রুত নেমে যেতে লাগল। এক মাইল না যেতেই একটা কলস্বনা নদীর দেখা মিলল। এই নদীই বোধহয় লেম্‌হি, সাকাজাউইয়া যার কথা বলছিল। শিলা পাথর ভেদ করে ফেনিল নদী সবেগে বয়ে চলেছে। হাঁটু পেতে বসে লুইস জল পান করলেন। সেই শীতল জলে লুইসের ক্লান্তি দূর হল। ডায়েরিতে লিখলেন, 'প্রথম আমিই মহানদী কলম্বিয়ার জল পান করলাম।'

এই সমস্ত বরফের নদীই অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত বড় নদী অরেগনের সঙ্গে মিশেছে,—যে কলম্বিয়া নদী আবার পশ্চিম সমুদ্রে এসে শেষ হয়েছে।

গিরিপথ ধীরে ধীরে নিম্নমুখী হয়েছে। দ্রুত এগিয়ে চলল সবাই। মাঠের ঘাসের মধ্যে একটু সুতোর মত সরু রেখার প্রতি অর্ডওয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এ হল একটা পথ,—কিন্তু এত সিধে পথে তো হরিণ চলে না! এ পথ রেড-ইণ্ডিয়ানদের পায়ে-চলা পথ। লুইস তখন প্রায় দৌড়তে দৌড়তে চলেছেন, তাঁর সঙ্গে সমান গতি রাখতে গিয়ে সবাই হাঁপিয়ে উঠছে।

ড্রু ইলার্ড ছিল জঙ্গলের মানুষ; হঠাৎ ওদের থামিয়ে কানে হাত দিয়ে যে শুনতে লাগল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ঘোড়ার খুর! অনেক ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছি!' ওর কথায় সবার উত্তেজনা বহুগুণে বর্ধিত হল।

পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে ওরা এগিয়ে চলল—অস্তগামী সূর্যের দিকে। পার্বত্য অঞ্চলের একটা দীর্ঘ গ্রীষ্মের দিন শেষ হল। লেম্‌হি গিরিপথের বিস্তীর্ণ এলাকা অতিক্রম করে গুঁড়ি মেরে ছায়া এগিয়ে

আসছে। অনেক নিচে উপত্যকার ওপরে সন্ধ্যার বাতাস জমা হচ্ছে, বুনো ফুলের দল সানন্দে দোল খেয়ে চলেছে। ওরা যেন পৃথিবীর ছাদে উঠে এসেছে।

শ্বেতাঙ্গ চারজনের সামনের দিকে কয়েক শো গজ উঁচুতে চল্লিশ জন ইণ্ডিয়ান ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। যুদ্ধের টুপিতে তাদের খুব উজ্জ্বল রঙের দেখাচ্ছে। ঘোড়ার চলার তালে তালে দুলে দুলে উঠছে তাদের মাথার পালকগুলো। সবার সামনে সর্দার,—তার হাতে উদ্যত বর্শা। ওর সঙ্গীদের সঙ্গে তীর আর ধনুক। সর্দারের ঘোড়া অস্থিরভাবে মাটিতে পা ঠুকছে। ঘোড়াটা রং করা,—বাদামি রঙের ওপর লাল রঙের ছোপ।

শোশোন!



সাত

শেষ পর্যন্ত টাট্টু ঘোড়া মিলল

সমস্ত অভিযানটার ভাগ্য এখন একটা সুতোয় ঝুলে রয়েছে।

উত্তর আমেরিকার যাকে ছাদ বলা যায়, চারজন শ্বেতাঙ্গ সেখানে দাঁড়িয়ে ষাটজন শোশোনের সম্মুখীন হল যারা জীবনে কখনো রেড-ইণ্ডিয়ান ছাড়া অন্য কোন মানুষ দেখে নি। অর্ডওয়ে, ড্রুইলার্ড আর ম্যাকনীলকে লুইস তাঁর পেছনে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলেন, তারপর রাইফেলটা মাটিতে ফেলে আমেরিকার পতাকাটা তুলে নিলেন। আলপাইন ফার গাছের একটা সরু ডালে পতাকাটা বাঁধা ছিল।

ম্যাকনীল একবার রাইফেলটা কাঁধে তুলতেই লুইস ক্রুদ্ধ হয়ে তক্ষুণি তাকে নামিয়ে রাখতে হুকুম করলেন। রুক্ষস্বরে বললেন, 'অসংখ্য মানুষের বিরুদ্ধে আমরা চারজন মাত্র: এদের সঙ্গে যদি আমরা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারি তাহলে আর জীবন্ত ফিরে যেতে পারব না।'

রেড-ইণ্ডিয়ানরা যেখানে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পতাকাটা দোলাতে দোলাতে লুইস ধীরপদে সেদিকে অগ্রসর হলেন। একজন

রেড-ইণ্ডিয়ানও ওদের দল থেকে এগিয়ে এল। এ হল ক্যামিয়া-ওয়েট, শোশোনদের সর্দার। লুইসের মত তারও বয়স অল্প। বাটারকাপ আর ইণ্ডিয়ান পেণ্টব্রাশএ সমাচ্ছন্ন মাঠের মাঝামাঝি ওদের দেখা হল। টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বসে সর্দার যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারির দিকে তাকাল।

এমন দিন ভবিষ্যতে আসবে যখন আমেরিকা নীল-পোশাক-পরা কত অশ্বারোহী বাহিন এই পশ্চিম অঞ্চলে পাঠাতে থাকবে, সারে সারে কত ঢাকা-দেওয়া মালবাহী গাড়ি আসবে আর শেষ পর্যন্ত রেল গাড়ি চলবার জন্যে পাতা হবে রেলের লাইন; কিন্তু সেইসব অনাগত বিরাট অভিযানের সমস্তটাই তখন নির্ভর করছিল ছেঁড়া হরিণ-চামড়ার পোশাক পরা এক ব্যক্তির ওপর,—রং বেরঙের ছোপ-ছিটোনো এক টাট্টু ঘোড়ার আরোহীর সম্মুখীন সে।

লুইস জানতেন, দূরবর্তী এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ রেড-ইণ্ডিয়ানরা শোশোনদের আক্রমণ ও লুঠ করে আসছে। ঠিক এইভাবেই সাকাজাউইয়া চুরি গিয়েছিল ও ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রীত হয়েছিল। সুতরাং ওদের যদি এমন ধারণা হয় যে লুইস তেমনি কোন রেড-ইণ্ডিয়ান দলের লোক, তাহলে সর্দারের বল্লম বক্ষে ধারণ করে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। ওরা কি তাঁকে শ্বেতাঙ্গ বলে চিনতে পেরেছে? রোদে, জলে তাঁর মুখের যে পোড়া রঙ হয়েছে, কোন রেড-ইণ্ডিয়ানের মুখও তার চেয়ে কালো নয়।

হঠাৎ লুইস ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এইজন্যে যে, মশা মাছির উৎপাতের ভয়ে তিনি তখনও হরিণ-চামড়ার পোশাকটা পরে ছিলেন, কারণ এই পার্বত্য অঞ্চলে যেখানেই জল জমেছে সেখানেই মশা মাছির দল মেঘের মত ভিড় করে উড়ে বেড়াচ্ছে দেখা গেছে। হাতের আস্তিন গুটিয়ে নিলেন লুইস, তারপর হাত তুলে বাহুর সাদা চামড়াটার প্রতি সর্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাকাজাউইয়ার শেখানো কথাগুলো বার বার উচ্চারণ করলেন,—যার মানে, 'সাদা মানুষ' :

'তাব্বা বোন। তাব্বা বোন।'

আগন্তুকের সাদা চামড়া দেখে রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা গেল। সর্দারের মুখেও মৃদু হাসি ফুটে উঠল। টাট্টুর পিঠ থেকে নেমে বর্শাটা মাটিতে নামিয়ে রাখল সে। বললে,

'আহ্ হি এ, আহ্ হি এ।'

কথাটার মানে, 'বেশ, খুশি হলাম,'—যদিও এ কথার মানে লুইসের তখন জানা ছিল না। কিন্তু এর পর সর্দার যা করলে তাতে আর তার মনোভাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। ক্যাপ্টেনকে আলিঙ্গন করলে সে, দু-জনের গাল একত্র হল আর তার ফলে সর্দারের মুখের খানিকটা রঙ লুইসের মুখে লেগে গেল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন দু-জনে। লুইস পরে বলেছিলেন যে অর্ডওয়ে ড্রুইলার্ড আর ম্যাকলীনের স্বস্তির নিশ্বাস সেই একশো পা দূর থেকেও তাঁর কানে এসে পৌঁছেছিল।

বছরের এ সময়টায় শিকার মেলে কম। শোশোনরা ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে যে তাদের খিদে পেয়েছে। বনপথে অভিজ্ঞ, অব্যর্থলক্ষ্য ড্রুইলার্ড দুটো হরিণ শিকার করল। অত্যন্ত লোভীর মত ওরা মাংসটা খেয়ে ফেললে,—শ্বেতাঙ্গদের অদ্ভুত জাদুবিদ্যার কথা সবার মুখে-মুখে।

লেম্‌হি গিরিপথ ছেড়ে লুইস আবার জেফারসন নদীর ধারে দলের বাকি সকলে যেখানে আছে সেদিকে চললেন। ক্যামিয়াওয়েটের শক্ত টাট্টুর পিঠে তার পেছনে বসে চললেন লুইস। ওভাবে ঘোড়ায় চড়া একটুও আরামদায়ক না হলেও চমৎকার ঘোড়াটার কথা ভেবে লুইস খুশি হয়ে উঠলেন। এমন একটা ঘোড়া ওঁদের অনেক মালপত্র পাহাড় ডিঙিয়ে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

অশ্বারোহীর দল দৃষ্টিগোচর হতেই শিবিরে তুমুল আনন্দধ্বনি উঠল। ক্লার্কের দলে স্যাননই সব-প্রথম ওদের দেখতে পেয়েছিল, সে চেঁচিয়ে উঠল—'হুর্‌রে। হুর্‌রে। ঐ ওরা আসছে।'

আরও অনেক আনন্দোচ্ছাস জাগল যখন কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাকাজাউইয়া এসে দু-হাতে ক্যামিয়াওয়েটকে জড়িয়ে ধরলে। সর্দারের বহুদিন-আগে-হারিয়ে-যাওয়া বোন সে। এই আনন্দোচ্ছাসে একটু ভাঁটা পড়ল যখন সাকাজাউইয়া শুনল যে তাদের আত্মীয়-স্বজন সবাই মারা গেছে,—কেউ দুর্ভিক্ষে, কেউ-বা তৃণভূমি অঞ্চলের ভয়ঙ্কর রেড-ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণে।

তাঁবুর আগুনের ধারে এবার এক মহতী সভা বসল। ক্লার্কের লাল চুল থেকে সর্দার তার চোখ ফেরাতে পারছিল না। ছটা ছোট ছোট সাদা ঝিনুক সে সেই চুলে আটকে দিলে। প্রথম সুযোগেই ক্লার্ক ঝিনুকগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। তাঁর হাত কেঁপে উঠল। ঝিনুকগুলো ফাঁপা, ঢেউ-খোলানো—নদী থেকে পাওয়া ঝিনুক এ কক্ষণো নয়,—সমুদ্রের তীর থেকে সংগ্রহ করা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এমন কোন উপজাতির সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে এগুলো পাওয়া গিয়েছে যাদের বাস সমুদ্রতীরে। অভিযান তো তাহলে ঠিক পথেই চলেছে।

দোভাষীর মারফত ক্লার্ক ক্যামিয়াওয়েটকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ঝিনুকগুলো কোথা থেকে এসেছে?'

এ কথার সিধে উত্তর সর্দার দিল না, তবে বললে, 'বয়সকালে এক যোদ্ধার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সে হল নেজ পের্সি উপজাতির লোক। তার কাছে সেই বড় নদীর কথা শুনেছিলাম। সে নদী সূর্যাস্তের দিকে অনেক দূরে বয়ে গেছে আর শেষ পর্যন্ত একটা মস্ত হ্রদে গিয়ে মিশেছে যার জল নোনা আর খেতে বিস্বাদ।'

সমুদ্রের নোনা জল ছাড়া আর হ্রদ বলতে সে কী বোঝাতে পারে!

গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হবার জন্যে এত উৎসুক লুইস আর ক্লার্ক আর কখনো হন নি। কিন্তু ওদের মূল্যবান ঘোড়ার বিনিময়ে শোশোনরা অত্যন্ত বেশি দাম হাঁকতে শুরু করল। ক্যামিয়াওয়েটের চাই শুধু বন্দুক। বন্দুক পেলে সে সমস্ত আক্রমণকারীদের



হঠিয়ে দিতে পারবে। সূর্যের আলোয় আর চাঁদের পথে যত উপজাতি আছে তাদের সবার ওপর তাহলে সে প্রভুত্ব করতে পারবে—সমস্ত সর্দারদের মধ্যে সে হবে সবচেয়ে শক্তিশালী।

কিন্তু ওর এই সুখস্বপ্ন ফাঁসিয়ে দিলেন লুইস। বললেন, তেমন বেশি বন্দুক তাঁদের নেই যে ওদের দেওয়া যেতে পারে। বন্দুক না হলে শ্বেতাঙ্গরা খাবে কী? কিন্তু কত শত মেডেল, চমৎকার চমৎকার কত পোশাক, কত রত্ন তাঁরা তাদের জন্যে এনেছেন,—ঘোড়ার বিনিময়ে এ সমস্তই তারা পাবে। সাকাজাউইয়া আর শারবন্নুর মারফত লুইস ওদের বললেন, 'আমরা দেশে ফিরে গেলে পর আরও অনেক শ্বেতাঙ্গ এ দেশে আসবে। তারা আসবে বাণিজ্য করতে—শ্বেতাঙ্গদের মহান পিতা শোশোনদের রক্ষার ভার নেবেন। তারপর বছরের পর বছর, চিরটা কাল ধরে তাদের সঙ্গে শোশোনদের বাণিজ্য চলবে—যতদিন পাহাড়ে ঘাস দেখা দেবে ততদিন।'

বারোটা বেশ মজবুত টাট্টু ঘোড়া ক্যামিয়াওয়েট অভিযানের জন্যে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলোয় মাল তোলা শুরু হল। ডোঙা-গুলোকে পাথরে ভরে জেফারসনের অল্প জলে ডুবিয়ে রাখা হল, কারণ নদীতীরের কুয়াসা, তুষার-ধ্বসা আর দাবানলের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে জলের তলাই সবচেয়ে নিরাপদ। আর যাই হোক, আবার তো সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যেতে হবে!

পাহাড়ে পথ দেখাবার জন্যে একজন লোলচর্ম বৃদ্ধকে ক্যামিয়া-ওয়েট ওদের সঙ্গে দিলে। তার নামটা খুব বড়, আর তার উচ্চারণ আর বানান খুব কঠিন হওয়ায় ক্লার্ক সঙ্গে সঙ্গে তার নাম রাখলেন, 'টোবি বুড়ো'।

পথপ্রদর্শককে সামনে রেখে পশ্চিমমুখো হয়ে আবার তারা লেম্‌হি গিরিপথ অতিক্রম করল। একেবারে শেষ মুহূর্তে সাকাজাউইয়া ঠিক করল, তার আপনার লোকদের সঙ্গে না ফিরে সে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গেই যাবে। তার বিশেষ বন্ধু ক্যাপ্টেন ক্লার্ককে সে বললে, 'আর আমি

কখনো রেড-ইণ্ডিয়ান হব না,—শ্বেতাঙ্গরাই এখন থেকে আমার আপনার জন। আমার ছেলেকেও হয়ত আমি শ্বেতাঙ্গদের মত করেই মানুষ করে তুলব।'

টোবি বুড়ো যা বললে তাতে উৎসাহ পাওয়া গেল না। শোশোনরা যতদূর পর্যন্ত ঘোরাফেরা করেছে, পাহাড় অঞ্চল তা ছাড়িয়ে আরও অনেক বিস্তৃত। এ হল স-টুথ আর বিটাররুট পর্বতশ্রেণী, লুইস ও ক্লার্ক যদিও মনে করেছিলেন এগুলোও রকি পর্বতশ্রেণীরই শাখাবিশেষ।

একটা নদী দেখা গেল যেটা এক মাইল গভীর একটা গিরি-খাতের মধ্যে দিয়ে ফেনিল জলরাশি নিয়ে ধেয়ে চলেছে। গোলাপি রঙের স্যামন মাছ ওরা নদীর ধারে বসে খেল, আর নদীটার নাম রাখল স্যামন নদী। এ পথ যে চলার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, এ বিষয়ে সবাই একমত হল। সুদীর্ঘ গিরিখাত তাদের চোখের সামনে বিস্তৃত—ক্রুদ্ধ জলরাশির ওপর থেকে উঁচু পাথর দেয়ালের মত খাড়া ওঠে গেছে।

'পথিকের বিশ্রাম-শিবির' বলে তারা যে জায়গাটার নাম দিয়েছিল সেখানে এসে আবার তারা নতুন করে গোছগাছ করে নিল। ভেবে দেখতে হবে এবার কী করা যেতে পারে। পাহাড়গুলোর মধ্য দিয়ে কোন পথ আছে বলে মনে হল না। অথচ দেরি করার সময় তাদের নেই, কারণ ইতিমধ্যেই একদিন সকালে দেখা গেল, মাটিতে অল্প অল্প তুষার ছড়িয়ে রয়েছে। অনেকের ইচ্ছে, আরেকটা শীত যতদিন না চলে যায় ততদিন এই সুন্দর প্রান্তরে কাটিয়ে দেওয়া। পাইন কাঠ যা আছে একটা দুর্গ তাতে সহজেই বানিয়ে নেওয়া যায়। নদীতেও মাছ ঠাসা। লুইস কিন্তু এক ধমক লাগালেন। বললেন, 'মিঃ জেফারসনের নির্দেশ-মত আমরা চলেছি,—সেই নির্দেশ আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালন করতে হবে।'

টোবি বুড়ো এবার একটা সুদূর শৈলশ্রেণী দেখিয়ে দিলে।

শৈলশ্রেণীটা মনে হল অনেকগুলো ভয়ঙ্কর গিরিসঙ্কটে ভাগ হয়ে আছে। টেলিস্কোপ দিয়ে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন লুইস, তারপর কোন মন্তব্য না করে সেটা একজনকে দিয়ে দিতেই সেটা উন্মুখ সঙ্গীদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল।

অর্ডওয়ের হাতে আসতে একবার দেখে নিয়ে সে বললে, 'না ক্যাপ্টেন, এ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করা মানুষের কর্ম নয়।'

উত্তরে লুইস শুধু বললেন, 'সার্জেণ্ট, চৌত্রিশ জন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক আর একটি শিশু আগামী পরশু ঐ গিরিসঙ্কট অভিমুখে যাত্রা করছে।'



আট

লোলোর পথে বুভুক্ষা

পাহাড়ের পিচ্ছিল পাথরের ওপর দিয়ে চলতে চলতে একটা টাট্টু-ঘোড়া হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। বৃষ্টি পড়ছে—ঠাণ্ডা, সমস্ত-ভিজিয়ে-দেওয়া বৃষ্টি। দড়ি ধরে ঘোড়াটাকে যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে ঘোড়াটাকে সামলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু দড়িটা তার ভিজে হাতের ছাল ছাড়িয়ে ফস্কে গেল। তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করে ঘোড়াটা ডিগবাজি খেয়ে অন্ধকার গহ্বরে পড়ে গেল।

গভীর গহ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেক নিচে থেকে একটা ভয়াবহ শব্দ ওদের কানে এল। ঘোড়াটার পিঠে ছিল ওদের কিছু শীতের পোশাক, আর ময়দার শেষ সঞ্চয়।

লুইস তো ভেবে পেলেন না ঐ ভয়ঙ্কর খাদের নিচে নেমে কী ভাবে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি উদ্ধার করবেন। বললেন, ‘জামাকাপড় আর খাবার-দাবার উদ্ধার করে যেটুকু সাশ্রয় হবে তার জন্যে অতটা শক্তি ও সময় ব্যয় করা পোষাবে না।’

লুইসের আশঙ্কা সত্যে পরিণত করতেই যেন বৃষ্টিটা নরম তুষার-

পাতে পরিণত হল। এই তুষার জুতোর তলা ভেদ করল, ঘোড়াগুলোর পায়ের খুরে ঠাণ্ডা ধরিয়ে দিল। তুষারের অন্ধ-করা আবরণ ভেদ করে দৃষ্টি চালাতে গিয়ে টোবি বুড়ো কতবার বিপজ্জনকভাবে সেই সঙ্কীর্ণ খাদের একেবারে ধারে গিয়ে পড়ল।

শোশোনরা জানিয়ে দিয়েছিল যে শিকারের সময় এ নয়। আরো বিশেষ করে এই ঝড়ের রাজ্যে—এল্ক আর মিউল-ডিয়ারের সেরা চারণভূমি থেকে অনেক উঁচুতে। একটু নিচে নেমে ড্রুইলার্ড আর ইয়র্ক শিকারের সন্ধানে ফিরল, কিন্তু কোন শিকারেরই দেখা মিলল না। শীতের আভাস পেতেই জন্তুরা এই উচ্চ চারণভূমি থেকে নেমে গিয়েছে। আরও বিপদের কথা, ঘাসও যা ছিল তাও অতি অল্প, এবং ভারি মালের চাপে ঘোড়াগুলো ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

ক্রমে ওদের খাবারের শেষ বস্তাও শেষ হল, খালি থলিটা লুইস ভাঁজ করে রাখলেন। অর্ডওয়ের রেশন-করা এই খাদ্য ওদের সেণ্ট লুই থেকে এত দূর পর্যন্ত চলে আসছিল। 'এখন থেকে আমরা, যাকে বলে সত্যিকারের দেশ-ছাড়া হয়ে পড়লাম।' বললেন লুইস।

কিন্তু খাবার ও-অঞ্চলে কিছুই মিলল না। মিসুরির তীরে বসে কত সুন্দর সুন্দর খাবার ওরা খেয়েছিল, এই খিদের দিনে ওদের সে-সব কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, দিনে একটা করে আস্ত মোষ ওরা খেয়ে শেষ করেছে।

'হায় রে!' বিষণ্ণভাবে পটস্ বলে উঠল, 'কী লজ্জাই হয় যখন ভাবি যে এমন কত হাড় আমি ফেলে দিয়েছি যাতে অনেকটা করে মাংস লেগে ছিল! আজ যদি সেগুলো পেতাম তো সমস্ত খেয়ে ফেলতাম,—হাড়-টাড় কিচ্ছু বাদ যেত না!'

অমন গোলগাল পটস্‌কে এখন প্রায় চেনাই যায় না। ওর হরিণ-চামড়ার পোশাক এমন আলগা হয়ে গিয়েছিল যে ওকে সুতো দিয়ে কোমর বাঁধতে হচ্ছিল।

সে রাত্রে খাবার জুটল কেবল একরকম কুল। ঝোপের মধ্যে

ঢুকে এই জলভরা কুল তুলতে তুলতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট হল। অথচ এতে ওদের কিছুমাত্র পুষ্টিসাধন হল না। এই খেয়েই ভিজে বিছানায় শুয়ে পড়তে হল,—খিদে যেন বরং বেড়েই গেছে আগের চেয়ে। শরীর শুকিয়ে মুখের চামড়া টান টান হয়ে গেছে,—অনেককে দেখে মনে হয়, যেন কতকগুলো হাড় শুধু চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

একটা ঘুড়ীর বাচ্চা হতে তার মাংসে ওদের পঁয়ত্রিশ জনের সামান্য আহার্য জুটল। লুইস অবশ্য স্বীকার করলেন যে ওটাকে মেরে তাঁর বড় বিশ্রী লাগছে। তার পরেই আবার বললেন, 'কিন্তু যেমন করে হোক আমাদের বেঁচে থাকতে তো হবে। এটুকু অন্তত আমাদের দেশ আমাদের কাছে আশা করে।'

সেই 'কিল্ড কোল্ট' (ঘোড়া-মারা) খাদে ছিপ ফেলা হল, কিন্তু কয়েকটা ক্র-ফিশ ছাড়া আর কিছুই ধরা গেল না। খোসা ছাড়িয়ে যা রইল তাতে মাত্র কয়েক গ্রাস মাংস হবে। লুইস বললেন, 'যারা সবচেয়ে দুর্বল, এ খাবার তাদেরই দেওয়া হোক। এমন একজন হল ব্র্যাটন—ইনফ্লুয়েঞ্জায় আর কষ্টকর কাশিতে ভুগছিল।

ব্র্যাটনকে সেরে ওঠার সুযোগ দিতে হলে, লুইস জানতেন, তাঁদের যাত্রা স্থগিত রাখতে হবে; কিন্তু তবু তিনি তাকে বললেন, 'এই হতভাগা পাহাড় আর শৈলশিরা পেরোতে না পারলে সকলকেই না খেয়ে মরতে হবে। পারবে তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে?'

কাশির ধমকের ফাঁকে অসুস্থ ব্র্যাটন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। একটা পাটল রঙের টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে লুইস চলছিলেন, ব্র্যাটনকে সেই ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে তিনি নিজে দড়ি ধরে চললেন। অনেকের সন্দেহ হল, ক্যাপ্টেন তাঁর নিজের আহার্য থেকে খানিকটা করে সরিয়ে সকলের অবিভক্ত খাবারের মধ্যে রেখে দিচ্ছেন। কী খেয়ে এই লৌহ-মানব এমন পায়ে হেঁটে চলেছে?

ড্রুইলার্ড সেদিন তিনটে ফেজাণ্ট পাখি মারল, আর অর্ডওয়ে

একটা ম্যালার্ড হাঁস। মাংসে স্বাদ ছিল বটে, কিন্তু সকলের পাতে তা পড়তে পায় নি। লুইস আর ক্লার্ক তাঁদের ভাগ থেকে অস্থি-চর্মসার স্ক্যাননকে কিছু কিছু দিলেন।

'কুকুরটাকে খেলে কেমন হয়!' কে একজন বলে উঠল—চোখে তার ক্ষুধার্ত দৃষ্টি।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সেন্ট লুইয়ে বারো ডলার দিয়ে স্ক্যাননকে কেনা হয়। তাহলেও কুকুরটা লুইসের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিল। প্রস্তাবটা যে করল, ভ্রূকুটি-কুটিল ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে সেই সৈনিকের দিকে লুইস তাকালেন। বললেন, 'আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে!' আর কখনো কেউ এ প্রস্তাব তোলে নি।

পরদিন রাত্রে এক ক্ষুধার্ত টিম্বার নেকড়ে শিকারের অভাবে মরিয়া হয়ে এক ঘুমন্ত অভিযাত্রীকে কামড়াতে এসে আগুনের অস্পষ্ট আভায় ড্রুইলার্ডের গুলিতে মারা পড়ল। মাংসটা শক্ত আর ছিবড়ে-ছিবড়ে হলেও সেদিন ওদের খাওয়াটা তবু জমেছিল ভাল।

কিন্তু এ তো মাত্র কয়েক মাইলের মত রসদ হল। গাছের গুঁড়ি পড়ে পড়ে পথ বন্ধ হয়েছিল, কখনো কখনো সেগুলো সরিয়ে তবেই ঘোড়ার চলার পথ পরিষ্কার করতে হচ্ছিল। ঘোড়াগুলো খুব ধীর স্থির, কিন্তু আর তাদের বিশেষ শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। মাঝে মাঝে যখন কোন ঝোপ ঝাড় মিলছিল তখন সেইখানেই তারা চরতে বাধ্য হচ্ছিল। এ খাবার তাদের পক্ষে নিতান্ত অপর্যাপ্ত; এমন চারণভূমি তাদের দরকার যেখানে ঘাস ওদের পেট পর্যন্ত উঁচু হয়ে ওদের সুড়-সুড়ি দিতে থাকবে।

কতবার লুইসের মনে হয়েছিল যে সেই দুর্গম শৈলশিরা বুঝি আর পার হওয়া তাঁদের ভাগ্যে ঘটবে না। কিন্তু টোবি বুড়োর নির্দেশে নিচের দিকে তাকাতে দেখা গেল, ক্লিয়ারওয়াটার নদীর লক্‌সা ফর্ক জলপ্রপাতের মত সশব্দে নেমে আসছে। সেই খাড়াই বেয়ে নিচে নামবার কোন পথ নেই। নদীর তীব্র স্রোতের মধ্যেও চলা

অসম্ভব। শৈলশিরার ওপর দিয়েই তারা পর্যায়ক্রমে ঝড়ে-উপড়ে-পড়া গাছের ডাল কেটে কেটে অগ্রসর হল।

যে রাত্রে ওদের আহার সবচেয়ে কম জুটল, সেদিন ওরা শুধু পেল খানিকটা দুর্গন্ধ ভাল্লুকের তেল, আর গোটা-কুড়ি মোমবাতি গালিয়ে যেটুকু চর্বি পাওয়া গেল তাই। অনেকেরই এ খাবার গলা দিয়ে নামছিল না, কিন্তু লুইস তাদের জোর করে খাওয়ালেন। বললেন, 'এ খেলে হয়ত তোমরা মারা পড়তে পার, কিন্তু না খেলে যে মারা পড়বেই তাতে সন্দেহমাত্র নেই।'

সাকাজাউইয়া, তার গাল গলা বসে গর্ত হয়ে গেছে, কথাটা অনুবাদ করে টোবি বুড়োকে বোঝালো। গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে সায় দিল টোবি বুড়ো, বললে, 'শ্বেতাঙ্গ-সর্দার ঠিক কথাই বলেছে।' চর্বির পাত্রটা তার দিকে দিতে সাগ্রহে সে আর-একবার তা পাতে নিলে। লুইসের মনে হল ওর যেন এ ভালই লাগছে খেতে।

এদিকে মনে হল শেষ অবস্থা ঘনিয়ে আসছে। ক্লার্কের পাছায় মোচড় লেগেছে, লুইস টলতে টলতে চলেছেন। ব্র্যাটনও সেরে ওঠে নি, তার কাশির শব্দে এখনও রাত্রে কারুর ঘুম হয় না। ঘোড়া-গুলোও প্রায় মানুষ বহনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে—তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। অন্তত হাজার ফুট উঁচু একটা ঝুঁকে-পড়া পাহাড় ঘিরে সঙ্কীর্ণ জায়গা—সেখান দিয়ে এগোতে এগোতে মানুষের পায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পাও কাঁপছে। ঘোড়ার পিঠের মোটের ওপর জমাট বরফের আস্তরণ পড়েছে। এর পরে আবার তুষার-পাতের ফলে বিপদ আরও গুরুতর হয়ে উঠল।

পথ কিন্তু ক্রমেই নিচের দিকে চলেছে,—শেষ পর্যন্ত হয়ত এই পাহাড়ের কয়েদখানা থেকে ওরা মুক্তিলাভ করবে। প্রতি মাইলেই ওরা ক্রমশ নদীর নিকটবর্তী হচ্ছিল—যে নদী এক সময়ে ওদের থেকে কত নিচে ছিল। বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে টোবি বুড়ো সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল। দূরে প্রান্তর দেখা গেল—যেসব প্রান্তরে

টাট্টু ঘোড়ার পেট পর্যন্ত লম্বা লম্বা ঘাস গজায়। দুয়েকজন তো তা লক্ষ্য করে পাগলের মত ছুটতে শুরু করল।

ক্লিয়ারওয়াটার ক্রমেই চওড়া হয়ে উঠছে। খরতোয়া নদীর বা প্রপাতের শব্দ আর ওদের কানে আসছে না! নদী তখন প্রশস্ত, শান্ত। শৈলশিরার কুদর্শন গাছগুলোর বদলে দেখা যাচ্ছে রাজকীয় গাম্ভীর্যে ভরা পাইন গাছের রাশি। গাছগুলোর অমসৃণ কমলা রঙের ছাল দেখে কুমিরের খসখসে চামড়ার কথা মনে পড়ে। দূরে পশ্চিমে শুধু ছোট ছোট সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

রকি পর্বতমালা তারা অতিক্রম করে এসেছে। যে লুইস ক্লান্তি কাকে বলে জানতেন না, তিনিও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না, ক্লিয়ারওয়াটার নদীর ধারে কম্বল পেতে শুয়ে এক নাগাড়ে বারো ঘণ্টা ঘুমোলেন। এর পর যখন তিনি হাঁটতে চেষ্টা করলেন তাঁর মনে হল যেন পা দুটো ঝুলে ঝুলে পড়ছে—ফলে আবার তাঁকে বিছানায় ফিরে যেতে হল। বন্ধুভাবাপন্ন 'নেজ পের্সি' উপজাতিরা একরকম শেকড় এনে দিলে যার স্বাদ মিষ্টি আলুর মত, আর স্যামন মাছ,—তা থেকে যেন-তেল পুরু হয়ে ঝরছে। তাঁবুর আগুনে ঝলসে নিয়ে সেই মাছ তারা পেট পুরে খেলে। এতদিনের অনাহারের পর হঠাৎ এই গুরুভোজনের ফলে অনেকের সাঙ্ঘাতিক অসুখ করল। ক্লার্ক তাদের ডাক্তার রাশএর বড়ি খাইয়ে দিলেন।

লুইসের স্বাস্থ্য যতদিন না ভাল হচ্ছে ততদিন তারা পাইন গাছ কাটতে লাগল,—নৌকো আর বৈঠা তৈরি করতে হবে। কাঠে যথেষ্ট রস রয়েছে, ফলে এমন নৌকো তৈরি করা সম্ভব যার ভেতর দিয়ে জল ঢুকতে পারবে না। লম্বা লম্বা পাঁচটা নৌকো হলেই সঙ্গের সামান্য মালপত্র নিয়ে যাওয়া চলবে।

টোবি বুড়োকে অজস্র উপহার দেওয়া হবে ঠিক হল। লুইসের ইচ্ছে ছিল প্রেসিডেন্ট জেফারসনের একটা মেডেল ওকে দেওয়া হোক, যদিও এই মেডেলগুলো সাধারণত সর্দারদের জন্যেই রাখা

হয়েছিল। আর, বন্দুক তো সে একটা পাবেই। কিন্তু রাত্রিবেলা কখন টোবি বুড়ো নিঃশব্দে পালিয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখা যায় নি। নেজ পের্সি উপজাতির এক জেলে বললে সে যেন সেই বৃদ্ধকে দেখেছে—সেই ভয়ঙ্কর পার্বত্য পথ ধরে ফিরে চলেছে সে।

লুইসের দু-চোখ জলে ভরে উঠল। তাঁর নিশ্চিত ধারণা হল যে টোবি বুড়ো ঐ ঝড়-কাঁপানো দুস্তর প্রান্তর পার হতে পারবে না। নিশ্চয় ইতিমধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে রীতিমত তুষারপাত শুরু হয়ে গিয়েছে। লুইস একবার ভাবলেন এক নেজ পের্সি ঘোড়সওয়ারকে ওকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে পাঠাবেন, কিন্তু ক্লার্ক বললেন, আর হয় না, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। টোবি বুড়ো ভাববে তাকে ধরতে আসছে, যার ফলে সে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়বে।

তবু কিন্তু মনে হয় টোবি বুড়ো মরে নি, তার নিজের লোক শোশোনদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সে ফিরে গিয়েছিল। লুইস নামটা সে কোনমতেই উচ্চারণ করতে পারত না, বলত, 'লু লু'। এর কয়েক বছরের মধ্যেই শোশোনরা ঐ শৈলশিরা-পথের নাম দিয়েছিল, 'লো লো' পথ। টোবি বুড়ো লুইসকে লু লু বলত, সে ছাড়া আর কী করে এই নামটা আসতে পারে? অন্য কোন কারণ তো সম্ভব মনে হয় না।

এর সত্তর বছর পরে জনৈক সেনাধ্যক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে এই লো লো পথে গিয়েছিলেন। এই সেনাধ্যক্ষ গৃহযুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং ফেয়ার ওকস্-এর যুদ্ধে একটি হাত হারিয়েছিলেন। সামরিক দপ্তরের সামনে জেনারেল অলিভার ও. হাওয়ার্ড এই বিবৃতি দেন যে, সমস্ত উত্তর আমেরিকার মধ্যে এই লো লো পথই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও দুরতিক্রম্য।

অথচ এই পথই লুইস আর ক্লার্ক ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে পার হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কোন ম্যাপ বা চার্ট ছিল না, কেবলমাত্র টোবি বুড়োর তর্জনীসঙ্কেতই ছিল তাঁদের একমাত্র নির্ভর।



নয় সমুদ্র !

বছর দেড়েক আগে সেণ্ট লুই ছেড়ে আসবার পর এই প্রথম তারা নদী ধরে নিচের দিকে চলেছে।

এ এক অভিনব, আর বেশ হালকা অভিজ্ঞতা। পাঁচটা নৌকো পাল্লা দিয়ে চলেছে—ওদের এই গোঁয়ার্তুমি শেষ হল শেষ পর্যন্ত একটা ঘুর্নির মুখে পড়ে। সার্জেণ্ট গ্যাসএর পরিচালিত নৌকোটা হঠাৎ আয়ত্বের বাইরে গিয়ে পড়ল আর ফলে তাতে এত জল উঠল যে ডুবেই গেল সেটা। গ্যাস সাঁতার জানত না, ফলে ক্রুজাটকে জলে লাফিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করতে হল। দমের জন্যে আঁকপাঁক করতে করতে উঠে এল গ্যাস। অনেক মালপত্র নষ্ট হল, তার মধ্যে ছিল কিছু বারুদ, যা ওদের মোটেই নষ্ট করবার মত ছিল না।

'আর যদি আমাকে কখনো উত্তর আমেরিকা অভিযানে যেতে হয়,' এভাবে দেরি হওয়ায় বিরক্তিভরে থুথু ফেলে ক্লার্ক বললেন, 'তখন এমন সব সঙ্গী আমি নেব যারা সাঁতার কাটতে পারে!' এমনি ক্বচিৎ কখনো ক্যাপ্টেন ক্লার্ক রাগ সামলাতে পারতেন না।

'আগে এই অভিযানই শেষ হোক, বন্ধু,' 'বাঁকা মুখে লুইস তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, 'পরের অভিযানের প্রস্তুতি পরে করলেই চলবে!'

পাইন গাছের পিচ দিয়ে নৌকোকে জোড়াতালি দিয়ে আবার অভিযান শুরু হল। কিছুটা যেতেই দেখা গেল ক্লিয়ারওয়াটার অন্য একটা নদীর সঙ্গে মিশেছে—সে নদীটা এ নদীর দ্বিগুণ চওড়া। মেপে দেখা গেল, ১,২৪০ ফুট, প্রায় সিকি মাইলের মত। জলের রঙ আপেলের মত সবুজ, এ পর্যন্ত যত নদী ওরা দেখেছে এক মিসুরি ছাড়া যেকোন নদীর চেয়ে বেশি চওড়া। সঙ্গীর আপত্তি অগ্রাহ্য করে ক্লার্ক এর নাম রাখলেন, 'লুইস নদী'।

এ নামটা কিন্তু বেশি দিন টেকে নি। এ নদীর নাম এখন 'স্নেক' (সর্প) নদী—এর আঁকাবাঁকা গতির জন্যেও বটে, আর যে স্নেক রেড-ইণ্ডিয়ানরা এর তীরে বাস করত তাদের নাম থেকেও বটে। তবে, স্নেক নদীর তীরবর্তী ইডাহোর এক বিশাল বসতির নাম হয়েছে লুইস্টোন, আর তার অপর তীরের নাম হয়েছে ক্লার্কস্টন,—ওয়াশিংটন রাষ্ট্রের অন্তর্গত।

চওড়া নদীপথে সবেগে বেয়ে যেতে যেতে কিন্তু তখন ওয়াশিংটন বা ইডাহোর কথা ক্যাপ্টেনদের স্বপ্নেও মনে হয় নি। কোন্ দেশ এটা? লুইসিয়ানা অঞ্চল তো অনেক কাল পেছনে ফেলে আসা হয়েছে। এই নিঃসীম প্রান্তর কোন্ দেশের অন্তর্গত—যেখানে প্রতিটি পাহাড়ি জলপথের মুখে এক রাজার মুক্তিমূল্যের সমান সম্পদ বীভারের ফার থেকেই পাওয়া যায়?

এ কি স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, না আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত?

অভিযাত্রীরাই হয়ত তা সঠিক জানতে পারবে যখন শেষ পর্যন্ত তারা পশ্চিম সমুদ্রের তীরে গিয়ে পৌঁছবে। অর্থাৎ যদি তারা কোনদিন সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

বেশ কয়েক মাস পরে এই প্রথম তারা ভাল করে খাওয়া দাওয়া করল। অসংখ্য স্যামন মাছে নদী প্রাণচঞ্চল। অক্টোবরের সবে আরম্ভ। এই মাছের স্বভাব সম্বন্ধে লুইস আর ক্লার্কের কোন ধারণা ছিল না, তাঁরা জানতেন না যে নদী বেয়ে উজিয়ে গিয়ে এখন ওদের ডিম পাড়বার সময়। স্যামনের প্রাচুর্য দেখে অবাক হল সবাই। কয়েকটা মাছের ওজন প্রায় একশো পাউণ্ডের মত হবে। রেড-ইণ্ডিয়ানরা বলত স্যামনরা ডিম পাড়বার সময় যেখানে তাদের জন্ম সেখানে ফিরে যায়, যদিও কথাটা ঠিক বিশ্বাস করা কঠিন।

স্নেক নদীর তীরে ওদের যতগুলো তাঁবু পড়েছিল, রেড-ইণ্ডিয়ানরা সেই সব তাঁবুগুলোতেই আসত। গ্যাস আর টমসনের পুষ্ট দাড়ি বিস্ময় উদ্রেক করত তাদের। অন্য শ্বেতাঙ্গরা দাড়ি গোঁফ কামাত। লুইস, অর্ডওয়ে আর স্যানন রোজই তাদের খোলা খুর দিয়ে দাড়ি কামাতে চেষ্টা করত, কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই এ ক্রমশ কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠতে লাগল। কারণ খুরগুলো দেখা গেল হয় ভোঁতা হয়ে এসেছে, না হয় তো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে অভিযাত্রীদের নিকটতম প্রেসক্রিপশনের দোকান,—ওষুধের দোকানের তখনকার দিনে এই নাম ছিল—আর ওরা যেখানে ছিল এ দুইয়ের মধ্যে ছিল ৪,০০০ মাইলের ক্লান্তিকর দূরত্ব।

সাধারণ সৈনিক জন কলিনস্ একটুকরো নীল ফিতের বিনিময়ে এক নেজ পের্সি স্ত্রীলোকের কাছ থেকে এক বাণ্ডিল কামাসএর শেকড় পেল। এ হল কচুরিপানা জাতীয় একরকম চারা গাছের শেকড়। রেড-ইণ্ডিয়ানদের দৈনন্দিন আহার্যের অন্তর্গত। শেকড়-

গুলো সেদ্ধ করে কলিনস্ একরকম ক্বাথ তৈরি করল যেটা খেতে কতকটা বিয়ারের মত হল।

'পিটার্সবার্গ হলে,' বললে প্রায়র, 'এই জিনিসের পুরো এক ব্যারেলও যদি আমি নামমাত্র মূল্যে পেতাম তো কক্ষণো নিতাম না; কিন্তু এখানে, অন্তত মুখ বদলাবার জন্যেও একে সুস্বাগত জানাতে আমার আপত্তি নেই।'

কলিনস্‌এর তৈরি ক্বাথ, দাঁড়ের হাতলের মত মোটা মোটা ঝলসানো স্যামন আর তার সঙ্গে ধূমায়মান চা হল ওদের আহার্য। ক্রুজাট তার বেহালা বার করলে—এমন এক মহা ভোজের সঙ্গে সঙ্গীত দরকার বৈকি! গ্যাস যখন সৈন্যদলে ছিল, একদা জেনারেল ওয়াশিংটনের সই-করা কাগজে মাইনে নিয়েছিল। তার পরিচালনায় ওদের 'ইয়াঙ্কি ডুডুল' গান শুরু হল। গৃহবিধুর কয়েকজনের কণ্ঠ এই সমবেত সঙ্গীতে শরৎ আকাশে বিস্তার লাভ করল—সেই কোলাহলে একটা বক ভয় পেয়ে উড়ে পালালো।

একদল যাযাবর ইয়াকিমা মন দিয়ে ওদের এই গান শুনছিল। তাদের নিজেদেরও গান যে ছিল না তা নয়, কিন্তু বেহালা তারা কখনো শোনে নি। ক্রুজাটের বেহালায় দুটো মাত্র তার ছিল, তবু তার ঝঙ্কারে রেড-ইণ্ডিয়ানরা মুগ্ধ হয়ে গেল। ওদের ইচ্ছে ঐ সুরটা বারবার বাজানো হোক। সত্যি বলতে কি, ওদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা ইয়াঙ্কি ডুডুলের সুর একবার বেহালায় শোনার বিনিময়ে প্রচুর কামাস শেকড় দিয়ে দিতে প্রস্তুত। ওদের স্ত্রীলোকরা আবার সেই বাজনার তালে তালে খালি পা ফেলে ফেলে নাচ শুরু করল।

এর পর যখন অভিযাত্রীরা দক্ষিণবাহী একটা প্রকাণ্ড নদীর কাছে এসে পড়ল তখন অক্টোবরের মাঝামাঝি। নদীটা স্নেক নদীর দ্বিগুণ চওড়া,—স্নেক যেমন আবার ক্লিয়ারওয়াটারের দ্বিগুণ। আর এ নদী যে কত গভীর, তা কথায় বোঝানো যায় না,—ক্লার্ক তো গম্ভীরভাবে বললেন যে এমনকি মিসিসিপির চেয়েও এ গভীর বেশি।

এই নদীই নিশ্চয় সেই বড় নদী অরেগন যে নদী আবিষ্কারের স্বপ্ন আমেরিকানরা বৈপ্লবিক যুদ্ধের সময় থেকে দেখে আসছে। রবার্ট রোজার্স, সুবিখ্যাত রোজার্স রেঞ্জার্সের সংগঠক, বড় নদী অরেগনের কথায় লিখেছিলেন, 'যে নদী সুমেরু বলয়ের দক্ষিণের অনুর্বর জমির সমস্ত জল ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে বহন করে নিয়ে চলেছে।'

জেফারসনের ধারণা, এই নদীই নিশ্চয় কলম্বিয়া নদী। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে বোস্টনের এক জাহাজের ক্যাপ্টেন, রবার্ট গ্রে একটা প্রকাণ্ড নদী যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরে মিলিত হচ্ছে যেখানে, উত্তাল ঢেউগুলোর আওতার বাইরে তাঁর জাহাজ নোঙর করেছিলেন। অপটু হাতে তৈরি যে অসম্পূর্ণ চার্ট তাঁর ছিল তাতে এ নদীর উল্লেখ ছিল না; তাঁর জাহাজের নাম অনুসারে এ নদীর তিনি নামকরণ করেন, 'কলম্বিয়া'।

তথাকথিত 'বড় নদী অরেগন' যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে মিশে থাকে তাহলে এই নদীই যে কলম্বিয়া তাতে সন্দেহ নেই; লুইস আর ক্লার্ক এবার উত্তর আমেরিকার এই রহস্যের সমাধানের সম্মুখীন হয়েছেন।

নতুন নদীটা গিলে ফেলেছে স্নেক নদীকে,—মানুষ যেমন করে এক গ্লাস জল গিলে ফেলে ঠিক তেমনি করে। দুটো নদীর মিলিত জলস্রোত এবার ফুলতে ফুলতে পশ্চিমমুখো এগিয়ে চলেছে। নদীপথে এগোতে এগোতে কতবার ওরা নদীর সঙ্গে খাড়াই বেয়ে মাইলের পর মাইল সবেগে ধেয়ে চলল। পাইন কাঠের নৌকোগুলো যেমন ভারি আর বেয়াড়া ধরনের, তাতে আর তীর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; ফলে খুরধার নদীপথেই ওদের বাধ্য হয়ে এগিয়ে চলতে হল।

ক্রুজাট আর ড্রুইলার্ডের মত দু-জনকে দলে পেয়ে লুইসের আনন্দের সীমা রইল না। এই ফরাসী-ক্যানাডীয় দু-জনেই নদীর মানুষ, যেজন্যে ওরা নিজেদের জলপথের অভিযাত্রী বলে দাবি করত। নদী



যেখানে সগর্জনে আছড়ে পড়ে খড়ের গাদার মত বিরাট জলকণার স্তূপের সৃষ্টি করে চলেছে, এক ঘণ্টা ধরে ভাল করে পরীক্ষা করে তবে ক্রুজাট সেখানে নৌকো ছেড়েছে। নদীগর্ভের প্রতিটি পাথর, প্রতিটি বাধা তার মনে আঁকা হয়ে রয়েছে।

লুইস বললেন, 'পিটার, এই উন্মত্ত নদীপথে অগ্রবর্তী হওয়া কখনো কখনো হয়ত তোমার পছন্দ নাও হতে পারে। আমায় বোলো তখন। কারণ, সমস্ত ঝুঁকিটা একজনের ওপরেই পড়বে এটা ঠিক সুবিচার নয়।'

'ক্যাপ্টেন,' ক্রুজাট উত্তরে বললে, 'আমি পিটার ক্রুজাট, আপনি আমাকে অনেক অনুগ্রহ করলেন! কিন্তু কী যে আপনি বলেন! সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও আমি এমন সুযোগ ছাড়ব নাকি!'

সাকাজাউইয়াও ওদের অনেক কাজে এল। ওরা নৌকো থেকে তীরে নামতেই নদীতীরের মৎস্যাশী অধিবাসীরা কতবার বল্লম আর তীরধনুক নিয়ে আক্রমণোদ্যত হয়েছে, কিন্তু সাকাজাউইয়া আর তার বাচ্চাকে দেখে প্রতিবারেই তারা অস্ত্রসংবরণ করেছে। কারণ, সর্দাররা লুইসকে বুঝিয়ে বললে, এ অঞ্চলে কোন লড়ায়ে দলের সঙ্গেই স্ত্রীলোক থাকে না। সুতরাং সাকাজাউইয়া দলে থাকায় এই প্রমাণই হয় যে এ দল শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুভাবাপন্ন।

একদিন সকালে, প্রতিদিনের মত সেদিনও লুইস সবার আগে কম্বল ছেড়ে উঠেছেন। প্রচণ্ড শীত,—তাড়াতাড়ি জ্যাকেটটা পরবেন বলে যেখানে সেটা রেখেছিলেন গেলেন সেখানে। দেখলেন, রাত্রে নদীর জল এসে সেটাকে ভিজিয়ে দিয়েছে। ঘাবড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। নভেম্বর মাসে তো নদী ফুলে ওঠে না! হঠাৎ একটা কথা তাঁর মনে হল। জোয়ারের জল? তবে কি জোয়ারের জলেই নদী এমন বেড়ে উঠেছে?

কথাটা চেপে রাখলেন লুইস, এমনকি ক্লার্ককে পর্যন্ত বললেন না। এমন আশা তিনি সঙ্গীদের মধ্যে জাগাতে চান না যে আশা

মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু এখন থেকে তিনি আরও সতর্ক হয়ে উঠলেন। এই যে কুয়াসা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এর নতুন অর্থ তাঁর কাছে প্রতিভাত হল, কারণ প্রায়ই দেখা যায়, কুয়াসা সমুদ্র থেকেই এগিয়ে আসে। অনেকবার তাঁর মনে হল, কয়েকটা সিন্ধুশকুন যেন সাদা ডানা মেলে দূর ফার গাছের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে।

দিগন্তরাল রেখার দিকে তাকিয়ে নিভে-যাওয়া অগ্নিগিরি ওদের চোখে পড়ল। হিমবাহ আর তুষার প্রান্তরের যেন পোশাক পরেছে পাহাড়গুলো। বানানের ব্যাপারে অর্ডওয়েয়র কিছু সাহায্য নিয়ে ক্লার্ক তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন, 'পর্বতচূড়াগুলো যেন চিনি-মাখানো রুটি-টুকরোর মত।' যে পর্বতচূড়াগুলোর দিকে ওরা তাকিয়ে ছিল, আজ আমরা সেগুলোকে জানি রেনিয়ার, হুড আর সেণ্ট হেলেনস্ নামে। আকাশের সীমানায় মাথা তুলে পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে,—যে নির্জন দ্বীপে তাঁবু ফেলল অভিযাত্রীরা, অরেগনের অন্তর্গত সে স্থান,—আজকের পোর্টল্যাণ্ডের নিকটবর্তী। ঝলসানো গাছপালা দেখে মনে হল কবে বনে আগুন ধরে গিয়েছিল, যার ফলে এই অবস্থা।

এর ক-দিন পরে একদিন ভোরে লুইস অর্ডওয়েকে জাগালেন। বললেন ফিসফিস করে, 'অর্ডওয়ে, তুমি তো যুদ্ধে গোলন্দাজ বাহিনীতে ছিলে—মাটিতে কান পেতে শোন তো, কামানের শব্দ পাও কি না।'

স্যাঁতসেঁতে মাটিতে কান পাতল অর্ডওয়ে। চাপা গলায় বললে, 'কামানের শব্দ তো এত নিয়মিতভাবে আসে না ক্যাপ্টেন!'

স্থিরভাবে দু-জনে দু-জনের দিকে তাকালেন। একই চিন্তা দু-জনের মনে উদিত হল। সমুদ্র!

মুখে আঙুল দিয়ে ওকে সাবধান করে দিয়ে লুইস বললেন, 'একটি কথাও ওদের কাউকে নয়; কারণ আমাদের ধারণা যদি

মিথ্যা প্রমাণিত হয় তো সে বড় খারাপ হবে। এখন ওরা ভাবছে— আরও কতদিন ওদের এভাবে এগোতে হবে।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল অর্ডওয়ে।

সভ্য দেশ থেকে ওদের এই অভিযান কিছুদিনের মধ্যেই দু-বছরে পা দেবে। অনেক বিপদ, অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে ওদের এগোতে হয়েছে। সে কষ্টের শেষ এখনও হয় নি। তবুও গন্তব্যের চিন্তাই সর্বদা সবার আগে ওদের মনে উঠেছে। সে গন্তব্য হল উত্তর আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তের সমুদ্র—যে সমুদ্রতীরে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা তখন পর্যন্ত উত্তোলিত হয় নি।

এমন আশঙ্কাও ওদের অনেকের মনে হয়েছে যে এমন কোন সমুদ্রের অস্তিত্বই নেই,—অনেকে এমনকি এমন ইঙ্গিতও করেছে যে এবার ফেরার পথ ধরাই ভাল, কারণ এমন অবস্থাও তো হতে পারে যে ওদের সঙ্গের বারুদ ও বাণিজ্য-সম্ভার রেড-ইণ্ডিয়ান-অধ্যুসিত এই পথে আবার ফিরে আসার পক্ষে পর্যাপ্ত থাকবে না!

পোড়া গাছের দ্বীপ ছেড়ে সপ্তাহখানেক যেতে না যেতেই কুয়াসার পুরু চাদরে নদী ঢাকা পড়ল। পঞ্চম নৌকো থেকে প্রথম নৌকো প্রায় দেখা যায় না বললেই হয়। দিনটা ক্লান্তিকর; বাতাসে নুনের স্বাদ। যারা নদীর জল মুখে দিয়েছিল থু থু করে ফেলে দিলে— উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললে, 'নোনা!'

এতক্ষণে ওরা বুঝল যে ওদের পথ শেষ হয়ে এসেছে।

দুপুরের দিকে কুয়াসা একটু উঠে গিয়ে নদীর ধারে জমল। একটা লম্বা করিডরের ভেতর দিয়ে যেন ওদের নৌকো চলেছে। জলের প্রশান্তি ভেঙে কখনো কখনো স্যামন মাছের ভিজে, ধনুকের মত বাঁকানো পিঠ দেখা যাচ্ছে। বৈঠা তুলে নেওয়া হল, ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল নৌকোগুলো।

অন্তরীপ থেকে, মূল ভূখণ্ড থেকে কুয়াসা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে এল,—প্রকাণ্ড কোন রঙ্গমঞ্চের পর্দা উঠছে যেন। সেই কুয়াসার

ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোর রেখা দেখা দিচ্ছে। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে ওরা পশ্চিম দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো।

ঐ তো—চড়ার অপর পারে পশ্চিম সমুদ্র—সুনীল প্রশান্ত মহাসাগর! তীরে ঢেউ আছড়ে পড়ে সাদা সাদা জলকণায় অপূর্ব শোভা ধারণ করছে। বাতাসে ছিটকে আসছে জলের কণা। বড় বড় ঢেউয়ের পেছনে ছোট ছোট ঢেউ ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠছে।

সাতই নভেম্বর ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের পৃষ্ঠায় ক্লার্ক তাঁর নোটবুকে লিখলেন, 'সমুদ্র দেখা গেল! ওঃ, কী আনন্দ! সেই প্রশান্ত মহাসাগর আমাদের চোখের সামনে—যা দেখার আশায় আমরা এতকাল এত উন্মুখ হয়ে ছিলাম!'

এই হাসিখুশি লালচুলো ক্যাপ্টেনকে এত উত্তেজিত হতে এর আগে কখনো দেখা যায় নি।

ইতিহাসে এই প্রথম আমেরিকানরা তাদের মহাদেশ অতিক্রম করল—যে মহাদেশে তারা পরবর্তীকালে এক সমুদ্রতীর থেকে আর-এক সমুদ্রতীর পর্যন্ত বসতি গড়ে তুলবে।



দশ

প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে শীতকাল

সমুদ্রতীর বন্য, জনমানবহীন। তবু পথক্লান্ত অভিযাত্রীদের কাছে এ যেন গ্রীষ্মদেশের কোন দ্বীপের মত লোভনীয়। যে কাজে প্রেসিডেণ্ট জেফারসন ওদের পাঠিয়েছেন সে দায়িত্ব ওরা পালন করেছে। পটস্‌ চিরকালই খুব উৎসাহী,—আনন্দের আতিশয্যে সে মাটিতে চুমু খেল। বিজয়গর্বে বলে উঠল, 'এসেছি, আমরা এসে পৌঁছেছি!'

আর, এর চেয়েও যা বড় খবর, অন্য কোন শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশের কোন চিহ্ন আশেপাশে দেখা গেল না। প্রথম নৌকো থেকে লুইস যখন আমেরিকার সবচেয়ে বড় পতাকাটা নামিয়ে আনলেন, সমুদ্রের প্রবল হাওয়ায় সেই একটি পতাকাই পতপত করে লাগল। আশেপাশে আর এমন কোন পতাকা ছিল না যা এর সঙ্গে পাল্লা দেবে।

এর আগে যে দু-একটা জাহাজ এই নদীর মোহানায় নোঙর ফেলেছিল, এ খবর লুইস আর ক্লার্ক জানলেন যখন তাঁরা সমুদ্রতীরের

নিকটবর্তী রেড-ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে গেলেন। ক্ল্যাটসপ উপজাতির কয়েকজনের ঘরে ছিল রান্নার প্যান, মশলার পাত্র, তামার কেটলি আর নাবিকের পোশাক একটু আধটু। এর মানে এই যে রেড-ইণ্ডিয়ানরা জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে বাণিজ্য করেছিল,—হয়ত কলম্বিয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন গ্রে আর তাঁর নাবিকদের সঙ্গে কিংবা ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর জাহাজ 'এইচ. এম. এস. ডিস্‌কভারি'র ক্যাপ্টেন জর্জ ভ্যাঙ্কুভারের নাবিকদের সঙ্গে।

এসব অভিযাত্রীরা কিন্তু এসেছিল সমুদ্রপথে, এবং উপকূলে তারা বাসা করে নি। তারা এসেছে, আবার চলে গেছে—রেড-ইণ্ডিয়ান-দের কুটিরে যা দুয়েকটা জিনিস রেখে গেছে সেগুলোই তাদের এখানে আসার একমাত্র প্রমাণ।

মাইলের পর মাইল বালির তীর ধরে ঘোরার পর দুই ক্যাপ্টেনের নিশ্চিত ধারণা হল যে আমেরিকা মহাদেশের অভ্যন্তর থেকে তাঁদের আগে আর কোন শ্বেতকায় মানুষ কলম্বিয়া নদীর মোহানা পর্যন্ত এতদূর আসে নি। নদীর এই বৃক্ষবহুল তীরভূমিতে অনেক সন্ধান করা হল, কিন্তু কোন ব্রিটিশ কেল্লার সন্ধান মিলল না। কলম্বিয়ার এই বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর আমেরিকার দাবি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রইল না।

ক্লার্ক বললেন, 'ইংরেজ বন্ধুদের কাছে হয়ত এই পাহাড়ে পথ বেজায় দুর্গম মনে হয়েছে!'

সমস্ত ম্যাপ, ছবি, খড়ে ভরা জন্তুজানোয়ারের ছালগুলো সমস্ত নিয়ে এবার সুদূর যুক্তরাষ্ট্রের ফিরতি পথ ধরতে হবে। সবচেয়ে বড় বাণ্ডিলগুলোয় আছে হরেক রকমের জন্তুর খুর আর থাবা, শুকনো ফার্ন আর পাথর—যে পাথর দেখে মনে হয় তাতে খনিজ পদার্থের চিহ্ন রয়েছে। তা নাহলে কী ভাবে টমাস জেফারসন তাদের এই আবিষ্কারের প্রমাণ পাবেন?

সামনে শীত। প্রচণ্ড ঝড়ের সম্ভাবনা। নভেম্বরের পর থেকে,

কলম্বিয়া যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সেখানে, উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভের ওপার থেকে প্রবল ঝড়ের হাওয়া থেকে থেকে ভেসে আসছে।

শীতটা কাটাবার জন্যে নদীর কোন্ তীরে ওরা বাসা বাঁধবে—উত্তর তীরে না দক্ষিণ তীরে? ওদের বেয়াড়া ধরনের নৌকোয় করে ওরা নদীর খানিকটা এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে দেখে এল। যে উত্তাল উর্মিচূড়া সমুদ্র থেকে এগিয়ে আসছে তার ওপর দিয়ে এভাবে নৌকো চালানো এক বিপজ্জনক ব্যাপার। কলম্বিয়ার মোহানা হল চওড়ায় সাত মাইলের ওপর।

অনেকেই সমুদ্র-পীড়ায় ভুগল। 'তাঁবু কোথায় ফেললে ভাল হবে সে বিষয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই,' করুণ স্বরে বললে তরুণ জন কোলটার, যে এর আগে কখনো নোনা জল দেখে নি: 'শুকনো জায়গা দেখে যেখানে হোক একটা তাঁবু ফেলা হোক।'

রেড-ইণ্ডিয়ানরা লুইসকে বলেছিল যে উত্তর তীরে হরিণ বেশি পাওয়া যায়, দক্ষিণ তীরে এল্ক বেশি। হরিণের মাংস খেতে ভাল, কিন্তু এল্কএর চামড়া বেশি মজবুত আর টেকসই। ভাল খাবার যেমন ওদের দরকার, তেমনি দরকার নতুন পোশাকও। ওদের সমস্ত পোশাক একেবারে জীর্ণ হয়ে এসেছে। আর, তার চেয়েও যা মুস্কিল, ওদের একজনেরও এমন এক জোড়া জুতো নেই যা দিয়ে জল ওঠে না।

লুইস প্রস্তাব করলেন, 'এ বিষয়ে ভোট নেওয়া হোক।'

জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে মানুষের ভোটাধিকার থাকবে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে ১৫নং ধারার এই আইন গৃহীত হতে এর পরে লেগেছিল পঁয়ষট্টি বছর। ব্যাপারটা আরও উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল যখন আর সকলের মত বিশালকায় নিগ্রো ইয়র্ককেও একটা ভোটের ব্যালট কাগজ দেওয়া হল। ওর ভোটাধিকার থাকবে কি না এ নিয়ে কোন কথাই ওঠে নি। সাকাজাউইয়া পর্যন্ত এতে যোগদানে বাধা পেল না, এবং শারবন্নুর সাহায্য নিয়ে একটা ছোটখাট বক্তৃতা পর্যন্ত

সে দিল। বললে, 'দক্ষিণ তীরই ভাল। ওয়াপাটো দক্ষিণেই বেশি মেলে।'

'হুঁ, জেনির পক্ষে ভালই,' তাঁর নিজের দেওয়া আদরের নামে সাকাজাউইয়াকে বললেন ক্লার্ক। ওয়াপাটো হল এক ধরনের বুনো শেকড়, কতকটা আইরিশ আলুর মত তার গন্ধ।

দক্ষিণ তীর ভোট পেল অনেক বেশি। ফলে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে আমেরিকার এই প্রথম উপনিবেশ যেখানে বসল সেখানে পরবর্তীকালে অরেগন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,—কলম্বিয়ার অপর পারে যেখানে ওয়াশিংটন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে নয়।

ঢেউগুলো যেখানে ভেঙে পড়ছে তার ওপরে একটা উঁচু জমি বেছে নেওয়া হল। এরপর শুরু হল ফার আর সেডার কাঠ কাটা। দিনের পর দিন, যতক্ষণ সূর্যের আলো ততক্ষণ গাছে কুড়ুলের কোপ বসতে লাগল। এদিকে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে, ঝড়ের ঝাপটে মোষের চামড়ার তাঁবু উপড়ে যেতে লাগল, বিছানাপত্র ভিজে গেল। এর ফলে ক্ল্যাটসপ দুর্গ তৈরির কাজে আরও বেশি উৎসাহ দেখা দিল,—আশ্রয়ের জন্যে ছটফট করতে লাগল সবাই। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ওদের হাতের আর পায়ের গাঁটে গাঁটে বাত ধরে গেল। ব্র্যাটনের কাশি তখনও থামে নি, প্রায় সব সময়েই সে কেশে চলেছে—ডঃ রাশএর ওষুধে বিশেষ ফল হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। যক্ষ্মার আক্রমণেই হয়ত, ওর শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল।

দুর্গের ধারে একটা মস্ত ফার গাছের গুঁড়িতে ক্লার্ক সযত্নে তাঁদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খোদাই করে লিখলেন :

উইলিয়ম ক্লার্ক ৩রা ডিসেম্বর ১৮০৫

স্থলপথে যুক্তরাষ্ট্র থেকে

১৮০৪ আর ৫ খ্রীস্টাব্দে।

এ কথা মনে করে আজ আমরা বিস্মিত হই যে লুইস আর ক্লার্কের অভিযাত্রীরা মনে করত না যে তারা যেখানে গেছে সে দেশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। সেণ্ট লুই ছেড়ে আসার পর তারা ৪,১০০ মাইল পথ অতিক্রম করেছে। যুক্তরাষ্ট্রকে ওরা ঠিক অতটা দূরের দেশ বলেই মনে করত—নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডন যতটা দূরের, তার চেয়েও বেশি। অরেগনকে লুইস আর ক্লার্ক অন্য কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন। ওঁদের মনে কেবল এই আশা ছিল, এই প্রার্থনাই ছিল—যেন কালক্রমে তা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দেশে ফিরে যাওয়া আর কি ওদের পক্ষে সম্ভব হবে?

লুইস তাঁর নোটবুকে লিখলেন: 'আমাদের বাণিজ্য-সম্ভারের যা অবশিষ্ট আছে তা দুটো বড় রুমালে বেঁধে ফেলা যায়।'

রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে করতে ওদের বাণিজ্য-সম্ভার ক্রমেই কমে আসছিল। সামরিক পোশাকের বোতামের বিনিময়ে ওরা দুর্গ তৈরির কাজে মজুর লাগালো। তামাক যেটুকু উদ্বৃত্ত ছিল তাতে ক্রিসমাস দিবসে প্রত্যেকের একবার করে ধূমপান চলতে পারে। তার পরেই তাও শেষ হয়ে যাবে।

তীরবর্তী উপজাতিদের দরাজ হাতে উপহার দেওয়া লুইস নিষিদ্ধ করে দিলেন। মাছ আর গাছের শেকড় খাওয়া এই উপজাতিরা সংগ্রামপ্রিয় নয়। লুইস বললেন, 'বাণিজ্যসম্ভার যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটা আমাদের ফিরতি পথের জন্যে রাখতে হবে। সত্যিসত্যিই হয়ত শেষপর্যন্ত টানাটানি পড়তে পারে।'

লুইসের কথার তাৎপর্য বুঝতে কারুরই ভুল হল না। সেণ্ট লুইয়ের পথে পড়ে অসভ্য সিয়াউ আর ভয়ঙ্কর ব্ল্যাকফুটদের এলাকা। এইসব সংগ্রামপ্রিয় অশ্বারোহী উপজাতিদের এলাকা শান্তিপূর্ণভাবে অতিক্রম করতে হলে তার মূল্যস্বরূপ হয়ত প্রচুর উপহার-সামগ্রীর প্রয়োজন হবে।

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ওরা ক্ল্যাটসপ দুর্গে প্রবেশ করল। 'গরমে থাকা, শুকনো থাকা—ক্রিসমাসের উপহার আবার এর চেয়ে ভাল কী হতে পারে?' খুশিমুখে জিজ্ঞাসা করল জর্জ স্যানন,—নদীর মোহানার কাছে জলার ধারে মস্ত একটা এল্ক শিকার করে এইমাত্র সে তার উনবিংশতিতম জন্মদিবস পালন করেছে।

সবচেয়ে ভাল উপহার হল সাকাজাউইয়া যা দিয়েছে তার প্রিয়-পাত্র ক্যাপ্টেন ক্লার্ককে। তাঁর সামনে টেবিলের ওপর সাদা এরমিনের চব্বিশটা চামড়া সে স্তূপীকৃত করে রাখল। মান্দান দুর্গ থেকে সে এগুলো তার জিনিসপত্রের সঙ্গে এতটা পথ বহন করে এনেছে। 'ওঃ জেনি, কী চমৎকার উপহার!' বলে উঠলেন ক্লার্ক। নরম লোমে হাত দিয়ে দেখবার জন্যে সবাই ভিড় করে এল।

এল্কএর রোস্ট-করা মাংসে ওদের ভোজনপর্ব সমাধা হল। তামাকের যেটুকু উদ্বৃত্ত ছিল, বেশ আরাম করে সেটুকু নিঃশেষ করে ফেলা হল। জীর্ণ বেহালায় সুর তুলতে লাগল ক্রুজাট। পুরোনো জগতের ক্রিসমাস ক্যারল ওরা সুর করে গাইতে শুরু করল। বাচ্চা পম্পি পর্যন্ত জেগে উঠল,—প্রায় এক বছর বয়স হলেও এখনও সে তার মায়ের পিঠে পিঠেই ঘোরে। সৈনিকদের গানের সঙ্গে তার চিৎকারও মিলিত হল।

পাইপে টান দিতে দিতে মেরিওয়েদার লুইস হোয়াইট-হাউসের তাঁর বন্ধুর কথা চিন্তা করতে লাগলেন। কত সম্পদের কথাই না তিনি তাঁর কাছে বলতে পারবেন! এ অঞ্চলে যে কত সম্পদ তা কথায় প্রকাশ করা যায় না।

এ-পার থেকে ও-পারে কলম্বিয়ার সমস্ত জল একেবারে স্যামন মাছে ঠাসা। এই একটা নদীতে যত মাছ, নিউ ইংল্যাণ্ডের সমস্ত ভেড়ির মাছ একত্র করলেও নিঃসন্দেহে তত হবে না। মেইনের একটা স্যামনের ওজন ১০ পাউণ্ডের মত, আর কলম্বিয়ার একটা স্যামনের ওজন সেখানে ১৯০ পাউণ্ড।

কলম্বিয়ার দুই তীরের বনে এল্ক চরত, হরিণ খাদ্য-সন্ধানে ঘুরত। এই প্রকাণ্ড ব্ল্যাকটেল হরিণগুলোর চামড়া মসৃণ আর রং ধূসর। আর, এমন গাছ আমেরিকা আগে কখনো চোখেও দেখে নি। লুইস তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন, 'এমন সুন্দর আর এমন সিধে গাছ আমি দেখিনি কখনও। আমাদের সেরা ক্লিপার জাহাজের ডেক এতে তৈরি হতে পারবে—এমনকি সবচেয়ে জমকালো গির্জের চুড়ো পর্যন্ত।'

যেসব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফার গাছ প্রতিটি পাহাড় ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল সেগুলোর কথাই লিখেছিলেন লুইস। এদের কয়েকটা, লুইস হিসেব করে দেখলেন, অন্তত ২২০ ফুট উঁচু হবে। ভাবতেও আশ্চর্য হতে হয়, কী বিরাট তক্তার ব্যবসা এ থেকে গড়ে উঠতে পারে!

সমুদ্রতীরে প্রচুর বৃষ্টির দিনে দীর্ঘ শীতকালটা ওদের অনেক কাজের মধ্যে কাটল। ইয়র্ক আর গ্যাস, সবচেয়ে শক্তিশালী যারা, কাঠ কাটত যাতে আগুন সব সময়ে জ্বালিয়ে রাখা যেতে পারে। সবচেয়ে কষ্টকর কাজ ছিল এটা। ফার গাছের গুঁড়ি অনেক সময় মনে হত যেন লোহার মত ভারি। ড্রুইলার্ড আর ফীল্ডস বনে বনে এল্কএর সন্ধানে ফিরত। অর্ডওয়ে, কোলটার আর সাকাজাউইয়া মোকাসিনের জুতো তৈরি করত। তিনজনে মিলে ওরা ৩৩৪ জোড়া জুতো তৈরি করে ফেললে।

জুতোর এই স্তূপের দিকে তাকিয়ে ক্লার্ক ফিরতি পথের সীমাহীন পাহাড়ে পথের কথা চিন্তা করলেন। বললেন, 'সেন্ট লুই পৌঁছবার আগেই আমাদের এত জুতো সব কাজে লেগে যাবে।'

তাঁর এ কথার তাৎপর্য কারুর জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় নি। এ তাদের ভাল করেই জানা ছিল। ঐ ভয়ঙ্কর পার্বত্য পথের কথা মনে হতে ওরা সমুদ্রতীরের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে তাকিয়ে দেখত চারিদিকে। কয়েকটা জাহাজ অতীতে কলম্বিয়ার মোহানায় নোঙর ফেলেছিল; সুতরাং এমন ব্যাপার তো আবারও ঘটতে পারে!

তা যদি হয়, তাহলে দুর্গম রকি পর্বতমালা অতিক্রম করে এই স্থলপথ অভিযানের চেয়ে একটা জাহাজে চড়ে সোজা যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাওয়া কত সহজই না হবে!

কিন্তু 'হতাশা অন্তরীপ' থেকে কোন জাহাজের পালই ওদের দৃষ্টিগোচর হল না। ওদের আগুনের সঙ্কেতেরও কোন উত্তরই কোন জাহাজ থেকে মিলল না। সমুদ্রের নির্জন বিস্তারের মধ্যে ছোট বিন্দুর মত কোন জাহাজই চোখে পড়ল না ওদের। বোঝা গেল, যে পথে ওরা এসেছে সেই অত্যন্ত দুর্গম পথেই আবার ওদের ফিরে যেতে হবে। অবিলম্বেই তার প্রস্তুতি শুরু হল।

এল্কএর মাংস ঝলসিয়ে শুকিয়ে রাখা হল। ঠিক এই প্রক্রিয়ায় স্যামন মাছও সংরক্ষিত করা হল। অনেকগুলো বন্দুকই ঠিকমত কাজ করছিল না। ফীল্ডস, ওদের দলের কর্মকার, বন্দুকের যে যে অংশগুলো খারাপ হয়ে গিয়েছিল সব সারিয়ে তুললে। এল্কএর চামড়ায় সবারই নতুন পোশাক তৈরি হল। বারুদের কৌটো খুলে দেখে নেওয়া হল বারুদ ঠিক শুকনো আছে কি না। যেসব থলিতে করে ময়দা আর অন্যান্য খাবার আনা হয়েছিল সেগুলো এখন শেকড়ে আর বুনো ফলে ভর্তি হয়ে উঠল।

অর্ডওয়ে আবিষ্কার করল যে লাল উইলো গাছের ছালের ভেতরটা পেষণ করে তা পাইপে ভরে ধূমপান করা যেতে পারে। তামাকের কাজ ওতে ঠিকমত না হলেও ওর গন্ধটা বেশ মিষ্টি।

কিছু বাণিজ্য-সামগ্রীর বিনিময়ে লুইস কতকগুলো কোণাকৃতি হ্যাট কিনলেন—সেডার গাছের ছাল বুনে রেড-ইণ্ডিয়ানরা এগুলো তৈরি করে। এ একটা বেশ নূতনত্ব হল—এগুলো মাথায় দিয়ে সৈনিকদের মনে হল তাদের বেশ দেখাচ্ছে।

অর্ডওয়ে হল তীর্থযাত্রী পূর্বপুরুষদের বংশধর; আয়নায় মুখ দেখে সে সার্জেণ্ট প্রায়রকে বললে, 'জান, এই গাছের ছালের টুপি পরে আমাকে আমার পূর্বপুরুষদের মত দেখাচ্ছে!'

ক্ল্যাটসপ তুর্গ ছেড়ে যাবার সময় হল। কেবিনের আগুনের ধারে বসে লুইস অনেক রাত পর্যন্ত লিখে চললেন। ফিরতি পথের এই দীর্ঘ অভিযানে কী বিপদ আসতে পারে কে জানে। তাঁদের কীর্তিকাহিনী তো কোথাও লিখে রেখে যেতে হবে!

অভিযানের একটা বিবৃতি লুইস লিখছিলেন। বিবৃতিটিতে লেখা হল: 'সৈনিক আর উর্ধ্বতন কর্মচারীর দল ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র গভর্মেন্টের নির্দেশে উত্তর আমেরিকা অভিযানের জন্যে মিস্যুরি ও কলম্বিয়া নদী ধরে পশ্চিমমুখে অগ্রসর হয়।'

তারপর পথের বর্ণনা দেওয়া হল এবং প্রত্যেকে এই বিবৃতিতে সই করল,—যারা সই করতে পারত না তারা একটা × চিহ্ন দিল।

বিবৃতির শেষে লুইস একটি অনুরোধ করলেন। তিনি লিখলেন, 'যদি কোন সভ্য মানুষের হাতে এই লেখা পড়ে তো তিনি যেন তা জগতের সামনে প্রকাশ করেন।'

সমস্ত লেখাটার অনেকগুলো নকল লুইস করলেন; লিখতে লিখতে তাঁর হাত অবশ হয়ে এল। এক কপি ক্ল্যাটসপ তুর্গের কেবিনে লাগানো হল, আর একটা লাগানো হল সাধারণ সৈনিকদের ঘরে। অনেকগুলো কপি দেওয়া হল বন্ধুভাবাপন্ন উপজাতি-সর্দার কোমোউলকে। ক্রুজাটের বাজনার তালে তালে অনেক সে নেচেছে, শ্বেতাঙ্গদের অনেক মাছ আর শেকড় উপহার দিয়েছে। সে কথা দিল, জীবন দিয়েও ঐ কাগজগুলো রক্ষা করবে।

১৮০৬ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মার্চ তুপুর একটার সময় অভিযাত্রীদল ক্ল্যাটসপ তুর্গ ত্যাগ করল। হাত নেড়ে বুড়ো সর্দারকে বিদায় জানানো হল,—তুর্গের অধিকার লুইস আইনসঙ্গতভাবে তারই হাতে দিয়ে এসেছিলেন।

এর কয়েক সপ্তাহ পরেই কোমোউল লুইসের লেখা কাগজের একটা কপি স্যামুয়েল হিলের হাতে দিয়েছিল। বোস্টন থেকে তাঁর জাহাজ 'লিডিয়া' করে হিল এসেছিলেন ওখানে। মাত্র উনিশ

দিনের জন্যে লুইস আর ক্লার্ক জলপথে দেশে ফেরবার সুযোগ হারালেন।

ক্ল্যাটসপ দুর্গ তাদের আশ্রয় দিয়েছে, ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করেছে। অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে এর কাঠের দেয়াল তুলতে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে আমেরিকাবাসীর এই প্রথম ঘর তোলা। এদিক দিয়ে বলা যায়, বহুদিন ঘরছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াবার পর অভিযাত্রীদল এখানে এসে ঘর পেয়েছিল।

শেষবার ক্ল্যাটসপ দুর্গের দিকে তাকিয়ে ওরা দেখল কোমোউল সর্দারকে,—দুর্গের ফটকের সামনে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। তার বুকে একটা মেডেল জ্বলজ্বল করছে,—তাতে 'শ্বেতাঙ্গদের বড় পিতা'—টমাস জেফারসনের ছবি।



এগারো

প্রান্তরে রক্তপাত

যে জায়গার নাম লুইস আর ক্লার্ক দিয়েছিলেন 'অভিযাত্রীদের বিশ্রাম-শিবির', সেই সবুজ, শান্ত পরিবেশে আবার গ্রীষ্ম এসেছে।

প্রান্তরের ঘাস এত ঘন আর এত উঁচু আর কখনো হয় নি। এক হরিণ সেই পুষ্ট ঘাসে চরছে, শিংদুটো ডালপালায় বিস্তৃত। ধূসর কাঠবেড়ালির দল গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠছে আর নামছে। ব্লুবেল, জনি-জাম্প-আপ, আরও কত বুনো ফুল ফুটে সমস্ত অঞ্চলটা বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

একটা ব্লু-জে পাখি কম্পমান অ্যাসপেন গাছের ডাল থেকে চিৎকার করে উঠল, দুটো রোমশ বীভারকে ধমকে দিলে সে। ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের গায়ের পাইনগুলোয় বীভাররা দাঁত বসিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই বীভাররা দুটো গাছকে ঝরনার ধারে শুইয়ে ফেলেছে। ওদের আশা আছে, শীতের আগেই ওরা ঝরনার ওপরে একটা বাঁধ সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারবে—যাতে বদ্ধ জলায় তারা ঘর তৈরি করে বাস করতে পারে।

গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে পাহাড়ে আরও কত শব্দ শোনা যায়। একটা থ্রাশ পরিষ্কার স্বরে গেয়ে উঠল। কত পায়রা ঝটপট করতে করতে এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে বসল। একটা পাহাড়ি সিংহ লেজ নাড়তে নাড়তে প্রান্তরের প্রান্ত দিয়ে শিকারের সন্ধানে সতর্ক পদক্ষেপে চলে গেল। বীভাররা জলের নিরাপদ আশ্রয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মগোপন করল। ব্লু-জে পাখিগুলো যেন তারস্বরে ভর্ৎসনা করতে শুরু করল।

প্রকাণ্ড শিংওলা হরিণটা একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে, তারপর আবার তার বেয়াড়া নাকটা ঘাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। সে জানত, তরোয়ালের মত ঝকমকে তার শিঙের রাশি দেখে পাহাড়ি সিংহ আর তাকে আক্রমণ করতে সাহস করবে না।

আরে! ও আবার কী,—পাহাড়ের ধারে, ঐ অনেক দূরে? অভিযাত্রীদের বিশ্রাম-শিবিরের কাছে এ এক নতুন শব্দ—এমন শব্দ আগে শুনেছে বলে তো ওদের মনে পড়ে না!

শৈলশিরার প্রশস্ত ঢাল বেয়ে অনেক টাট্টুঘোড়ার খুরের শব্দ আসছে। ব্লু-জে আর থ্রাশএর কানে মানুষের আবোল তাবোল কথা ভেসে এল। রেড-ইণ্ডিয়ানদের সুরেল স্বর এ নয়, এ এক অপরিচিত শব্দ—এমন শব্দ এখানকার পশুপাখি আর একবার মাত্র শুনেছে। ফিরে আসছে শ্বেতাঙ্গরা।

পাহাড়ি সিংহ লাফাতে লাফাতে পালালো। হরিণটা পর্যন্ত বিপদের আভাস পেয়ে ঝোপ ঝাড় আর ছোট ছোট গাছপালা ঠেলে আবার অন্ধকার বনের মধ্যে পিছলে পালিয়ে গেল।

ক্লান্ত অভিযাত্রীর দল এসে ঘাসের ওপর এলিয়ে পড়ল। কপালের ঘাম মুছে অর্ডওয়ে প্রায়রকে বললে, 'শৈলশিরাটা অবশ্য গতবারের মত অত দুর্গম এবার নয়, তাহলেও, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্তও যদি আমি বেঁচে থাকি তবু যেন আর কখনও আমাকে এ শৈলশিরা দেখতে না হয়!'

একটুকরো কাপড় ঝরনার জলে ভিজিয়ে নিয়ে তা দিয়ে মুখের ময়লা মুছতে মুছতে গভীর স্বরে প্রায়র বললে, 'আমিও তাই বলি।'

গত বছর যে-পথে ওরা গিয়েছিল সেই কলম্বিয়া নদী আর লোলো গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে এখন লুইস আর ক্লার্কের অভিযাত্রীদল ফিরে এল।

নেজ পের্সি উপজাতিরা সারাটা শীতকাল ওদের ঘোড়াগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল, সেজন্যে ওরা সেই হাসিখুশি লোকগুলিকে বাণিজ্য-সম্ভার প্রায় নিঃশেষ করে উপহার-সামগ্রী বিতরণ করল। কিন্তু বন্ধু ক্যামিয়াওয়েটের সঙ্গে আর ওদের দেখা হয় নি। শোশোনরা যাযাবর জাত, আবার তাদের গুহায় কন্দরে ফিরে গেছে। সাকাজাউইয়ার আশা ছিল আবার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে, কিন্তু সে আর তার কপালে নেই, দেখা গেল।

লুইস আর ক্লার্ক এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ-সভা ডাকলেন। তাঁবুর আগুন ঘিরে গম্ভীর মুখে বসেছে সবাই। আলোর পরিধির ঠিক বাইরে, হেমলক গাছগুলোয় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিন সার্জেন্ট—অর্ডওয়ে, গ্যাস আর প্রায়র। লুইস আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে একটা কাগজ। ক্লার্ক তাঁর পাশে, দুই হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে।

'বন্ধুগণ,' লুইস শুরু করলেন, 'এই সেই মানচিত্র যা আমি প্রেসিডেন্ট জেফারসনের জন্যে প্রস্তুত করেছি। জানি না ভবিষ্যতে আর কেউ আমাদের পথে এই প্রান্তর অতিক্রম করবে কি না। অবশ্য এই মুহূর্তে এই মানচিত্র তাদের বিশেষ কাজে লাগবে না; কারণ এ মানচিত্রে এখনও বড্ড বেশি ফাঁক রয়ে গেছে।'

এই বলে লুইস মানচিত্রটা মাথার ওপর উঁচু করে ধরলেন, তাঁবুর আগুনের আলোয় সবাই যাতে দেখতে পায়। তারপর শুরু করলেন, 'উত্তর আমেরিকা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড; এই মানচিত্রের ফাঁকগুলো আমাদের কিছু কিছু করে ভরে ফেলতে হবে। অত বারুদ বা রসদ

আমাদের নেই যে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আরও এক বছর বা তারও বেশি দিন ধরে ঘুরে ফিরে দেখি। কিন্তু তবুও এ কাজ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সারবার একটা উপায় আছে।'

এবার লুইস তাঁর দুঃসাহসিক মতলবের কথা বললেন। বললেন, অভিযানটা তিন ভাগে ভাগ হয়ে তিনটি আলাদা দলে অগ্রসর হোক। ক্লার্ক যাবেন গত বছরের পথ ধরে ইয়েলোস্টোনের প্রধান ধারা পর্যন্ত। সেখান থেকে তিনি পুরোনো পথ ছেড়ে খরস্রোত ইয়েলো-স্টোন ধরে মিস্যুরি নদীর সঙ্গম পর্যন্ত যাবেন। জেফারসন নদীতে যেখানে নৌকোগুলো ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে অর্ডওয়ে সেগুলো উদ্ধার করবে। আর লুইস যাবেন ন-জন ভলান্টিয়ার নিয়ে উত্তর অঞ্চলে ক্যানাডার দিকে ; সেখানকার পাহাড়গুলো ঘুরে ফিরে দেখবেন। তারপর হোয়াইট বেয়ার দ্বীপে যেখানে অর্ডওয়ে নৌকো উদ্ধার করবে, লুইস সদলে সেখানে এসে তার সঙ্গে মিলিত হবেন। দুই দল তখন একত্রে মিলে মিস্যুরি নদী বেয়ে অগ্রসর হবে। ওদের সঙ্গে ক্লার্কের দলের দেখা হবে মিস্যুরি ও ইয়েলোস্টোন নদীর সঙ্গমস্থলে।

শুনতে তো বেশ সহজ বলেই মনে হয়। কিন্তু তবুও তাঁবুর আগুনে কারো-কারো মুখে আশঙ্কার ছায়া দেখা দিল। 'আমার তো খুব ভরসা হচ্ছে না,' বললে সার্জেন্ট গ্যাস, 'পথচিহ্নহীন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তিনটি ছোট-ছোট শ্বেতাঙ্গের দল তো ছোট্ট আলপিনের মাথার সামিল। কত সহজেই দলভ্রষ্ট হয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব,—যদিও অবশ্য মিস্যুরি নদীর সূত্র ধরতে পারলে সর্বদাই যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাওয়া যেতে পারে।'

এবার শেষ সাবধান-বাণী যোগ করলেন লুইস—'আমরা সংখ্যায় অনেক, যেজন্যে আমরা এতদিন আক্রান্ত হই নি—এ কথা আমার যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। তেত্রিশ জনকে যারা আক্রমণ করতে ইতস্তত করবে, আট বা ন-জনকে আক্রমণ করতে হয়ত তারা ইতস্তত

করবে না: দলে ভারি হলে নিরাপদে থাকা যায় সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন আমাদের দলকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে ফেলছি। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমাদের এ করতে হচ্ছে। কর্তব্যে যদি পেছপা হতে না হয় তো এ ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে।'

ভোরের ধূসর আলোয় বিশ্রাম-শিবিরে আসন্ন বিচ্ছেদের সম্মুখীন ওদের অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তাকুল দেখাতে লাগল। সবাই বুঝল যে লুইসের পথই সবচেয়ে বিপজ্জনক পথ। ছোট দলটি নিয়ে তিনি চলেছেন ব্ল্যাকফুটদের এলাকায়,—এ অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ বলে যাদের খ্যাতি। তার ওপর ও অঞ্চল তাঁদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু ক্লার্ক আর অর্ডওয়ের দল কিছুদিনের জন্যে অন্তত গত বছরের অভিজ্ঞতার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হবে না।

এই কারণেই লুইস অধিকাংশ টাট্টু ঘোড়া নিজের দলে নিলেন। বেছে বেছে নিলেন সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোই। ঘোড়ার পিঠে চেপে নীরবে হাত তুলে তিনি বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। ক্লার্কের দল থেকে ভেসে এল, 'আপনাদের সৌভাগ্য কামনা করি।'

গ্যাসকে প্রধান সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে একটা বড়-গোছের ফাঁক দেখে লুইস সেখান দিয়ে রকি পর্বতমালা অতিক্রম করলেন। ড্রুইলার্ডের ইচ্ছানুসারে এই গিরিবর্ত্মের নাম হল লুইস ও ক্লার্ক গিরিবর্ত্ম। যেতে যেতে ওঁরা একটা সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় এসে পৌঁছলেন যেখানে অসংখ্য মোষ চরে বেড়াচ্ছে। মোষের সমুদ্র যেন—ওদের ডাকে যেন বজ্রের হুঙ্কার। ঘোড়াগুলো ভয়ে লাফালাফি শুরু করলে। মোষের দলকে চক্রাকারে পাশ কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। লুইসের মনে হল ঐ ছোট উপত্যকায় অন্তত ২০,০০০ মোষ চরে বেড়াচ্ছে।

মোষের পালকে পেছনে ফেলে অনেকটা চলে আসবার পর একদিন লুইস দেখলেন, একটা একলা মোষ মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার কাঁধে একটা ক্ষত হাঁ হয়ে আছে, একটা তীর

সেই ক্ষত থেকে উঁচু হয়ে রয়েছে। ব্ল্যাকফুট। একটা নিচু পাহাড়ের ওপরে আটজন অশ্বারোহী রেড-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে তাদের দেখা হল।

ড্রুইলার্ডকে দোভাষীর কাজে লাগিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হল। রুমাল, পতাকা আর মেডেলের উপঢৌকন গ্রহণ করেও তাদের মুখ ভাবলেশহীন রয়ে গেল দেখে লুইস বিব্রত বোধ করলেন ব্ল্যাকফুটরা চাইল তারা ওদের সঙ্গে তাঁবুতে রাত কাটাবে। দলের দু-একজন ভয় পেয়ে উঠল, কিন্তু লুইস খুব সংক্ষেপে বললেন, 'মিঃ জেফারসন এইসব উপজাতিদের সম্বন্ধে খবর চান; আমাদের এদের সম্বন্ধে জানতে হবে।'

সেই রাত্রেই তারা তা জানতে পারল।

ড্রুইলার্ড হল বনের মানুষ, ঘুম তার বেড়ালের মত সজাগ। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখে, একজন ব্ল্যাকফুট চুপি চুপি তার রাইফেলটা সরাবার চেষ্টা করছে। 'ছেড়ে দাও আমার রাইফেল!' এই বলে চিৎকার করে উঠল সে।

কেনটাকির পর্বতচারী রিউবেন ফীল্ডস মুহূর্তমধ্যে কম্বল থেকে বেরিয়ে পড়ল। শিকারের ছুরিটা বাগিয়ে ধরে ব্ল্যাকফুটটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমূল গেঁথে দিল তার পিঠে। মৃত ব্ল্যাকফুটটার দেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ সমস্ত তাঁবুটা জেগে উঠল যেন! আর-একজন ব্ল্যাকফুট লুইসের কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে নিয়েছিল। তৃণাঞ্চলের উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ড্রুইলার্ড সেই চোরের দিকে বন্দুক উদ্যত করল। কিন্তু লুইস তার বন্দুক ফেলে দিলেন। তাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'আমাদের ওপর হুকুম, যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে যাতে রক্তপাত না হয়।'

ক্রুদ্ধভাবে লুইসের দিকে তাকিয়ে ড্রুইলার্ড বললে, 'এসব মানুষের সঙ্গে মোটেই তা সম্ভব নয় ক্যাপ্টেন!'

কিন্তু লুইসকে নিজের কথা ফিরিয়ে নিতে হল। আর-একটা ব্ল্যাকফুট অভিযাত্রীদের ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল। এ হলে মহা বিপদের সূত্রপাত হত,—শত্রুর দেশে এভাবে ঘোড়া-ছাড়া হওয়া। লুইস লোকটার পেটে গুলি করলেন। মরবার আগে ব্ল্যাকফুটটা প্রত্যুত্তরে যে গুলি ছুঁড়েছিল, সে গুলি লুইসের হ্যাট ঘেঁষে চলে গেল। এতে বোঝা গেল যে সে-রাত্রে ওরা আরও বন্দুক চুরি করেছে।

'পালাও, পালাও, ঘোড়া ছুটিয়ে পালাও!' চেঁচিয়ে বললেন লুইস।

বাকি রেড-ইণ্ডিয়ান ছ-জন একটা উঁচু ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের গতি ঠিক ওদের মতলব-মত হয় নি,—ওদের মতলব কী ছিল তা তো বোঝাই যায়—ঘুমন্ত অবস্থায় ওদের সব-গুলো বন্দুক চুরি করে পালানো। আর তাহলেই ওদের হাতে ক্ষমতা আসবে। কেবলমাত্র ড্রুইলার্ডের সতর্কতার জন্যেই ওদের সে মতলব কার্যকরী হল না।

শ্বেতাঙ্গরা দৌড়তে দৌড়তে ঘোড়াগুলোর কাছে গেল। তাঁবুর হত্যাকাণ্ডের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন লুইস। আগের দিন সন্ধ্যায় তিনি বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে ব্ল্যাকফুটদের একটা আমেরিকার পতাকা দিয়েছিলেন, ঝুঁকে পড়ে তুলে নিলেন সেটা। একজন মৃত ব্ল্যাকফুটের বুকে প্রেসিডেণ্টের মূর্তি আঁকা মেডেলটা ঝুলছে।

তার দেহ থেকে সেটা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে ইতস্তত করলেন লুইস। না, মেডেলটা রেখেই যাবেন তিনি,—কারণ ওতে লেখা আছে, 'আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র'। এই রক্তাক্ত যুদ্ধ আরম্ভ করেছে ব্ল্যাকফুটরাই,—ভালই হবে যদি এই অসভ্য উপজাতিরা মনে রাখে যে 'শ্বেতাঙ্গদের বড় প্রভু'র সৈনিকদের ক্রোধকে ভয় করাই উচিত।

তবু ব্ল্যাকফুটদের এলাকা পেরিয়ে এবার ওদের চলে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।



রেড-ইণ্ডিয়ানরা যদি সমস্ত দলবল নিয়ে আবার ফিরে আসে তো লুইসকে সদলে মারা পড়তে হবে। তা ছাড়া অপর তুই দলও এই সঙ্কটের কোন খবরই জানতে পারবে না। তুয়েক দিনের মধ্যেই হয়ত ব্ল্যাকফুটদের ধোঁয়ার সঙ্কেত চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, সুতরাং ক্লার্ক আর অর্ডওয়ের দলও তার ফলে আক্রান্ত হতে পারে। তাই ওদের সাবধান করে দেওয়া দরকার।

'ঘোড়া ছোটাতে হবে,—যত বেগে সম্ভব ঘোড়া ছুটিয়ে এ অঞ্চল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।' বললেন লুইস।

পরদিন সন্ধ্যার আগে দেখা গেল, ওরা ১২১ মাইল অতিক্রম করেছে। ঘোড়াগুলোর যেন দম আটকে আসছিল। 'চল বন্ধু, এগিয়ে চল।' ফিসফিস করে লুইস তাঁর ঘোড়াকে বললেন। একটা বস্তার একেবারে তলায় সামান্য চিনি পড়ে ছিল,—এটা ওরা জমিয়েছিল মিস্যুরিতে ফিরে একটা ভোজের আয়োজন করবে বলে। সেই চিনি এখন ওদের ক্লান্ত ঘোড়াগুলির আহারে লাগল, যদি তাতে তাদের হারানো শক্তি ফিরিয়ে আনা যায়।

ওরা এগোয়, আর ফিরে ফিরে দিক্‌চক্রবালের দিকে তাকায়। একবার মনে হল যেন মেঘের মত ধুলো দেখা গেল। সারা রাত ওরা ঘোড়ায় চড়ে চলল, অন্ধকারের মধ্যে ঘুমন্ত মোষের এলাকার মধ্যে দিয়ে। একটা বাচ্চা মোষকে ওরা মেরে ফেলল—ছুরি দিয়ে, পাছে বন্দুকের শব্দ হয়। সেই মাংস ওরা প্রায় কাঁচাই খেয়ে ফেললে,—ঝলসাতে বেশি সময় লাগালে যে ওদের মাথার ছাল ছাড়িয়ে নেবে!

লুইসের অধিনায়কত্বে শেষ পর্যন্ত যখন ঘোড়াগুলো নদীর তীরে এসে পোঁছল, তখন তারা টলছে। পরম নির্ভরযোগ্য অর্ডওয়েকে নৌকো নিয়ে প্রস্তুত দেখে ওদের আনন্দ আর ধরে না। সস্নেহে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে লুইস তাকে আদর করে বললেন, 'বিদায়, পুরোনো বন্ধু! প্রার্থনা করি, যেন কোন ভাল রেড-ইণ্ডিয়ানের হাতে পড়িস তুই।'

ঘোড়া থেকে নেমে নৌকোর ভেতরে ওরা একেবারে এলিয়ে পড়ল। ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হল, তৃপ্তির সঙ্গে তারা ঘাস চিবোতে লাগল।

বিষণ্ণভাবে লুইস নৌকোয় বসে রইলেন। ইয়েলোস্টোনের সঙ্গম থেকে নদী বেয়ে এসে ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু তবুও তিনি একটুও উৎসাহ পেলেন না। শান্তিপূর্ণভাবে ৬,০০০ মাইলের ওপর পথ অতিক্রম করবার পর শেষ পর্যন্ত তাঁকে রক্তপাত করতে হল। বুকের কাছ থেকে ওয়াটারপ্রুফের প্যাকেটটা বের করে তা থেকে প্রেসিডেন্টের নির্দেশটা বের করলেন। তার একটা বাক্য অনেকবার পাঠ করলেন :

'সমস্ত অবস্থাতেই আদিবাসীদের সঙ্গে পরম বন্ধুর ভাব বজায় রাখবে।'

প্রেসিডেন্টের এ নির্দেশ কি তিনি অমান্য করেছেন? সবাই বার বার বললে না তিনি করেন নি,—যা করেছেন সে শুধু আত্মরক্ষার তাগিদে। বললে, ব্ল্যাকফুটদের বর্শা বুকে ধারণ করলেই তো আর প্রেসিডেন্টের হুকুম তামিল করা হত না। তবু লুইসের আশঙ্কা, এই যে পশ্চিমে সাদা মানুষ আর লাল মানুষের মধ্যে সজ্ঘাতের শুরু হল, এ হয়ত এখন একশো বছর ধরে চলবে।



বারো

সেণ্ট লুইয়ের ব্যবসায়ী বন্ধুভাবাপন্ন হেনরি ডেলনের মুখে অবিশ্বাস ফুটে উঠল। বার বার বলে চললেন, লুইস আর ক্লার্ক! তারা তো মেক্সিকোর রুপোর খনিতে ক্রীতদাস হয়ে আছে। স্পেনীয় গলা-কাটা দস্যুরা তো কলোরাডো নদী থেকে তাদের ধরে নিয়ে গেছে। না মশাই, লুইস আর ক্লার্ক আপনারা কোনমতেই হতে পারেন না!'

'কিন্তু সত্যিই যে আমরা তাই!' এক নিশ্বাসে বলে উঠলেন দুজনে। মিস্থুরি বেয়ে দ্রুত এগোতে এগোতে ওদের শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল। ওরা মান্দান দুর্গ পার হয়ে এল,—যেখানে ওদের একটা বরফ-জমা শীত কেটেছে। সে দুর্গ এখন শুধু ধ্বংসাবশেষে পরিণত—সর্বগ্রাসী এক ঘাসের আগুন লেগে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে।

অনেক দূরের আর-একটা দুর্গের কথা লুইসের মনে পড়ল।

মনে মনে বললেন, 'কে জানে বুড়ো সর্দার কোমোউল ক্ল্যাটসপ দুর্গে নিরাপদে বাস করছে কি না!'

ওদের সমস্ত খুর কবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, যে জন্যে হেনরি ডেলনে ওদের নৌকোয় কেবল দাড়িওয়ালা মানুষেরই দেখা পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর বিশ্বাস হল যে এরাই লুইস আর ক্লার্কের অভিযাত্রীদল, মহা আনন্দে তখন তিনি দুই ক্যাপ্টেনকে জড়িয়ে ধরলেন।

শাম্পেনএর কয়েকটা বোতল ডেলনের সঙ্গে ছিল। সেগুলো ওদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, সেইসঙ্গে টোস্টও চলল। এর চেয়েও যা সুখবর, এক পিপে ময়দাও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল—তাঁর উদ্বৃত্ত ছিল। সে রাত্রে ওরা প্রচুর প্যানকেক খেল,—শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হল যে কেউ আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বাহান্নটা খাবার পর পটস্‌ থামল। এক বছরের ওপর শুধু মাছ আর মাংস ছাড়া আর কিছু ওদের জোটে নি; ময়দার খাবারের ওপর তাই ওদের এখন ঝোঁক।

ডেলনের কাছে ক্যাপ্টেন দুজন শুনলেন যে অভিযাত্রীদের ফিরে পাবার আশা অনেকদিন আগেই সকলে ছেড়ে দিয়েছে, একমাত্র প্রেসিডেন্ট জেফারসন এখনো আশা রাখেন যে তারা বেঁচে আছে। তাঁর রাজনৈতিক শত্রুর দল অভিযাত্রীদলের মৃত্যুর জন্যে প্রেসিডেন্টের ওপর দোষারোপ করতে শুরু করেছেন।

কত যে আজগুবি গল্প সারা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে তার আর শেষ নেই। কেউ বলে ওরা স্পেনীয়দের হাতে বন্দী। অনেকের নিশ্চিত ধারণা ওরা প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণীদের পেটে গেছে। আবার অনেকে মনে করে যে নোনা পাথরের পাহাড়ে অঞ্চলে, যেখানে কোনরকম খাদ্যবস্তু পাওয়া যায় না, সেখানে ওরা না খেতে পেয়ে মরেছে।

প্রচণ্ড বেগে ওরা নৌকো বেয়ে চলল,—এত জোরে আর কখনো

ওরা চলে নি। নিরাপদে ফিরে প্রেসিডেন্টের শত্রুদের সম্মুখীন হওয়ার মত সম্মান আর কী আছে!

শারবন্নুর কিন্তু এই বিজয়-যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছে হল না। এবার ও অভিযাত্রীদের ছেড়ে সমতল ভূমিতে চলে যাবে, যেখানে তার দেশ। শিকার করবে, ফাঁদ পাতবে, আর যারা ব্যবসা করতে ওদেশে আসবে তাদের দোভাষীর কাজ করবে। লুইস ও ক্লার্কের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত গেছে—এই সুবাদে ওর চাহিদাও অনেক বেশি হবে। সাকাজাউইয়া কাঁদতে লাগল, সেও তার স্বামীর সঙ্গে যাবে।

ক্লার্কের কাছে সে কথা দিল, 'আমার ছেলেকে আমি আপনার কাছে এনে দেব, সে যাতে বড় হয়ে মস্ত ক্যাপ্টেন হতে পারে।' কেঁদে কেঁদে তার চোখ লাল হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র গভর্মেন্টের ৫০০ ডলারের একটা আদেশ-পত্র সে লুইসের কাছ থেকে লাভ করল। তার মাইনে। সাকাজাউইয়া ছোট্ট পম্পিকে মাথার ওপর তুলে ধরলে, যাতে দ্রুত-অপসৃয়মান নৌকোর সবাই তাকে দেখতে পায়।

এর পর জন কোলটারের পালা। দুজন ফাঁদ পাতার ব্যবসায়ীর দলে সে যোগ দিল। ইয়েলোস্টোন উপত্যকা দিয়ে তাদের পথ-প্রদর্শকের কাজ তাকে করতে হবে। অভিযাত্রীদের মধ্যে কনিষ্ঠতম হলেও, প্রান্তরের নেশা তার লেগেছে। বললে, সভ্যতার মধ্যে আর সে ফিরে যেতে চায় না।

নদী বেয়ে আরো অনেকটা এগিয়ে আসার পর অভিযাত্রীদের অবশিষ্ট যারা ছিল তারা একটা নৌকোকে সম্ভাষণ জানালো। এ নৌকোর ক্যাপ্টেন হলেন লুইসের এক পুরোনো সৈনিক-বন্ধু। ক্যাপ্টেন জন ম্যাকল্যালানের কাছে ওরা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির খবর শুনল। যখন শুনলেন যে ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে টমাস জেফারসন অত্যন্ত সহজেই পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন, লুইস আনন্দে তাঁর উরু চাপড়ে উঠলেন। জেফারসনের প্রতিদ্বন্দ্বীর

নাম পর্যন্ত ম্যাকল্যালান মনে করতে পারলেন না। 'একটু শুধু জানি,' বললেন তিনি, 'যে প্রায় সমস্তগুলো ভোটই মিঃ জেফারসন পেয়েছেন।'

চকোলেট, পেঁয়াজ, বিস্কুট আর শুকনো ফলে ম্যাকল্যালান ওদের নৌকো ভরে দিলেন। এসব খাবার অনেককাল ওদের কপালে জোটে নি, প্রতি কামড়ের সঙ্গে ওরা ঠোঁট চাটতে লাগল। ওদের তিনি খুরও দিলেন, প্রায় বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি ওরা কামিয়ে ফেললে।

এবার সেণ্ট চার্লস দেখা যাচ্ছে। নৌকোয় নৌকোয় মিসুরি দিয়ে ইতিমধ্যে খবর পৌঁছে গেছে যে লুইস ও ক্লার্করা ফিরে আসছেন। গ্রামের জেটিতে জেটিতে লাইন করে দাঁড়িয়ে সবাই তাঁদের সম্বর্ধনা জানাতে লাগল। সারা আর তার মাকে ভিড়ের মধ্যে অর্ডওয়ে খুঁজে দেখল, কিন্তু দেখতে পেল না।

সে রাত্রে সেণ্ট চার্লসের মেয়র মস্ত এক বল-নাচের ব্যবস্থা করলেন। অর্কেস্ট্রায় জাতীয় সঙ্গীত বেজে চলল—আমেরিকার পতাকা শোভা পেতে লাগল সর্বত্র। শেষ পর্যন্ত সারার মার সঙ্গে অর্ডওয়ের দেখা হল, তাঁর সঙ্গে সে একটা নাচও নাচল।

'মহাদেশীয় বিভাগে থাকতে আপনার দেওয়া সেই অপূর্ব দুধের কথা মনে পড়ত।' বললে অর্ডওয়ে।

হাসিমুখে সারার মা বললেন, 'আপনার এ কথা নিশ্চয় সারাকে বলব। এ কথা শুনলে হয়ত আর সে দুধ খেতে অত আপত্তি করবে না।'

মিসুরি বেয়ে আর-একটু নেমে গেলেই সেণ্ট লুই। অভিযাত্রীদল সেখানে পৌঁছল ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে। সেদিন শহরে ছুটি ঘোষিত হল। যে পায়ে হাঁটতে পারে সে পায়ে হেঁটে, যে গাড়ি চড়তে পারে সে গা[illegible] দলে দলে বীরদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নদীতীরে এসে পৌঁছল। কামা[illegible] নির্ঘোষের সঙ্গে তীরে উঠল অভিযাত্রীর দল। দু-বছর চার মাস বারো দিনের পর ফিরে এসেছে ওরা।



তেরো

কত কথা আছে

লুইস আর ক্লার্ক ফিরে এসেছে !

ধীরে ধীরে এই খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। তখনকার দিনে টেলিগ্রাফ টেলিফোন ছিল না, রেডিও তো নয়ই। সমস্ত বড় বড় খবরই ডাকযোগে পৌঁছত তখন,—হয় ঘোড়ার পিঠে করে, নয় তো ঘোড়ার গাড়ি বদল করে করে। ফলে ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন বা অন্যান্য দূরবর্তী শহরে পৌঁছবার অনেক আগেই এই চমকপ্রদ খবর সেণ্ট লুইয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুদিনের মধ্যেই এই অভিযানের খবর সবার মুখে মুখে ফিরতে লাগল। অনেকের তো বিশ্বাসই হতে চায় না। নিউ ইয়র্কের এক খবরের কাগজ লিখল, 'অভিযাত্রীরা যে-দেশ পর্যটন করে এসেছে সে দেশ এতই দুর্গম যে আর কখন[illegible] সে পথে যাওয়া সম্ভব হবে না।'

কী ? একটা ভাল্লুকের ওজন [illegible] পাউণ্ডেরও বেশি ! অ্যাডিরনড্যাকস পর্বতের বহু গুণ উঁচু পাহাড় এক-একটা ! মিসুরির চেয়েও বড় নদী,—আর তা মাছে একেবারে বোঝাই ! এমন সব জলপ্রপাত,

যা একেবারে জলকণায় পরিণত হয়! এক-একটা গাছ সবচেয়ে উঁচু গির্জার চেয়েও উঁচু! যতদূর দেখা যায়, কেবল মোষের পরে মোষ!

কনেকটিকাটের স্কুলের ছেলেমেয়েদের বাপ মা 'হার্টফোর্ড কুরান্ট' নামক কাগজে এই খবর পড়লেন :

'লুইস আর ক্লার্ক হলেন প্রথম শ্বেতাঙ্গ যাঁরা সব-প্রথম ঐ বিশাল অঞ্চলে পদার্পণ করেন। অসংখ্য ঘোড়া সেখানে,—তিনশোর কম ঘোড়া যার, তাকে ও অঞ্চলে খুব গরিব বলে ধরা হয়। লোহার কোন যন্ত্রপাতিও ওখানে ব্যবহৃত হয় না।

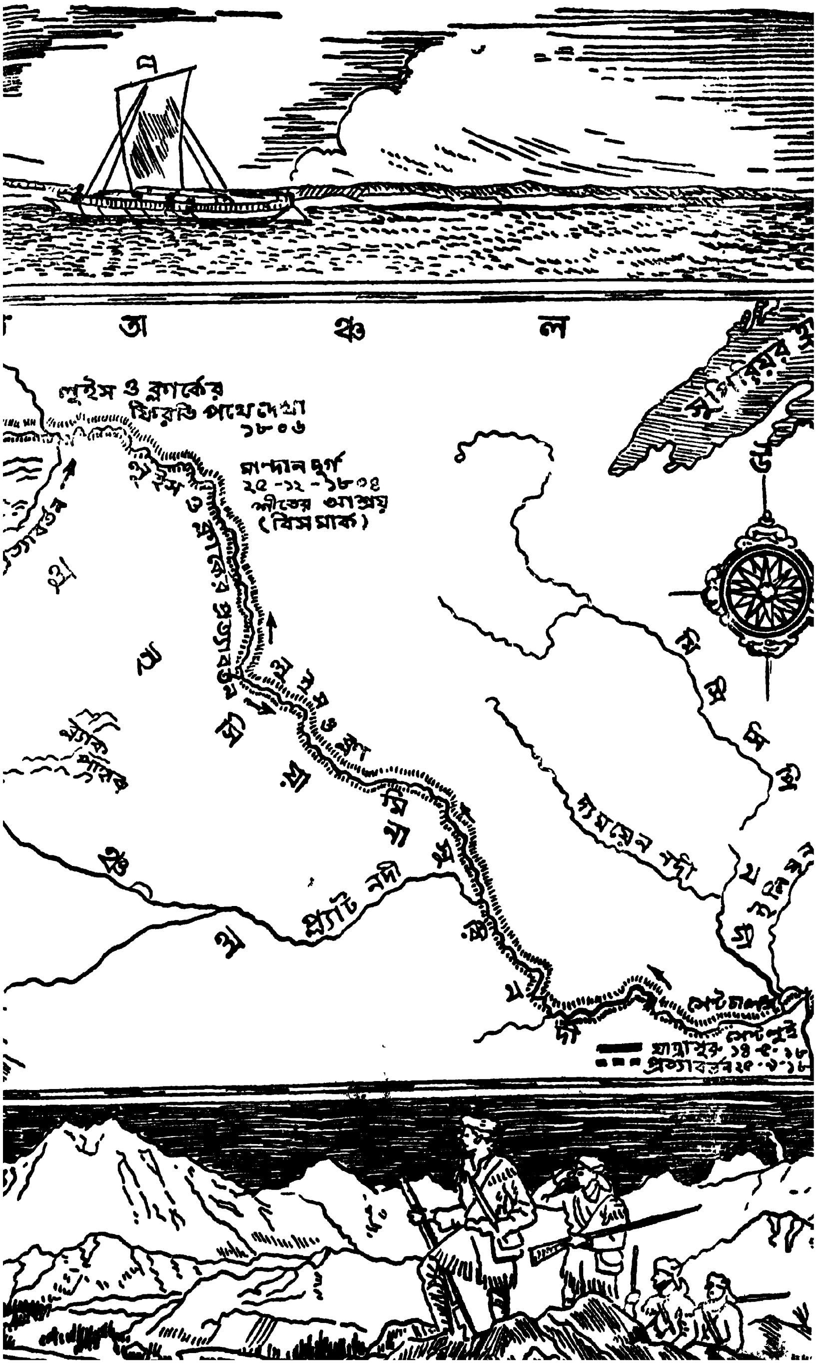
'সমুদ্রের ধারে একটা কাঠের দুর্গ তৈরি করে লুইস আর ক্লার্ক সেখানে তাঁদের নাম খোদাই করে এসেছেন। কত আশ্চর্য জিনিস তাঁরা নিয়ে এসেছেন! একটা বুনো ভেড়ার চামড়া সংরক্ষিত করে এনেছেন,—কেবল তার মাথার শিং দুটোরই ওজন ৯০ পাউণ্ডের ওপর। ভেড়াটাকে রকি পাহাড় অঞ্চলে শিকার করা হয়।'

লম্বা-শিং ভেড়ার বর্ণনা অভিযাত্রীদের কতবার যে করতে হয়েছে! ভেড়াটার মাথা আর তার বাঁকানো শিং দুটো দেখে বিস্ময়ে শ্রোতার চোখ গোল হয়ে উঠেছে। অনেকে বিশ্বাসই করতে চায় না যে এই অদ্ভুত প্রাণী সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় লাফাতে লাফাতে চলত।

যেখানে গেছে সেখানেই ওরা বীরের সম্মান লাভ করেছে। কত শহরে প্যারেড করে ওদের সম্মান জানানো হয়েছে। কত ছেলের নাম ওদের নামে হয়েছে। দু-হাত বাড়িয়ে প্রেসিডেণ্ট ওদের হোয়াইট হাউসে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, 'তোমাদের ফিরে আসার খবর শুনে আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল তা আর কথায় কী বলব।'

শুধু তাই নয়। কংগ্রেসে [illegible] তিনি এই মর্মে খবর পাঠালেন যে অভিযাত্রীদের প্রত্যেককে [illegible]২০ একর ভাল জমি বোনাস হিসেবে দেওয়া হয়, আর ক্যাপ্টেন লুইস আর ক্লার্ককে ১৫০০ একর করে। সামরিক বিভাগকে নির্দেশ দিলেন, অভিযাত্রীদের প্রত্যেককে


লুইস ও ক্লার্কের
আবিষ্কৃত অঞ্চল


লুইস ও ক্লার্কের
ফিরতি পথে দেখা
১৮০৬
মান্দান দুর্গ
২৫-১২-১৮০৪
শীতের আশ্রয়
(বিসমার্ক)
প্ল্যাট নদী
দ্যময়েন নদী
সেন্টলুই
যাত্রাশুরু ১৪-৫-১৮
প্রত্যাবর্তন ২৫-৯-১৮

যেন যতদিন তারা অভিযানে নিযুক্ত ছিল ততদিনের জন্যে দ্বিগুণ বেতন দেওয়া হয়। ফলে সাধারণ সৈনিকরা পেল মাসে পাঁচ ডলারের জায়গায় দশ ডলার করে আর সার্জেন্ট তিনজন, অর্ডওয়ে, গ্যাস আর প্রায়র পেল মাসে আট ডলারের জায়গায় যোল ডলার করে। এর ওপর প্রত্যেককে পাঁচ সেট করে নতুন পোশাক দেওয়া হল,—তাতে সোনার কাজ করা।

যে সহযাত্রী এই সমস্ত পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হল তার কথা লুইসের মনে পড়ল। মিঃ জেফারসনকে তিনি বললেন, 'স্যর, মিস্যুরি নদীর তীরে আমাদের সঙ্গী সার্জেন্ট চার্লস ফ্লয়েডের মৃত্যু হয়—এ ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার কর্তব্য মনে করি।'

'বেশ বলেছ।' বললেন প্রেসিডেন্ট।

কেনটাকিতে ফ্লয়েডের বাবা মার কাছে সার্জেন্টের আটাশ মাসের মাইনের দ্বিগুণ টাকা পাঠানো হল, আর সেইসঙ্গে লুইসিয়ানা অঞ্চলের উর্বর ৩২০ একর সমতল জমির মালিকানা স্বত্ব।

স্কুলের ক্লাসে ক্লাসে নতুন নতুন মানচিত্র দেখা দিতে লাগল। দেখতে-না-দেখতেই সেণ্ট লুইয়ের পশ্চিমের ফাঁকা জায়গাগুলো ভর্তি হয়ে গেল। যে মহাদেশে তাদের বাস, তার বিরাটত্ব সম্বন্ধে ছেলেদের এখন একটা ধারণা গড়ে উঠল। এই প্রথম তারা রকি পর্বতমালার সঠিক অবস্থিতি জানতে পারল, আর কলম্বিয়া নদী বা প্রশান্ত মহাসাগরও ঠিক কোথায় সে সম্বন্ধেও তাদের সঠিক ধারণা হল।

ফিলাডেলফিয়ার এক বিখ্যাত শিল্পী, চার্লস উইলসন পীল, মেরিওয়েদার লুইস আর উইলিয়াম ক্লার্কের ছবি এঁকেছিলেন। এই ছবির অনেক নকল সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কত কপি স্কুলগুলোতেই টাঙানো হল। ছোট ছোট ছেলেরা দুঃসাহসিক অভিযানের খেলা খেলতে লাগল, আর যারা বাগান করতে ভালবাসে তারা লুইস আর ক্লার্ক যেসব বীজ অভিযান-ফেরত সঙ্গে এসেছিলেন তার জন্যে হোয়াইট হাউসে আবেদন জানালো।

নির্জন প্রান্তর আর তার বন্ধুর পার্বত্য পথের চেয়েও যে ভয়াবহ বস্তু কিছু আছে, উইলিয়াম ক্লার্ক অবিলম্বেই তা বুঝতে পারলেন। সুন্দরী জুলিয়া হ্যানককের কাছে ফিসফিস করে বললেন, 'জানো, রেড-ইণ্ডিয়ানদের দেশে থাকতে যেমন ভয় করত, তার চেয়ে আমার অনেক বেশি ভয় এখন।' ভার্জিনিয়ার ফিনক্যাসলে তাঁর সম্মানে এক প্রকাশ্য ভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল, তাতেই তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, 'বক্তৃতা করার চেয়ে ব্ল্যাকফুটদের সঙ্গে লড়াই করাও আমার কাছে অনেক সোজা।'

ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা-গৃহের ধনীরা লুইসের ৮২০০ মাইল অভিযানের মোটা ডায়েরিটা ভাল করে পড়ে দেখলেন। বুঝলেন, পশুর চামড়া, জমি, মাছ, কাঠ আর খনিজ সম্পদে ঐ পশ্চিম অঞ্চল কত সমৃদ্ধ। অবশ্য জলজ শক্তির কথা তো তখনকার লোকের কিছুই জানা ছিল না—এইসব নদীর ফেনিল জলধারার মধ্যে যে কী শক্তি লুকোনো আছে তাও তাঁদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

জন জেকব অ্যাস্টর নামে এক ক্রোরপতি ব্যবসায়ী প্রেসিডেণ্টকে লিখলেন, 'লুইস ও ক্লার্কের আবিষ্কৃত এই পশ্চিম অঞ্চলের সম্পদ আপাতদৃষ্টিতে আমার বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে।'

উত্তরে মিঃ জেফারসন লিখলেন, 'কলম্বিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলে এক বিরাট ও স্বাধীন সাম্রাজ্যের স্বপ্ন আমার কল্পনায় ফুটে উঠছে।'

এই চিঠি পেয়ে অ্যাস্টর 'টংকুইন' নামক এক জাহাজ সাজাতে শুরু করলেন,—হর্ন অন্তরীপ ঘুরে কাঠের দুর্গ ক্ল্যাটসপ বরাবর একটা পাকাপোক্ত আড্ডা তৈরি করবেন। এখানেই হল আমেরিকান কোম্পানির সূত্রপাত। অ্যাস্টরের আর-একটা দল স্থলপথে পশ্চিমে যাত্রা করবে স্থির হল। বাস্তবিকপক্ষে দেখা যাচ্ছে, প্রান্তর ও পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে পশ্চিমমুখী যাবতীয় উপনিবেশ স্থাপনের সত্যকার সূত্রপাত হয় লুইস আর ক্লার্কের প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই।

এই অভিযানের ফলে যে বিশাল অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত

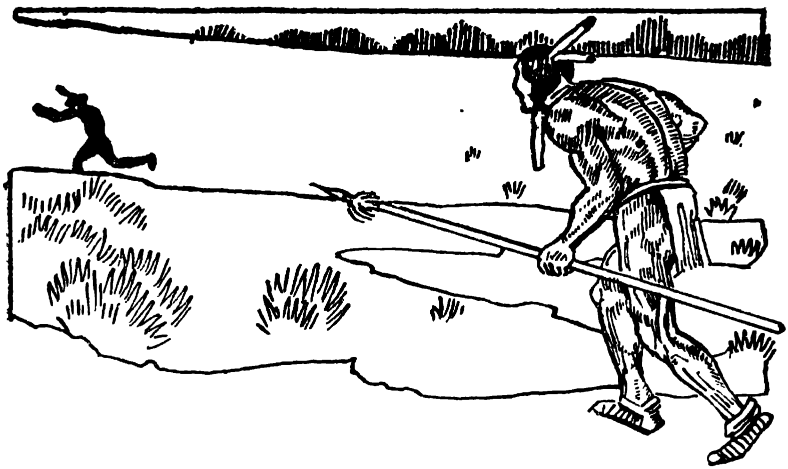
হয়েছে, তার যে কী বিরাট ভবিষ্যৎ, স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট জেফারসনও তা কল্পনায় আনতে পারেন নি। উপনিবেশগুলি বলতে গেলে একটা মহাদেশে পরিণত হয়েছে।

লুইস ও ক্লার্কের আবিষ্কৃত অঞ্চলে আজ মিস্নুরি, ক্যানসাস, আয়োয়া, নেব্রাস্কা, দক্ষিণ ডাকোটা, উত্তর ডাকোটা, উয়োমিং, মণ্টানা, ইডাহো, অরেগন আর ওয়াশিংটন রাষ্ট্রসমূহের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। আর এই অঞ্চলকেই আমাদের সমস্ত দেশের খাদ্যভাণ্ডার বলা যেতে পারে।

কোন শক্তিশালী জাতির ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও এত সমৃদ্ধ আর এত বিস্তীর্ণ অঞ্চল এক কথায় এভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

লুইস ও ক্লার্কের সম্বর্ধনায় যখন সারা দেশে সাড়া পড়ে গেছে, দক্ষিণ সাগর থেকে তখন বোস্টন বন্দরে 'লিডিয়া' জাহাজ এসে পৌঁছল। লিডিয়ার লগ বইতে লুইসের লেখা সেই বিবৃতি,—বুড়ো সর্দার কোমোউল যেটা জাহাজের মালিকের হাতে দিয়েছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন বোস্টনের জনতাকে বলেছিলেন কোমোউল তাঁকে যা বলেছিল সেই কথা,—'লুইস ও ক্লার্ক হলেন "সত্যিকার সর্দার"—সমুদ্রতীরের রেড-ইণ্ডিয়ানরা এত ভাল সর্দার আর কখনো দেখেনি।'

এভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলতে যারা এত করল, সেইসব বীরদের কী পরিণতি হল শেষ পর্যন্ত ?



চৌদ্দ

অভিযানের শেষ

জন কোলটারের মনে হল অন্তিমকাল সমুপস্থিত। ব্ল্যাকফুটদের এক গ্রামে একটা কাঠের খোঁটায় সে বাঁধা। রকি অঞ্চলে চার বছর বীভার শিকারের পর আজ তার এই বিড়ম্বনা। তার সঙ্গী পটস্, সেই হাসিখুশি মানুষটি, জেফারসন নদীতে তাদের নৌকোয় মরে পড়ে আছে—গোটা বারো তীর তার শরীরে বেঁধা।

কোলটার জীবন্ত ধরা পড়েছে।

বন্দীকে কী ভাবে হত্যা করবে এই নিয়ে রেড-ইণ্ডিয়ানদের তর্ক-বিতর্ক শুরু হল। ব্ল্যাকফুটদের ভাষা কোলটার ইতিমধ্যে শিখেছিল; যে একমাত্র পন্থা এখন তার সামনে ছিল, মরিয়া হয়ে সে সেই পন্থা অবলম্বন করলে। ওদের বড়-সর্দারকে ডেকে পাঠাল সে। বললে, 'শ্বেতাঙ্গদের দুই বড় ক্যাপ্টেন লুইস আর ক্লার্কের দলে সে ছিল।' শুনে সর্দারের চোখ ক্রোধে ছোট হয়ে এল। কোলটার বললে, 'অত বড় বড় ক্যাপ্টেনের যে সঙ্গী, তার ওপর দিয়েই ব্ল্যাক-ফুটদের বীরত্বের পরিচয় নেওয়া হোক। ন্যায়যুদ্ধ ছাড়া অন্যভাবে

তাকে হত্যা করা উচিত হবে না। ভেবে দেখ, ব্ল্যাকফুটদের সভায় আগুনের ধারে বসে সে কাহিনী কত মনোহর হয়ে উঠবে।'

সর্দার তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে। একটা উঁচু, সমতল জায়গায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে সোল্লাসে চিৎকার করে চলেছিল সেখান থেকে যখন ৩০০ গজ সামনে, তখন তাকে পালাতে বলা হল আর সেই মুহূর্তেই রেড-ইণ্ডিয়ানরা তার পশ্চাদ্ধাবন করল।

এ একটা কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নয় বলতে গেলে। রেড-ইণ্ডিয়ান-দের পায়ে জুতো, কোলটারের খালি পা। সমস্ত অঞ্চলটা পাথর আর ছুঁচলো কাঁটায় ভরা,—কিছুটা যেতে-না-যেতেই তার পা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল।

কিন্তু কোলটার ছুটেছে প্রাণের দায়ে। তার বয়স কম, শরীর শক্ত সমর্থ। তার ওপর রেড-ইণ্ডিয়ানরা তাদের সাজগোজ আর অস্ত্রশস্ত্রের ভারে অনেকটা মন্থরগতি। শিগগিরই কোলটার সবাইকে পেছু ফেলে গেল,—কেবল একজন তরুণ ছাড়া। এ লোকটা ক্রমেই তার নিকটবর্তী হয়ে আসছে। প্রতি মুহূর্তেই কোলটারের মনে হচ্ছে, এই বুঝি তার খোলা পিঠে শত্রুর বর্শা এসে বিঁধল।

ওর সামনে তখন একটিমাত্র পথ। এবং সেই একটি পথই কোলটার গ্রহণ করলে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। অবাক হয়ে গেল শত্রু,—এভাবে বেকুব বনে গিয়ে সে তক্ষুণি থেমে পড়তে পারল না, ভারি বর্শাটা ছুঁড়তে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কোলটার তারই অস্ত্রটা তুলে নিয়ে তাকে গেঁথে ফেললে।

মরিয়া হয়ে আবার ছুটতে শুরু করলে সে,—রক্তাক্ত পায়ের যন্ত্রণা যেন তার অনুভবেই আসছে না। সে জানে, রেড-ইণ্ডিয়ানরা দলের একজনের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্যে দ্বিগুণ উৎসাহে তাকে তাড়া করবে। শেষ পর্যন্ত জেফারসন নদীর ধারে এসে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে

পড়ল। একটা ছোট দ্বীপের সামনে কতকগুলো কাঠ জড়ো হয়ে একটা ভেলার মত ভাসছিল, রেড-ইণ্ডিয়ানরা যখন নদীর তীরে এসে পৌঁছল ঠিক সেই সময়ে সে এই ভেলার নিচে এসে পড়ল।

সারা দিন, সারা রাত কোলটার সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সেই বরফের মত ঠাণ্ডা নদীর জলে কাটালো। কাঠগুলোর ফাঁক দিয়ে নাকের ডগাটা তুলে কোনরকমে নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে ছিল সে। জুতো-পরা ব্ল্যাকফুটদের পা কখনো কখনো তার এত কাছে এসে পড়ছিল যে ভয় হচ্ছিল তার নিশ্বাসের শব্দ তারা শুনতে পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তার আশা ছেড়ে চলে গেল। সাত দিন পরে সে সীমান্তের বাণিজ্যকেন্দ্র লিজার দুর্গে কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে উঠল।

অভিযাত্রীদলের এই কনিষ্ঠতম সভ্য দূর উপত্যকায় যেখানে অনেক ভুতুড়ে ঝরনা আছে সেই অঞ্চলে বসবাস শুরু করল। এই গরম জলের উৎসগুলি এক একটা শতাধিক ফুট পর্যন্ত আকাশে উঠে যেত। ফাঁদপাতাওয়ালারা এই অদ্ভুত দৃশ্যের নাম দিয়েছিল, 'কোলটারের নরক', যদিও আজ আমরা একে 'ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক' বলে জানি।

অভিযানের আরও অনেক সদস্যেরই নাগরিক মান সম্মান ভাল লাগল না। আবার সেই প্রান্তর অঞ্চলে ফিরে যাবার জন্যে তারা উন্মুখ হয়ে উঠল।

পাহাড়ি মানুষ জর্জ ড্রুইলার্ড মিসুরির তিন মুখের সন্নিকটে অসভ্য ব্ল্যাকফুটদের সঙ্গে লড়াই করে মারা পড়ে। তার মৃতদেহ ঘিরে প্রায় বারোটা ব্ল্যাকফুটের মৃতদেহ পড়ে ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ।

মান্দান দুর্গের দগ্ধাবশেষের কাছে রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করে স্যানন পায়ে আঘাত পায়। যখন নৌকোয় করে এনে তাকে সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তখন তার পা-টা কেটে ফেলতে হয়। সামরিক জীবনের এভাবে অবসান হওয়ায় স্যানন আইন

অধ্যয়ন করে এবং কালক্রমে মিস্থুরির এক শক্তিশালী বিচারক রূপে খ্যাতি লাভ করে। সন্ধের দিকে ছেলেমেয়েরা তার আদালত-ঘরে ভিড় করে আসত। বলত, 'লুইস আর ক্লার্কের দলে যখন অরেগনের পথে চলেছিলেন তখনকার গল্প বলুন।'

স্যানেনের কোল-ভর্তি বাচ্চা, আরো কত বাচ্চা পায়ের কাছে বসেছে। একপেয়ে হাকিম সেই অপূর্ব দিনের কাহিনী বলে চলেছে—যখন লেম্‌হি গিরিবর্ত্মের চূড়ায় ক্যাপ্টেন লুইসের সঙ্গে শোশোন-সর্দার ক্যামিয়াওয়েটের দেখা হয়েছিল।

শারবন্নু ও সাকাজাউইয়া বিস্তৃত প্রান্তরে ঘুরে বেড়াত। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত উইলিয়াম ক্লার্ক পম্পিকে নিজের কাছে চেয়ে পাঠালেন, তাকে তিনি নিজের ছেলের মতই মানুষ করবেন। কিন্তু সাকাজাউইয়া নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি। জেনারেল ক্লার্ক ও তাঁর স্ত্রী জুলিয়া হ্যানককের গৃহে পম্পি কোনদিনই আসে নি। জেনারেলের চিরকালই এই বিশ্বাস ছিল যে শারবন্নুই সেণ্ট লুইতে পম্পিকে আসতে দেয় নি।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে সাকাজাউইয়া মারা যায়। খুব বুড়ো হয়েছিল, বয়স হয়েছিল নিরেনব্বই বছর। লুইস ও ক্লার্কের সেই দুর্গম পথে তখন রেলগাড়ি চলেছে। শেষ বয়সে সে তার গল্পের জন্যে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল—ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে সে বীর ক্যাপ্টেনদের গল্প শোনাত—যাদের সঙ্গে সে অভিযানে সঙ্গ নিয়েছিল। সে যে কত কালের কথা!

আর মেরিওয়েদার লুইস,—আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিযানের ক্যাপ্টেন যিনি, তাঁর কী হল?

সমস্ত লুইসিয়ানা অঞ্চলের গভর্মেণ্টের পদে প্রেসিডেণ্ট জেফারসন তাঁকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই সম্মানিত পদেও লুইস বিশেষ সুখী হন নি—প্রান্তরের জঙ্গলের জন্যে, উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণীর জন্যে তাঁর মন-কেমন করত। মনে পড়ত মহাদেশীয় বিভাগ অতিক্রম করবার

সময়ে সেই গ্রীষ্মের বেলায় রকির পশ্চিমাংশের ঢালটা কেমন দেখতে হয়েছিল। যে-কোন ধুলোমাখা দপ্তরই তার তুলনায় তাঁর কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

হোয়াইট হাউসে টমাস জেফারসনের জায়গায় জেমস্ ম্যাডিসন নির্বাচিত হলেন, এবং লুইস দীর্ঘকাল বিষাদের অন্তরালে তলিয়ে রইলেন। দপ্তরের কাগজপত্রের ব্যাপারে প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন, তাঁর বিবৃতি নিয়ে নতুন গভর্মেণ্ট নালিশ শুরু করল। তিনি ঠিক করলেন সেণ্ট লুই থেকে ঘোড়ায় চড়ে ওয়াশিংটনে চলে যাবেন, সেখানে গিয়ে এই সমালোচনা বন্ধ করবেন।

একা মানুষ লুইস, ডাক চলার পথ ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি চলেছেন। অভিযানের অনুচররা সবাই ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর স্ক্যাননও তাঁরই ঘরের আগুনের পাশে মারা গেছে।

মেরিওয়েদার লুইস বিবাহ করেন নি বটে, কিন্তু তিনি জানতেন তাঁর নাম উত্তর পুরুষে চলবে ঠিক। ক্লার্কের প্রথম ছেলের নাম হল মেরিওয়েদার লুইস ক্লার্ক। টমাস জেফারসনের নাতির নাম মেরিওয়েদার লুইস র‍্যাণ্ডল্ফ্। প্রাক্তন প্রেসিডেণ্টের নিজের দেওয়া নাম।

১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের দশই অক্টোবর তারিখ, আকাশে বিদ্যুতের চমক। টেনেসির পথের ধারের এক সরাইখানায় লুইস বিশ্রামের জন্যে থামলেন। সরাইখানার নাম 'গ্রাইনার্স স্ট্যাণ্ড'। তাঁর লেফ্‌টেন্যান্ট সেই বৃষ্টির মধ্যেই ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়েছে পলাতক একপাল ঘোড়াকে ফিরিয়ে আনতে।

ভোরের দিকে একটা পিস্তলের আওয়াজে সমস্ত বাড়ি জেগে উঠল। হোটেলের মালিক এসে দেখলে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক লুইস শয়নঘরের ধুলোমাখা মেঝেয় পড়ে রয়েছেন, শরীরের একপাশে একটা ক্ষত হাঁ হয়ে রয়েছে। ভোরবেলায় মারা গেলেন তিনি।

জেফারসন ছিলেন ভার্জিনিয়ায় নিজের বাড়িতে, এ খবরে তিনি

মর্মাহত হলেন। তাঁর বিশ্বাস লুইস আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু টেনেসির অনেকের ধারণা যে তিনি খুন হয়েছেন। কিছুকালের জন্যে হোটেলওয়ালাকে সন্দেহ করা হয়েছিল। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে টেনেসির আইনসভা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কোন অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে লুইসের মৃত্যু হয়েছিল। আজ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু রহস্যে ঢাকা রয়েছে।

অর্ডওয়ে তখন তার ৩২০ একর জমির ওপর বসবাসের ব্যবস্থা করছে, লুইসের কবর দেখতে গেল সে। প্রথম পদাতিক বাহিনীর নতুন পোশাক তার দেহে,—কারণ তার ধারণা, এই পোশাকই লুইস পছন্দ করতেন। তা ছাড়া, ক্যাপ্টেন লুইসের বাহিনীও ছিল প্রথম পদাতিক বাহিনী।

কবরের চিহ্নের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অরেগন অভিযানের দিনগুলোর কথা নতুন করে অর্ডওয়ের মনে পড়ল। একা লুইস সশস্ত্র শোশোনদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর হাতে আমেরিকার পতাকা—এ দৃশ্য যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

অভিযাত্রীদের বিশ্রাম-শিবির থেকে সেই ভয়ঙ্কর শৈলশিরার দিকে যখন সবাই তাকিয়ে দেখছিলেন, তখন ক্যাপ্টেনের মুখে চোখে যে দৃপ্তি ফুটে উঠেছিল সে কথা মনে পড়ল তার। মনে পড়ল গমগমে গলায় ক্যাপ্টেন বলেছিলেন—হয় ও শৈলশিরা আমরা অতিক্রম করব, নয় তো সেই চেষ্টাতেই প্রাণ দেব। মনে পড়ল নিজের ঘোড়াটা অসুস্থ ব্র্যাটনকে দিয়ে তুষারের ওপর দিয়ে ক্যাপ্টেনের পায়ে হেঁটে চলা।

লুইস যেখানে কবরস্থ হয়েছিলেন, পিঠ সিধে করে উন্নত শিরে অর্ডওয়ে এসে দাঁড়ালো সেখানে। স্যালুট করল, যেমন সে আগেও অনেকবার করেছে। তারপর ফিরল,—এবার চলে যাবে। কবরের ওপর ঝুঁকে-পড়া গাছগুলো থেকে বাতাসের গভীর দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

পলকের জন্যে অর্ডওয়ের মনে হল, এই বাতাসের শব্দে যেন সুদূর ক্ল্যাটসপ দুর্গের তীরভূমিতে সমুদ্রের আছড়ে পড়ার শব্দ।